# অগ্নিকোণ

( পূর্ণাঙ্গ নাটক )

উমানাথ ভট্টাচার্য



রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৭০



প্রচ্ছদ :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

**দাম : তিন টাকা**

টুলু ( তপেন ) চট্টোপাধ্যায়কে—

লেখকের অন্যান্য নাটক :

নীচের মহল

ঘূর্ণী

জল

শেষ সংবাদ

ফিরিঙ্গী কবি

বোধন

ঠগ

ধনপতি গ্রেপ্তার

জন্ম-মৃত্যু

অন্ন চাই প্রাণ চাই

উপন্যাস :

নরক

"পাছে সুর ভুলি, তাই ভয় হয়।
পাছে ছিন্নতারের জয় হয়।"

# ভূমিকা

"অগ্নিকোণ" নাটকে এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির উত্তরণের কাহিনী বিবৃত করার চেষ্টা করেছি। একদিকে টাকা-বাড়ি-গাড়ির হাতছানি; অন্যদিকে সমষ্টির মাঝখানে নিজের জায়গাটি খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা ও সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের সমন্বয় ঘটানো—এ-ই এ নাটকের মূল দ্বন্দ্ব। নাট্যরসিকরা বিচার করবেন, এই দ্বন্দ্বের কাহিনী "অগ্নিকোণ"-এ যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কি না।

নাটকে দৃশ্যসজ্জা দুটি—বড়লোক অতীন বোসের ড্রইংরুম ও ইউনিয়ন অফিস। ড্রইংরুমের দৃশ্যটি স্থায়িভাবে সাজিয়ে নিয়ে, তার সামনে কালো পর্দা ও আসবাবপত্র দিয়ে ইউনিয়ন অফিসের দৃশ্য সাজানো যেতে পারে। এতে অল্প সময়ে দৃশ্য পরিবর্তনের সুবিধে হবে।

নাটক প্রকাশনার কাজে যাঁদের উৎসাহ ও আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে, তাঁদের নাম না-করে পারছি না। নাট্যকার বন্ধু শ্রীরতন ঘোষ ও রবীন্দ্র লাইব্রেরীর শ্রীরবীন্দ্র বিশ্বাস—এঁদের কাছে আমার ঋণ রইল।

"অগ্নিকোণ" অভিনয়ের সংবাদ পেলে খুশি হব। এটা দাবী নয়, "অগ্নিকোণ" অভিনয়েচ্ছু নাট্যগোষ্ঠীর কাছে আবেদন।

৩৩-সি, নেপাল ভট্টাচার্য লেন
কলিকাতা-২৬

বিনীত
উমানাথ ভট্টাচার্য

## চরিত্র-লিপি

( প্রবেশানুক্রমে )—অতীন বোস—বোস-বেকেট কোং-র মালিক

আনন্দ চ্যাটার্জী— ঐ বন্ধু

রাজেন—অতীনের আত্মীয়

রক্ষিত—কোং-র লেবার অফিসার

নকুল—শ্রমিক

বিনোদ—ঐ

ইদ্রিস—ঐ

হারান মণ্ডল—ইউনিয়নের সম্পাদক

নিত্য—শ্রমিক

লক্ষ্মণ—ঐ

নিবারণ—ঐ

তেওয়ারী—ঐ

ঠাকুর সিং—ঐ

রজনীবাবু—কেরানী

সাধুচরণ—শ্রমিক

মানসী—অতীনের ভগ্নী

কামিনী—লক্ষ্মণের স্ত্রী

# অগ্নিকোণ

## প্রথম দৃশ্য

[ অতীনের ড্রইংরুম। পরিপাটি সাজানো। ঐশ্বর্যের ছাপ স্পষ্ট। সময় সন্ধ্যা। বাইরে মোটরগাড়ির শব্দ। একটু পরে প্রবেশ করে অতীন ও আনন্দ। অতীনের পরণে দামী স্যুট ; আনন্দর ধুতি, পাঞ্জাবী, চশমা। ]

অতীন ॥ মানসী !

( পাশের ঘরের পরদা ঠেলে প্রবেশ করে একটি যুবক—রাজেন। বিষণ্ণ চেহারা। )

—এই যে রাজেন, মানসীকে বল—আমি ডাকছি। না না, বল—আনন্দ এসেছে।

রাজেন ॥ মানসী নেই।

অতীন ॥ কোথায় গেছে ?

রাজেন ॥ বাইরে।

অতীন ॥ কখন ফিরবে, জানিস ?

রাজেন ॥ না।

অতীন ॥ ঠিক আছে ; তুই যা। বোস আনন্দ ; আমি আসছি।

( অতীন ভেতরে যায়। রাজেন একদৃষ্টে আনন্দর দিকে চেয়ে থাকে। আনন্দ অস্বস্তি বোধ করে। )

আনন্দ ॥ বাড়িটা বেশ…চারদিক বেশ খোলা-মেলা। ( রাজেন তেমনি চেয়ে থাকে ) এটা পুব দিক, না ?

রাজেন ॥ আপনার নাম আনন্দ ?

( অতীনের প্রবেশ। গায়ের কোটটা সে খুলে এসেছে। )

অতীন ॥ কী কথা হচ্ছে রাজেনের সঙ্গে ?

রাজেন ॥ আপনার নাম আনন্দ ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ।—পুব দিক কোন্‌টা ?

অতীন ॥ তুই ভেতরে যা রাজেন। ( রাজেনের প্রস্থান ) কি জিজ্ঞেস করছিলি ?

আনন্দ ॥ পুব দিক কোন্‌টা ?

অতীন ॥ হঠাৎ !

আনন্দ ॥ এমনি।

অতীন ॥ ( হাত দিয়ে দেখায় ) এইটা।

আনন্দ ॥ আমি ভেবেছিলাম, ওইটা। (হাসে) দিক-বিভ্রম আমার একটা রোগ। এখান থেকে ওখানে নড়ে বসলেই কোন্‌টা কোন্ দিক গুলিয়ে ফেলি।

অতীন ॥ স্বাভাবিক।

আনন্দ ॥ কেন ?

অতীন ॥ এখনো সেই মেসেই আছিস, না, সংসারী হয়েছিস ?

আনন্দ ॥ সংসার করা আমার পোষাবে না।

অতীন ॥ তাহলে মেসের সেই ছোট্ট কামরায় আগের মতো তেমনি বইয়ের গাদায় ডুবে আছিস, বল !

আনন্দ ॥ হ্যাঁঃ, তা আছি। ( অতীন হাসে ) হাসলি যে ?

অতীন ॥ মাথা-সর্বস্ব middle-class intellectual—তুই দিক্-ভ্রষ্ট হবি, এটা কিছু অস্বাভাবিক কি ?

আনন্দ ॥ আমি দিক্-ভ্রষ্ট নই অতীন ; বলছিলাম—দিক্-বিভ্রম আমার একটা রোগ।

অতীন ॥ যাক্, তাহলে আস্থা আছে এখনো !

আনন্দ ॥ আস্থা ! কিসের ?

অতীন ॥ যে, তুই দিক্-ভ্রষ্ট নস !

আনন্দ ॥ মাথা দিয়ে বললাম বটে, কিন্তু এখনো যাচাই করার সুযোগ পাইনি।

অতীন ॥ সুযোগ এলে যাচাই করবি ?

আনন্দ ॥ যদি সাহস পাই। মাথা-সর্বস্ব middle-class intellectual তো,—ওই সাহস জিনিসটারই বড় অভাব। ( দুজনেই হাসে ) যাক বাজে কথা। ও কে রে অতীন ? আগে দেখিনি তো !

অতীন ॥ আগে মানে তো প্রায় দশ বছর। তখন ও আসেনি। গ্রাম সম্পর্কে ও আমার পিসতুতো ভাই। বছর দুই আগে একদিন এসে উঠল এখানে , বলল, চাকরি দাও। দিলাম চাকরি। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দলে মিশে এমন কাণ্ড আরম্ভ করল যে, আমার কারখানার অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি। ( টেলিফোন বাজে ) হ্যালো ! হ্যাঁ··হ্যাঁ ! আমার এখানে আসবে ? কিন্তু গরজ তো ওদের ! কাল ? বলুন আগামী সোমবার ; তার আগে সময় হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঝুলিয়ে রাখুন। আচ্ছা। আচ্ছা। ( টেলিফোন রাখে ) আমার লেবার অফিসার। লেবার সাইকোলজিতে ওঁর দখল বলে চাকরি নিয়েছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে—

আনন্দ ॥ ও কথা থাক। তুই রাজেনের কথা বলছিলি।

অতীন ॥ ও, হ্যা। কী বলছিলাম ?

আনন্দ ॥ কারখানার অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি। তারপর ?

অতীন ॥ তারপর আর কি ! চাকরি ছাড়িয়ে ঘরে এনে বসালাম।

আনন্দ ॥ উইকৃলিং।

অতীন ॥ কেন ?

আনন্দ ॥ দলে মিশে যে-লোক তোর কারখানাকে উঠিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে, এক কথায় সে সব ছেড়ে ঘরে এসে বসল !

অতীন ॥ স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে।

আনন্দ ॥ বুঝলাম না।

অতীন ॥ বুঝবি না। সে এক ইতিহাস।

আনন্দ ॥ বল না ; শুনি !

অতীন ॥ শুনবি ! তবে শোন। কিন্তু আগে আমাকে কথা দে, একথা আর কেউ জানবে না। ( আনন্দ ওর দিকে চেয়ে থাকে ) ঘটনাটা ষড়যন্ত্রমূলক, এবং সেই ষড়যন্ত্রের নায়ক আমি। তাই—

আনন্দ ॥ তবে থাক। ষড়যন্ত্রের কাহিনী আমার এমনিতেই ভাল লাগে না , তার ওপর নায়ক তুই। তার থেকে বরং অন্য কথা বল। ব্যবসা কেমন চলছে ?

অতীন ॥ তোর এই মেঠো ভঙ্গীটা এখনো ছাড়তে পারলি না। আমি ব্যবসাদার নই ; Industrialist—শিল্পপতি।

আনন্দ ॥ বেশ, তাই হল। এবার বল, তোর Industry কেমন চলছে !

অতীন ॥ ভাল না। বাবা মারা যাওয়ার পর ভেবেছিলাম, নিজের মতো করে কারখানার management-টা ঢেলে সাজাব। কিন্তু হাত দিতে গিয়ে দেখি, অসম্ভব ; পুরো set-up এমনভাবে তৈরি করে রেখে গেছেন— ( টেলিফোন বাজে ) হ্যালো ! Speaking. আজই দেখা করবে ? তাহলে আপনি এতক্ষণ কী বোঝালেন ? বুঝবে কি না, that's your business. না। ওদের হুকুমে আমি চলব না, আমার হুকুমে ওদের চলতে হবে। That's enough. ( টেলিফোন রাখে ) ইউনিয়ন করেছে তো মাথা কিনেছে। What do you think আনন্দ, লেবার অফিসার যদি লেবার tackle করতে না পারে—

( পরদা ঠেলে রাজেনের প্রবেশ )

—কি চাই ?

রাজেন ॥ লেবার অফিসারের কি হয়েছে বললেন ?

অতীন ॥ কিচ্ছু হয়নি। You please leave us alone.

( রাজেনের প্রস্থান )

আনন্দ ॥ ( উঠে দাঁড়ায় ) আজ আমি চলি অতীন। বাড়িটা চিনে গেলাম—বরং আর একদিন আসব।

অতীন ॥ আরে না, না; বোস। কতকাল পরে দেখা; এত সহজে ছাড়ব ভেবেছিস ! Drink ?

আনন্দ ॥ অভ্যেস নেই।

অতীন ॥ ঠিক আছে। অনভ্যাসের ফোঁটাই একটু হোক। এক মিনিট—( পাশের ঘরে যায়; একটু পরে দুহাতে দুটো গেলাসে পানীয় নিয়ে প্রবেশ করে; আনন্দর সামনে একটা গেলাস রাখে ) মানসী আসুক। তারপর খাওয়া-দাওয়া কর। বাড়ি যাওয়ার জন্যে তাড়া কি ? Cheers.

আনন্দ ॥ Cheers.

অতীন ॥ আসল প্রব্লেমটা কোথায় জানিস ? লেবার অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল,—বাবা এর মধ্যে একটা compromise ফরমুলা আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন—Joint Management. আরে, তা কি কখনো সম্ভব ? সম্পর্কটাই যেখানে খাদ্য-খাদক, in other words, kill or be killed—মারো অথবা মরো, সেখানে Collective Management··· Vermouth. জিনিসটা ভাল, কি বল ?

আনন্দ ॥ ভাল-মন্দ বুঝি না। তবে নেশা হয়।

অতীন হয়েছে নাকি ?

আনন্দ একটু।

অতীন বাবা ! Real intellectual, বল !

আনন্দ ॥ ঠিক। কর্ম করি এতটুকু, বাকি এতখানি ভেবে নি। মগজটা তো আমার হাতের মুঠোয় রে।

( অতীন সশব্দে হাসে। রাজেনের প্রবেশ )

রাজেন ॥ আচ্ছা আপনিই বলুন, Production এবং Distribution-এর মাঝে যদি···বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা তাহলে বলুন—Andrew Yule ছাপ্পান্ন, Bird Heilgers সাতান্ন আর McLeod ষাট। এর মানে কি? ১৯৩৮-এ ৭০২, ১৯৪৮-এ হয়েছে ৭১৬···বাড়তে বাড়তে ১৯৫৬-য় যদি দেখি···এও বুঝতে পারছেন না! জানি, বুঝবেন না। ( নিজের ঘরে যেতে যেতে ) Cotton ৪১০, Jute ৬৭০, Coal ১৪১, Sugar ৯২০...। ( প্রস্থান )

অতীন ॥ যৌথ-পরিচালনার একটি বলি।

আনন্দ ॥ ও?

অতীন ॥ বাবা যে যৌথ-পরিচালনা কমিটি তৈরি করে গিয়েছিলেন, ইউনিয়ন সেটাকে আমার ওপর খবরদারী করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইল। কিন্তু আমিই বা ছেড়ে দেব কেন? এক চালে সব ভণ্ডুল করে দিলাম।

আনন্দ ॥ কেমন করে?

অতীন ॥ আবার সেই কথা এসে যাচ্ছে কিন্তু!

আনন্দ ॥ কোন্ কথা?

অতীন ॥ ষড়যন্ত্র, আর আমি তার নায়ক।

আনন্দ ॥ এবারে বল। শুনি।

অতীন ॥ বাবার কল্যাণে কারখানায় জবরদস্ত ইউনিয়ন তৈরি হয়েছিল। তার ওপর ওই Joint Advisory Committee. বাবা মারা যাওয়ার পর ইউনিয়নের নেতারা ভাবল, আর কি! এবার ইচ্ছে করলে হাতে মাথা কাটা যায়। থেকে থেকে দাবির সনদ; আর তা না-মানলেই

কারখানা বন্ধ করে দেবার হুমকী। কিছুদিন টানা-পোড়েন চলল; তারপর ভাবলাম—নাঃ, এ খেলা ভাল নয়। বেশিদিন চলতে দিলে এরা আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেবে। আমি বললাম, Advisory Committee বাতিল করা হল। ইউনিয়ন বলল—তা করুন; কিন্তু আমরা আছি। আমি মনে মনে বললাম—আমিও আছি।...গেলাসটা দে!

আনন্দ॥ আরো খাব?

অতীন॥ কী খেলি যে, "আরো খাব?" দে—( খালি গেলাস নিয়ে ভেতরে যায়, ভর্তি করে নিয়ে আসে ) রাজেন তখন ইউনিয়নের Assistant Secretary. গ্রাম থেকে ও যেদিন এসে দাঁড়িয়েছিল আমার সামনে, দৃশ্যটা এখনো মনে আছে। নিরীহ, গোবেচারা ভালমানুষ—নিতান্তই গেঁয়ো। ওই ছেলে কারখানায় ঢুকে বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই যে অমন চেহারা নিতে পারে—ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।...সত্যি কথা বলি আনন্দ, শেষ দিকে ওর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আমার ভয় করত। কী সার্প্ যুক্তি, আর কী ফায়ার! ওকে মনে হত, a real proletarian leader.

অতীন॥ তোকে হারিয়ে দিল?

অতীন॥ কী শুনলে খুশি হ'স?

( বাইরে মোটর গাড়ির শব্দ )

—ওই বোধহয় মানসী এলো!

( মানসীর প্রবেশ )

—দেখ্ তো মানসী, একে চিনতে পারিস কি না!..কষ্ট হচ্ছে তো?

মানসী॥ আপনি...আনন্দদা---

অতীন॥ আই—চিনে ফেলেছে! আমি ভাবছিলাম, ওর ওই জোড়া-গোঁফ দেখে তুই কিছুতেই চিনতে পারবি না।

মানসী। গোঁফ-জোড়া নকল হলে কষ্ট হত।

আনন্দ॥ নকল নয়, বুঝলেন কিসে?

মানসী॥ ধ্যাৎ, আপনি আবার আমাকে "আপনি" বলছেন কেন?

আনন্দ ভুলে গেছি।

মানসী আসল-নকল আমি ঠিক চিনতে পারি।—দাদা, আমি আসছি। আনন্দদা, চলে যাবেন না।

( ভিতরে প্রস্থান )

অতীন॥ কেমন দেখলি?

আনন্দ॥ রাজেন তোকে হারিয়ে দিল কিনা, বললি না তো?

অতীন॥ ও, হ্যাঁ।···কিন্তু এখন কি ওসব ভাল লাগবে? মানসী এলো—তিনজনে বসে একটু গল্প করা যাক।

আনন্দ॥ ষড়যন্ত্রের কাহিনী,—মাঝখানে থেমে গেলে গল্প জমবে না। তুই বরং বাকিটুকু চট্ করে বলে ফেলে suspense-টা মিটিয়ে দে; তারপর নিশ্চিন্তে বসে গল্প করা যাবে।

অতীন॥ তবে শোন।—রাজেনের বিরুদ্ধে আমি দ্বিমুখী আক্রমণ শুরু করলাম। একদিকে ইউনিয়নের মধ্যে রাজেনের integrity সম্পর্কে প্রশ্ন তোলানো হল,—প্রশ্ন তুলল আমারই লোক, ইউনিয়নের মেম্বর। আর একদিকে রাজেনের লড়াকু ভাবটাকে একটু ঝিমিয়ে দেবার জন্যে—

আনন্দ॥ থামলি কেন? বল।

অতীন॥ একেবারে ভেতরের কথা। ( হাত বাড়িয়ে দেয় ) তুই কথা দিচ্ছিস, কাউকে বলবি না?

আনন্দ॥ তবে থাক। বাধা থাকলে বলার দরকার নেই।

অতীন॥ আরে না, না। এতখানিই যখন শুনলি, শেষটুকু বাকি থাকে কেন?···আমি মানসীকে দিয়ে একটু অভিনয় করালাম।

আনন্দ॥ মানসী রাজী হল!

অতীন॥ হবে না কেন? প্রপার্টি তো আমার একার নয়। তবে রাজেনকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আর তার final credit-টা মানসীর নয়; শুনলে আশ্চর্য হবি—ইউনিয়ন কমিটির।

আনন্দ॥ ইউনিয়ন কমিটির!

অতীন॥ হ্যাঁ। খুব successfully একটি চরিত্র হনন করা হল। মালিক পক্ষের দালাল—এই অপরাধে ইউনিয়ন কমিটি রাজেনকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করল।

আনন্দ॥ আশ্চর্য!

অতীন॥ কিছুই আশ্চর্য নয়। রাজেন আমার বাড়িতে বাস করে, আমার বোনের সঙ্গে আমারই গাড়িতে চড়ে ময়দানে-বোটানিকস্-এ বেড়াতে যায়। এ অবস্থায় পুরানো ফাইল থেকে যদি এক-আধখানা Dead-letter আবিষ্কার করতে পারি,—এটা খুব কঠিন নয়, নিশ্চয় বুঝতে পারছিস,—তাহলে ও যে আমার মাইনে-করা দালাল, একথা প্রমাণ হতে বাকি থাকে কী?

আনন্দ॥ রাজেন প্রতিবাদ করল না?

অতীন॥ কে শুনবে ওর কথা? ও যে দালাল, তার প্রমাণ তো হাতে-নাতে পাওয়া গেছে। কপাল ভাল ওর, সেদিন ইউনিয়ন অফিস থেকে অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। ( কিছুক্ষণ চুপচাপ ) কি ভাবছিস? ভাবছিস, অতীন বোস এমন নৃশংস হয় কেমন করে?

আনন্দ॥ হ্যাঁ।

অতীন॥ আমিও ভাবি। রাজেনের মতো অমন ছেলের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকে এভাবে মিটিয়ে না-দেওয়াই বোধহয় উচিত ছিল। জানিস আনন্দ, ইউনিয়ন কমিটি যেদিন ওকে সংগঠন থেকে তাড়িয়ে দিলে, আমি ওই··· তোর চেয়ারটায় বসে সিগারেট টানছিলাম। রাত তখন প্রায় বারোটা।

ওর expulsion-এর খবর আমি আগেই পেয়েছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন বার বার আমার মনে আসছিল—রাজেন যদি এর পরও আমার এখানে ফিরে আসে, তাহলে? (হাসে) ও কি করল জানিস? ওই দরজা দিয়ে ঢুকে আমাকে দেখতে পেয়ে সোজা এগিয়ে এলো। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।···সেদিন আমি ওর চোখের দিকে তাকাতে পারিনি, আনন্দ। ভয়ে নয়, লজ্জায়।···(গা ঝাড়া দিয়ে) তারপর থেকেই বোধহয় ওর মাথায় কিছু গোলমাল হয়েছে। স্বাভাবিক। Emotional ছেলে—এতবড় শক্ সইতে পারেনি।

আনন্দ॥ আর মানসী?

অতীন॥ হ্যাঁ। সে আর এক কাণ্ড।

আনন্দ॥ আমি জানি। বলব?

অতীন॥ দাঁড়া, দাঁড়া তুই মানসীর কথা জানলি কেমন করে?

আনন্দ॥ আন্দাজ করছি।

অতীন॥ আন্দাজ করছিস! বল, শুনি। সত্যি ঘটনার সঙ্গে যদি তোর আন্দাজ মিলে যায়, তাহলে একটা বাহবা দেব।

আনন্দ॥ শোন। মানসী অভিনয় করেছিল। সম্পত্তি বাঁচাতে হবে,—ইউনিয়ন ভাঙতে হবে, ইউনিয়নের নেতাকে কাবু করতে হবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু রাজেনকে যখন তুই সব দিক দিয়ে চেপে মেরে ফেলতে পারলি, তখন মানসী হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, তার সবখানিই অভিনয় ছিল না; অজান্তে সে বোধহয় রাজেনকে ভালবেসে ফেলেছে। (গেলাস বাড়িয়ে দেয়) আর একটু দে!

অতীন॥ বোতলটা নিয়ে আসি? (অতীন পাশের ঘর থেকে বোতল নিয়ে আসে) তারপর?

আনন্দ॥ তারপর আর কি! শুরু হল প্রতিক্রিয়া। কারণ, এ যে বড় লজ্জার

কথা ; অভিনয় করতে গিয়ে তার মতো মেয়ে প্রেমে পড়েছে, ভাবতেও যে তার মাথা কাটা যায়।

অতীন ॥ মানসী না-বললেও আমি আঁচ করেছিলাম। কিন্তু মুখ ফুটে যে জিজ্ঞেস করব,—আমারও যে বাধা অনেক।...তবে এ ঘটনায় একটা শিক্ষা আমার হয়েছে। তুমি-আমি, ছোট-বড়—আমরা কেউই পুরোপুরি স্বাধীন নই। মনের গতিবিধি আমাদের status-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং, স্বাধীনতাটা ফাঁকা বুলি, যতক্ষণ না—

আনন্দ ॥ থামলি যে?

অতীন ॥ কি বলতে চাইছি, বল তো?

আনন্দ ॥ Marx-এর কথা।

অতীন ॥ সুতরাং এ আলোচনা এখানেই শেষ হোক। After all, আমার পক্ষে তো Marxist হওয়া সম্ভব নয়!

( মানসীর প্রবেশ )

মানসী ॥ আনন্দদা, আগে তো আপনার গোঁফ দেখিনি!

অতীন ॥ তুই কি এতক্ষণ ওঘরে বসে ওর গোঁফের কথা ভাবছিলি নাকি?

( আনন্দ হাসে )

মানসী ॥ না-ভেবে কি করি বল! কেমন চকচকে সুন্দর মুখখানা...কোথা থেকে সেপাইদের মতো এক জোড়া গোঁফ নিয়ে হাজির হল এতকাল পরে। বিচ্ছিরি লাগে না?

অতীন ॥ তাহলে ওর চকচকে সুন্দর মুখখানা এখনো মনে আছে বল!

মানসী ॥ কী বলতে চাইছ?

অতীন ॥ না ; কিছু না।...আনন্দ, তোর prospect আছে।

মানসী ॥ দাদা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! ( আনন্দ হাসে ) আপনি হাসছেন কেন? এসব কথায় participate না-করে আপনার গম্ভীর হয়ে থাকা উচিত না?

আনন্দ ॥ বেশ, গম্ভীর হলাম। তুমি বোস।

অতীন ॥ তার আগে, মানসী, তুই ভেতরে খবর দিয়ে আয়—আনন্দ আজ এখানে খেয়ে যাবে।

আনন্দ ॥ না না, এসব আবার কেন—( উঠে দাঁড়ায় )

মানসী ॥ আপনি বসুন তো। ( আনন্দ বসে ) আমি আসছি। ( প্রস্থান )

আনন্দ ॥ বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না।

অতীন ॥ কিন্তু ভেতরে এখনো জ্বালা আছে ; মাঝে মাঝে আঁচ পাই। তাই ভয় হয়, বিগড়ে না যায়। অঢেল পয়সার মালিক তো ; সব রাস্তাই খোলা। অমন character আমাদের সমাজে দু-একটা দেখেছি। বড় ভয়ঙ্কর চেহারা হয় ওদের।

( মানসীর প্রবেশ )

মানসী ॥ কিসের কথা হচ্ছে ?

অতীন ॥ প্রথম দর্শনে প্রেম।

মানসী ॥ প্রথম দর্শনে প্রেম ! Bogus.

অতীন ॥ Bogus বললি ; কিন্তু সত্যি করে বল তো, আনন্দকে দেখে তোর কিছু মনে হচ্ছে না ?

মানসী ॥ না। (আনন্দকে) আচ্ছা আপনি বলুন তো, এসব silly আলোচনা—

অতীন ॥ তাহলে আনন্দ বলুক, তোকে আজ প্রথম দেখে ওর কিছু মনে হচ্ছে কি না !

মানসী ॥ দাদা, তুমি চুপ করবে ? এ আলোচনা আমার ভাল লাগে না।

অতীন ॥ তাহলে মনের মধ্যে কিছু একটা হচ্ছে বল !···আনন্দর অমন চকচকে সুন্দর মুখখানা মনে রেখেছিস , ও গোঁফ রেখেছে বলে তোর অস্বস্তি হচ্ছে—এসব তো ভাই এমনি হয় না ! বল না, মনে মনে—

মানসী ॥ দাদা, প্লীজ্ ! আমি বলছি, এসব কথা আমার একদম ভাল লাগে না।

(হঠাৎ কান্না চেপে মুখ ঘুরিয়ে বসে পড়ে। টেলিফোন বাজে। অতীন টেলিফোন তোলে।)

অতীন ॥ (আনন্দকে) শান্ত কর।—হ্যালো···

(কথা বলতে বলতে টেলিফোন হাতে নিয়ে ভিতরে যায়। মানসী তেমনি মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে। আনন্দ একটু ইতস্তত করে মানসীর কাছে যায়।)

আনন্দ ॥ মানসী! (মানসী নড়ে না) অতীন বলে গেল তোমাকে শান্ত করতে, কিন্তু তোমার কি হয়েছে, না-জানলে আমি তোমাকে কী সান্ত্বনা দেব, বল!

(রাজেন তার ঘরের দরজায় এসে এদের দিকে চেয়ে থাকে।)

—মানসী! কথা বল না—(মানসী চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়, হাসার চেষ্টা করে)

মানসী ॥ দাদাটা এখনো সেইরকম ছেলেমানুষই আছে। আমাকে খোঁচা দিয়ে ওর যে কী আনন্দ!

আনন্দ ॥ ভাই-বোনে অমন হয়।

মানসী ॥ হবে।—ধ্যাৎ! আপনার ওই গোঁফ-জোড়ার দিকে তাকালেই মনে হয়, আমিও বুঝি বুড়ি হয়ে গেছি।

আনন্দ ॥ না; তুমি এখনো খুকি আছ।—দাদার কথায় কাঁদছিলে কেন?

মানসী ॥ মিথ্যে কথা। আমি কাঁদিনি। অত সস্তা না।

আনন্দ ॥ কাঁদনি? এখনো চোখের কোণ চক্‌চক্ করছে···দেখি—(মানসীর দিকে হাত বাড়ায়; মানসী খপ্ করে ওর হাতখানা ধরে ফেলে)

মানসী ॥ (হঠাৎ রাজেনকে দেখতে পায়; আচমকা চিৎকার করে ওঠে)

আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?···দাদা !—

( টেলিফোন হাতে নিয়ে অতীনের প্রবেশ। রাজেনের প্রস্থান। )

অতীন ॥ কী হল ?

মানসী ॥ নাঃ, কিছু না— ( মানসীর প্রস্থান )

আনন্দ ॥ গম্ভীর দেখছি ! টেলিফোনে কী কথা হল ?

অতীন ॥ আর একটু নেশা করবি ?

আনন্দ ॥ তাহলে একটু নেশা করেছি বল।

অতীন ॥ তা একটু করেছিস।—দেবো ?

আনন্দ ॥ নাঃ।

অতীন ॥ চাকরি করবি ? ( আনন্দ জবাব দেয় না, একদৃষ্টে অতীনের দিকে চেয়ে থাকে ) Sorry. এভাবে বলাটা আমার উচিত হয়নি। ( দু গেলাসে মদ ঢালে ) নে, খা !—আসলে, আমার লেবার অফিসারটি একটি ভোঁট। নিজের মাথা খেলবে না ; বলে দিলে সেই মতো কাজ করবে,—তাও সাহসে কুলোয় না। ওকে নিয়ে আমি কী করি, বল তো ?

আনন্দ ॥ আমায় জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

অতীন ॥ বল না। তুই হলে কী করতিস ?

আনন্দ ॥ ছাঁটাই করে ওর জায়গায় নতুন লোক রাখতাম।

অতীন ॥ বাঃ ! আমিও তাই ভাবছিলাম।···কিন্তু উপযুক্ত লোক আমি পাই কোথায় ?

আনন্দ ॥ তাই আমাকে চাকরি অফার করছিলি ?

অতীন ॥ শোন আনন্দ। Labour problem tackle করার জন্যে আমার তো হাতিয়ার চাই। না কি, আমি খালি হাতে লড়ব ?

আনন্দ ॥ বলে যা।

অতীন ॥ আমি চেয়েছিলাম এমন লোক, যে লেবারদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে যেতে পারবে, এবং আমার কথাও বুঝতে যার কষ্ট হবে না। But unfortunately, রক্ষিত এর কোনটাই পারে না।

আনন্দ ॥ রক্ষিত কে ?

অতীন ॥ আমার Labour Officer.

আনন্দ ॥ ও।

অতীন ॥ তাহলে বল, আমি লড়ব কাকে নিয়ে ? ··বাবা যেভাবে চলতে চেয়েছিলেন, আমি তা চাই না। ফলে লেবারের সঙ্গে আমার অবশ্যম্ভাবী বিরোধ। অথচ, এ বিরোধে যে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে, my learned labour officer—

আনন্দ ॥ তাকে বুঝিয়ে বল।

অতীন ॥ বুঝবে না। বুঝলেও, সেইভাবে কাজ করায় ওর সাহস নেই।··· আমি তোকে বলছি আনন্দ, যে কেউ আমাকে এই কাজে help করবে, আমি তাকে মাথায় করে রাখব। Anybody.

আনন্দ ॥ আমাকে বলছিস ?

অতীন ॥ না।—কিন্তু তুই তো আমার ছেলেবেলার বন্ধু—অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোর ইচ্ছে করে না আমাকে একটু সাহায্য করতে ? কর্মচারী হিসেবে নয় ; বন্ধু হিসেবে ?

আনন্দ ॥ কিন্তু আমি কোন্ স্তরের লোক জানিস তো ?

অতীন ॥ ওকথা ভুলে যা আনন্দ। আমি একটু আগে বললাম না—নিচু থেকে ওপরে টেনে তোলা আমার পক্ষে কিছু না !

আনন্দ ॥ এবং ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়াও তোর পক্ষে কিছু না।

(আনন্দ সশব্দে হেসে ওঠে। অতীন এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ গলা তুলে মানসীকে ডাকে।)

অতীন ॥ মানসী ! ( মানসীর প্রবেশ )

মানসী ॥ কি বলছ ?

অতীন ॥ আনন্দ খেয়ে যাবে, বলেছিলাম না ?

মানসী ॥ হ্যাঁ ।

অতীন ॥ ব্যবস্থা হয়েছে ?

মানসী ॥ হ্যাঁ ।

অতীন ॥ তাহলে ডাকছিস না কেন ? আমরা কি সারারাত এইখানে বসে থাকব ?

মানসী ॥ তোমরা বললেই ডাকতে পারি । কিন্তু এর মধ্যে এত রাগারাগির কি হল ?

আনন্দ ॥ রাগারাগি না ; ওর নেশার মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেছে ।

মানসী ॥ ( হেসে ) নেশা খুব জোর হলে দাদা কখনো রাগ দেখায়, আবার কখনো কাঁদে । সেদিন—

অতীন ॥ Stop it.

মানসী ॥ ( আবার হাসে ) চল । তোমাদের খাবার রেডি ।

অতীন ॥ ( আনন্দকে ) চল ।

আনন্দ ॥ অতীন, আমি বলছিলাম—এই খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা না-হয় আর একদিন—

মানসী ॥ আনন্দদা, আপনি "না" করবেন না ।—আসুন ।

আনন্দ ॥ বেশ , চল ।

( তিনজনে ভিতরের দিকে পা বাড়ায় ; বাইরে থেকে রক্ষিতের প্রবেশ । তার হাতে কিছু ফাইল-পত্র । মাঝবয়সী ভদ্রলোক । চুলে পাক ধরেছে । )

রক্ষিত ॥ স্যার !

অতীন ॥ কে !—ও ; মিষ্টার রক্ষিত ! আপনার এখানে কী কাজ ?

রক্ষিত ॥ আমি কথা বলেছি—বিনোদ, ইদ্রিস দুজনের সঙ্গেই। কিন্তু রাজি হচ্ছে না। ওরা বলছে—

অতীন ॥ ওরা কি বলছে—আপনার কাছ থেকে আমার একদম শুনতে ইচ্ছে করছে না।

রক্ষিত ॥ কিন্তু স্যার—

অতীন ॥ ( রুক্ষভাবে ) আমি এখন খেতে যাচ্ছি। আপনার যদি মনে হয়, ওদের কথাগুলো আমাকে নিতান্তই শোনানো দরকার, তাহলে অপেক্ষা করুন। বসুন ওখানে।…Bose-Beckett কোম্পানীর লেবার অফিসার হয়ে এই courier-এর কাজ আর কদ্দিন করবেন, মিষ্টার রক্ষিত ?…চল আনন্দ—

( তিনজনের ভিতরে প্রস্থান। রক্ষিত একটু-ক্ষণ সেইদিকে চেয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বড় সোফাটায় আরাম করে বসে। )

নিষ্প্রদীপ

[ আলো জ্বলতে দেখা যায়—সেই একই দৃশ্য-সজ্জা ; রক্ষিত সোফার ওপর আরাম করে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। হাতের ফাইল-পত্র মাটিতে পড়ে গেছে, টের পায়নি। রাজেন তার সামনে ঝুঁকে দেখছে। প্রবেশ করে অতীন, আনন্দ ও মানসী। ]

অতীন ॥ ( রক্ষিতকে দেখিয়ে ) দেখ আনন্দ, তোকে বলেছিলাম,—আমার লেবার অফিসারের চেহারাটা দেখ।

রাজেন ॥ এ কে ? রক্ষিত না ? ( সবাই ওর দিকে চেয়ে থাকে ) Sorry…
মানসী, আমার খাবারটা পাঠিয়ে দিতে বল না।

মানসী ॥ বলছি। আপনি ভেতরে যান।

( রাজেনের প্রস্থান। ইতিমধ্যে রক্ষিত উঠে বসেছে। )

রক্ষিত ॥ স্যার !

অতীন ॥ বসুন।…আনন্দ, তোর কথাগুলো খুব স্পষ্ট ; এতে অবশ্যই তোর চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। কিন্তু স্পষ্ট কথা সবসময় লাভজনক হয় না, জানিস তো !

আনন্দ ॥ আমার আছে কী যে, লাভ-লোকসানের হিসেব করব ?

অতীন ॥ আবার সেই কথা। আচ্ছা, সবসময় "তোর কিছু নেই," "তুই কিছু না"—এসব ভাবিস কেন বলত ! Complex এসে যাবে যে। ভবিষ্যতে কিছু হলে তখনো মানতে পারবি না যে, সত্যিই তোর কিছু হয়েছে।

আনন্দ ॥ ভবিষ্যতে কিছু হবে ?

অতীন ॥ হবে। আমি বলছি—হবে।

রক্ষিত ॥ স্যার !

অতীন ॥ কি ?

রক্ষিত ॥ আমার রিপোর্টটা—

অতীন ॥ ও, that courier business. কিন্তু আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি, দেখছেন তো।—আমার ছেলেবেলার বন্ধু—আনন্দ চ্যাটার্জী।

রক্ষিত ॥ নমস্কার।

অতীন ॥ শোন আনন্দ—

আনন্দ ॥ ওঁর সঙ্গে কাজের কথাটা সেরে নে না।

অতীন ॥ অনেক সময় লাগবে।

আনন্দ ॥ আমি বসছি। তেমন হলে তুই গাড়ি করে পৌঁছে দিবি। দিবি না?

অতীন ॥ ঠিক আছে। বলুন মিষ্টার রক্ষিত—বিনোদ এবং ইদ্রিসের সঙ্গে আপনার কি কথা হল।

মানসী ॥ আমি ভেতরে যাই। ( প্রস্থান )

অতীন ॥ তুই এখানে বোস আনন্দ।

আনন্দ ॥ আমি!

অতীন ॥ বোস না।

( অতীন ও রক্ষিত মুখোমুখি বসে। আনন্দ তাদের কথা শোনে। অতীন-রক্ষিতের কথা আমরা শুনতে পাই না। আলো কমে আসে। আবছায়ার মধ্যে তিনজনের নিঃশব্দ আলোচনা চলতে থাকে। রক্ষিত ফাইল থেকে দু-একটা কাগজ অতীনকে দেখায়। কিছুক্ষণ এইভাবে চলে। তারপর অতীন উঠে দাঁড়ায়,—মঞ্চে আগের আলো ফিরে আসে। )

—That's enough.

রক্ষিত ॥ কিন্তু স্যার, ব্যাপারটা একটু risky হয়ে যাবে না? জানাজানি হয়ে গেলে—

অতীন ॥ জানাজানি হবে না। আপনি এবার যান।···কি হল, আর কিছু বলবেন?

রক্ষিত ॥ ভাবছিলাম স্যার, গুরুদায়িত্ব···আমার একার পক্ষে কি সম্ভব হবে?

অতীন ॥ That's a point. ( আনন্দর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে রক্ষিতকে ) ঠিক আছে; আপনাকে আমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দেব···আপনি—

(কথা বন্ধ করে আনন্দর দিকে চেয়ে থাকে; আনন্দও তার দিকে তাকায়— কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত।)

আনন্দ ॥ রাজী।

অতীন ॥ বাঃ!…কাল থেকে আপনি assistant হিসেবে আনন্দকে পাবেন। But don't take him as an Assistant; he will be your colleague. Okay?

রক্ষিত ॥ ঠিক আছে স্যার। এইবার আমি সব ঠিক করে দেব। ওঁকে সঙ্গে পেলে—

অতীন ॥ ওকে আপনি চেনেন?

রক্ষিত ॥ আজ্ঞে না।

অতীন ॥ তাহলে ওকথা বলছেন কেন?

রক্ষিত ॥ আজ্ঞে…মানে, আপনার বন্ধু…

অতীন ॥ বুঝেছি। এবার বাড়ি যান।

রক্ষিত ॥ আচ্ছা স্যার, যাই—

(দুজনকে প্রণাম করে রক্ষিতের প্রস্থান)

অতীন ॥ Spineless. কাল থেকে দেখবি, তোকেই ও "স্যার-স্যার" করছে।

আনন্দ ॥ বিনোদ-ইদ্রিস— লোক কেমন?

অতীন ॥ ভাল; খুব ভাল। ইউনিয়নের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে ওয়ার্কাররা ওদের খুব মান্যি করে। আর খুব লড়াকু।…কিন্তু লড়াইটা কেমন হবে, সেইটাই হচ্ছে কথা।

আনন্দ ॥ কেমন হলে তোর পছন্দ হয়?

অতীন ॥ প্রথমেই যদি ষ্ট্রাইক দিয়ে শুরু করে, আমি খুশি হই।

আনন্দ ॥ ঘেরাও হলে?

অতীন॥ মারামারি হবে। দু-চারটে খুন-জখম। তারপর মালিকের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে ষ্ট্রাইক।…Ultimately, ষ্ট্রাইক ওদের করতেই হবে।

আনন্দ॥ কিন্তু তুই ষ্ট্রাইক চাইছিস কেন?

অতীন॥ কাল বলব। সকাল দশটায় সোজা আমার এখানে চলে আয়, কারখানার ins and outs সব বুঝিয়ে দেব।—আজ বরং আর একটু আড্ডা হোক। মানসী!

আনন্দ॥ না, থাক; আজ যাই। সত্যিই রাত হয়েছে।

অতীন॥ ঘুম পাচ্ছে?…চল, তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি। মানসী, আমরা যাচ্ছি—

(বাইরের দিকে পা বাড়ায়, কিন্তু বাধা পড়ে। প্রবেশ করে নকুল। ভিতর দিক থেকে মানসী প্রবেশ করে। রাজেনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রাজেন। সবাই নকুলের দিকে চেয়ে থাকে। কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত।)

—নকুল!

নকুল॥ হারানবাবু আজ সন্ধ্যায় জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

অতীন॥ হারানবাবু আজ সন্ধ্যায় জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে! (চিন্তিত মনে হয়) তাহলে লড়াইটা খুব সহজ হবে না আনন্দ।

আনন্দ॥ শক্ত লড়াই-ই তো লড়ে আরাম।…ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি তো আছি!

অতীন॥ (আনন্দকে ভাল করে দেখে) হ্যাঁ, তুই আছিস।…চল—

(প্রস্থানোদ্যোগ)

॥ পর্দা ॥

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ ইউনিয়ন অফিস। এক কোণে চাটাই, পোস্টার, ফেস্টুন গাদা করা রয়েছে। একটা টেবিল, একখানা চেয়ার, একটা বেঞ্চ। এক পাশে সস্তা র‍্যাকে কিছু ফাইল-পত্র। টেবিলের সামনে হারান বসে একটা ফাইল দেখছে। নিত্য বসে আছে বেঞ্চে। ]

হারান ॥ এ চিঠিটার জবাব আসেনি?

নিত্য ॥ কী লেখা আছে ওতে?

হারান ॥ এতে সরকারী লেবার দপ্তরের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছিল যাতে একটা ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

নিত্য ॥ ও, ওইটা? জবাব এসেছিল। মিনিস্টার নিজে আলোচনা বৈঠক ডেকেছিল। কিন্তু মালিক-পক্ষের কেউ যায়নি।

( নকুলের প্রবেশ )

নকুল ॥ হারানদা!···যাক, আপনি এসে গেছেন। বোসসাহেবের ওখানে আপনার সঙ্গে তো কোন কথাই হল না। বলুন, জেলে কেমন ছিলেন।

হারান ॥ জেলে মানুষ কেমন থাকে?

নকুল ॥ আমি জানি না।

হারান ॥ তবে আর জেনে কাজ নেই। তুই বল এদিককার খবর।

নকুল ॥ বেশ জমে উঠেছে। শুনবেন'খন বিনোদদা-ইদ্রিসের কাছে। মালিক-পক্ষ তো লেবার মিনিস্টারের মিটিং-এই গেল না।

হারান ॥ মিটিং-এর চিঠিটা কোথায়?

নকুল ॥ আছে কোথাও।—শুনুন, তার ফলে বাজার আরো গরম।

( নিত্যকে ) কি রে, তোকে বিনোদদা পোষ্টার লিখতে বলেছিল,—হাঁ করে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিস,—হয়ে গেছে ?

হারান ॥ আমি ওকে পোষ্টার লিখতে মানা করেছি।

নকুল ॥ সে কী !

হারান ॥ হ্যাঁ। ও পোষ্টার এখন চলবে না।

নকুল ॥ তবে ?

হারান ॥ কমিটি মিটিং-এ আলোচনা করে তারপর ঠিক হবে—পোষ্টারে আমরা কী লিখব ! হুট্ করে একটা যা-তা শ্লোগান লিখে দিলেই তো হল না।

নকুল ॥ যা-তা শ্লোগান ! তুই কী লিখেছিস নিত্য, দেখি—( নিজেই উঠে গিয়ে একটা পোষ্টার নিয়ে আসে ) "আসন্ন ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হও। বোস-বেকেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।"…ঠিকই তো আছে। বিনোদদা-ইদ্রিস তো এই শ্লোগানই লিখে দিয়েছিল তোকে !

নিত্য ॥ হ্যাঁ। ( বুক পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে ) এই তো,—বিনোদদার লেখা।

হারান ॥ হোক বিনোদের লেখা। এ শ্লোগান এখন চলবে না।

নকুল ॥ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মিটিং-এ আলোচনা হয়নি বলে সংগ্রামের ডাক দেওয়া যাবে না, এটা কেমন কথা—

হারান ॥ সংগ্রামের ডাক দে ; তার প্রস্তুতি চালা ; সংগঠনকে মজবুত কর। কিন্তু সংগ্রামের ওই একটাই পথ কেন ? ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার দায়িত্ব কতখানি বুঝিস ?

নকুল ॥ ( ইতস্তত করে ) কিন্তু বিনোদদা কি না বুঝে—

হারান ॥ যতই বুঝুক, কোন একজনের পক্ষে এতবড় দায়িত্ব নেওয়া উচিত না। যারা লড়বে—তাদেরই বলতে দে না : কেমন লড়াই লড়বে, কোন্ হাতিয়ার ব্যবহার করবে। সবাইকে ডিঙিয়ে তোদের সিদ্ধান্ত ওপর থেকে চাপাতে চাস কেন ? কমিটিতে আলোচনা না করে—

নকুল ॥ কমিটির আলোচনার ওপর আপনি এত জোর দিচ্ছেন কেন দাদা ?

হারান ॥ কমিটির আলোচনা প্রথম ধাপ। আসলে সাধারণ সভা ডেকে ওয়ার্কারদের সম্মতি পেলে তখনই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। ধর্মঘটটা ছেলেখেলা নয়, নকুল।

নকুল ॥ জেলে গিয়ে আপনি যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেছেন।

হারান ॥ ( অল্প হেসে ) হ্যাঁ, তোদের বোসসাহেবও তাই বলছিলেন। তবে ভয় নেই, তোদের ডোবাবো না।

নকুল ॥ আরে ছি ছি দাদা, আমি কি ওই কথা বললাম !

হারান ॥ তোরা মিটিং করিসনি কেন ? ..সাধারণ সভা না-হয় নাই ডাকলি ; কিন্তু কমিটি মিটিং ? আমি আটমাস নেই। আটমাস ছেড়ে যদি আটবছর জেলে থাকতাম, তাহলেও কি তোরা এইভাবেই ইউনিয়ন চালাতি ? কাউকে কিছু বলতি না ?

নকুল ॥ আপনি বেশ কড়া কথা বলছেন আজকাল।

হারান ॥ বলতে হচ্ছে।

নকুল ॥ কিন্তু ধর্মঘটের কথায় তো কেউ আপত্তি করেনি !

হারান ॥ কাদের মত নিয়েছিলি ?

নকুল ॥ মত নেওয়া হয়নি ; কিন্তু মুখে মুখে শুনেছে সবাই। দ্বিমত থাকলে তারা বলতে পারে ; কই, কেউ তো কিছু বলছে না !

হারান ॥ এইবার হয়তো বলবে।

নকুল ॥ আপনি এসে গেছেন বলে ?

হারান ॥ সে কী রে !...ওসব কথা ভাবিসনি নকুল , মারা পড়বি। (Siren-এর আওয়াজ ) তোরা বোস। আমি একটা কাজ সেরে আসি।

( প্রস্থান )

নকুল ॥ নিত্য, কেমন বুঝলি ?

নিত্য ॥ হারানদার মতো লোককে কি এত সহজে বোঝা যায় ?

নকুল ॥ এখনো বুঝিসনি তাহলে ?—যাই, বিনোদদাকে খবরটা দিয়ে আসি। (প্রস্থানোদ্যোগ। দাঁড়িয়ে পড়ে)—আচ্ছা, আরও তো কত লোক ওখানে পচে মরছে,—হঠাৎ করে হারানদাকে জেল থেকে ছেড়ে দিতে গেল কেন ? (হেসে ফেলে) আমাদের বোসসাহেবটি কিন্তু একটি নিদারুণ খেলোয়াড়। কোন্ চালে যে কাকে মাৎ করবে, কেউ জানে না। (হঠাৎ গেয়ে ওঠে) "সাবধান! সাবধান!" (পরক্ষণেই গান থামিয়ে সশব্দে হেসে ওঠে ; হাসতে হাসতে প্রস্থান। নিত্য সেইদিকে চেয়ে থাকে।)

(প্রৌঢ় শ্রমিক লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ ॥ বিনোদ আসেনি ?

নিত্য ॥ না।

লক্ষ্মণ ॥ ইদ্রিস ?

নিত্য ॥ না।

লক্ষ্মণ ॥ বাঃ! তাহলে আমার ব্যাপারটা দেখবে কে ?

নিত্য ॥ আমাকে বলছ কেন ?

লক্ষ্মণ ॥ তবে কাকে বলব ?

নিত্য ॥ কাকে বলবে, তুমি জান লক্ষ্মণদা ; মিথ্যে মাথা গরম করছ। এ ঘরে ঢুকে প্রথমেই তুমি বিনোদদা-ইদ্রিসের কথা জিজ্ঞেস করনি ?

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু কোথায় তারা ?···তারকেশ্বরে হত্যে দিলে শুনেছি, শিবের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার নেতারা শিবের থেকেও বড় দেবতা,—ধরা-ছোঁয়ার উপায় নেই। ইদিকে আমার যে শালা দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার দশা—

নিত্য ॥ তুমি বোস। হারানদা আসবে। তার সঙ্গে কথা বল।

লক্ষ্মণ ॥ কে, হারান! কবে এলো ?

নিত্য ॥ কাল।

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু ওকে হঠাৎ ছেড়ে দিল কেন?

নিত্য ॥ কি!

লক্ষ্মণ ॥ বলছি, একা হারানকেই ছেড়েছে, না—

নিত্য ॥ তা জানি না। কিন্তু খবরটা শুনে তুমি যেন খুশি হতে পারছ না লক্ষ্মণদা!

লক্ষ্মণ ॥ ওরে বাবা, তুই আবার এর মধ্যে মানে খুঁজতে যাস না।—আমি এমনিই বলছিলাম। ডেটিনিউ করে যাকে একবার জেলে ঢোকায় তাকে তো সহজে ছাড়ার নাম করে না। তাই বলছিলাম।—আবার আসবে বললি না?

নিত্য ॥ হ্যাঁ; তুমি বোস।

লক্ষ্মণ ॥ বসি।...ছেলেপুলে নিয়ে আর ঘর করা চলবে না। একে বাইরে অশান্তির শেষ নেই; ঘরে যদি একটু শান্তি না-পাই—

নিত্য ॥ বাইরে অশান্তি বলেই তো ঘরে শান্তি নেই।

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু তাই বলে ঘরের লোক বুঝতে চাইবে না? দেখছে চোখের সামনে, আমি লোকটা পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছি—

নিত্য ॥ কেন?

লক্ষ্মণ ॥ তোকে বলে কি হবে? আসুক ওরা—ওদের বলব।

নিত্য ॥ আচ্ছা, তোমরা আমাকে কি ভাব বল তো? কোন আমলই দিতে চাও না। বয়েসে ছোট হতে পারি; কিন্তু আমি তো তোমার কমরেড।

(বিনোদের প্রবেশ)

বিনোদ ॥ না না নিত্য, লক্ষ্মণদার কমরেড হওয়াটা কিছু গৌরবের নয়।

নিত্য ॥ এই যে, এসে গেছেন?

লক্ষ্মণ ॥ তুমি এটা কী বললে বিনোদ?

বিনোদ ॥ আমাকে কিছু বলছেন?

লক্ষ্মণ ॥ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তুমি নিত্যকে যে-কথাটা বললে, ওটার মানে কি

বিনোদ ॥ মানে আপনিই ভাল জানেন। ( নিত্যকে ) হ্যাঁরে, পোষ্টার লেখা বন্ধ করেছিস কেন ?

লক্ষ্মণ ॥ আমি ইউনিয়নের মেম্বর বিনোদ।

বিনোদ ॥ জানি। ( নিত্যকে ) কি হল, চুপ করে রইলি যে ?

নিত্য ॥ হারানদা মানা করেছে।

বিনোদ ॥ ও, তাহলে সব ঠিকই শুনেছি।

লক্ষ্মণ ॥ আমার বিরুদ্ধে কি তোমার কোন অভিযোগ আছে, বিনোদ ?

বিনোদ ॥ নাঃ। ( নিত্যকে ) হারানদা বলল, আর তুই অমনি সব গুটিয়ে রেখে গল্প করতে বসে গেলি !

লক্ষ্মণ ॥ আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম, বিনোদ।

বিনোদ ॥ আমার এখন সময় হবে না।

লক্ষ্মণ ॥ কিন্তু সময় তোমাকে করতেই হবে যে ! তুমি ইউনিয়নের নেতা ; আমি মেম্বর।

বিনোদ ॥ কেন গ্যাজাচ্ছেন ? যান ওদিকে। ( নিত্যকে ) হারানদার অবর্তমানে কার কথায় ইউনিয়ন চলত, নিত্য ?

নিত্য ॥ কিন্তু উনি তো এসে গেছেন— আমাদের সেক্রেটারী—

বিনোদ ॥ না।…কাগজে-পত্তরে উনি সেক্রেটারী হলেও অ্যাকটিং সেক্রেটারী আমি আর ইদ্রিস। কমিটির সিদ্ধান্ত তাই। আবার মিটিং করে যতক্ষণ না সিদ্ধান্ত পালটানো হচ্ছে, ততক্ষণ আমরাই সেক্রেটারীর কাজ করব।

নিত্য ॥ বেশ, তাহলে লিখি ?

বিনোদ ॥ হাত চালিয়ে। আজ বিকেলের মধ্যে পোষ্টারিং-এর কাজ শেষ করতে হবে। ( নিত্য পোষ্টার লেখার সরঞ্জাম নিয়ে লিখতে বসে )

নিত্য ॥ হারানদা কিন্তু এতে রাজী হবেন না।

বিনোদ ॥ সে আমি বুঝব।

লক্ষ্মণ ॥ এইবার বল বিনোদ, আমাকে যে এইভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে, তার কি হবে?

বিনোদ ॥ জানি না।

লক্ষ্মণ ॥ ইয়ার্কি পেয়েছ? জানি না, বললেই আমি শুনব?

বিনোদ ॥ তাহলে কি করবেন?

লক্ষ্মণ ॥ তোমার নেতাগিরি আমি ঘুচিয়ে দেব।

বিনোদ ॥ অনেক বয়েস হয়েছে লক্ষ্মণদা; আমার সঙ্গে পারবেন না। দালালীর লাইন ধরেছেন, তাই করুন।

লক্ষ্মণ ॥ জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব হারামজাদা। আমাকে দালাল বলিস?

নিত্য ॥ লক্ষ্মণদা—

বিনোদ ॥ লেবার অফিসার মা-বাপ। রক্ষিতের কাছে ধর্ণা দিতে গিয়েছিলেন কেন?

লক্ষ্মণ ॥ ও! তোমার রাগটা তাহলে এই জন্যে? কিন্তু আমি ভাইকে দেখতে যাব বলে দুদিনের ছুটি নিয়ে তিনদিন পরে ফিরেছি। একদিন পরে এসেছি বলে টাইম অফিস কার্ড কেড়ে নিলে, বললে—পরে পাব। মানে, আমাকে বসিয়ে দিল। যদ্দিন বসিয়ে রাখবে, একটা পয়সা মাইনে পাব না। এই অবস্থায় আমি যদি তোমাদের কাছে আগে না-এসে রক্ষিতকেই বলে থাকি—

বিনোদ ॥ আবার আপনি তাকেই ধরুন। হাতে ধরে কাজ না-হলে তার পায়ে ধরুন।···আপনার জন্যে আমরা কিছু করব না।

লক্ষ্মণ ॥ বুঝলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওই কথা রাখতে পারবে?

বিনোদ ॥ দেখা যাক।

লক্ষ্মণ ॥ বেশ; আমিও দেখব। আজ বাইশ বছর আমি এখানে চাকরি

করছি। বোসসাহেবের বাবার আমল থেকে ইউনিয়ন দেখে আসছি। আমিও দেখে নেব, তোমার দৌড় কদ্দূর। (প্রস্থান)

নিত্য ॥ লক্ষ্মণদা কিন্তু দুঃখু পেল। (বিনোদ কথা বলে না ; ফাইল দেখে।) ওর বাড়ির অবস্থা তো জানি ; একপাল কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে একবারে জেরবার হয়ে আছে। (বিনোদ কথা বলে না) বেচারী! রক্ষিতবাবু ল্যাজে খেলাচ্ছে ; আমারাও কিছু করলাম না। কোন্ মুখ নিয়ে যে ঘরে ফিরবে—

বিনোদ ॥ (খিচিয়ে ওঠে) যা করছিস তাই কর দেখি!···নাটক করছে—

নিত্য ॥ লক্ষ্মণদাকে দালাল বলে খেদিয়ে দিলেন কি না,—তাই বলছি।

বিনোদ ॥ চুপ যা! দালাল কে, তুই বুঝিস কিছু?

(ইদ্রিস ও নিবারণের প্রবেশ)

ইদ্রিস ॥ লক্ষ্মণদার কি হয়েছে বিনোদ,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে সোরগোল করছে?

নিত্য ॥ টাইম অফিস লক্ষ্মণদার কার্ড আটকে রেখেছে, তাই—

বিনোদ ॥ তুই থাম তো।—রক্ষিতকে তেলিয়ে কিছু হল না। এখন বলে—ইউনিয়ন, বাঁচাও।—দিয়েছি ভাগিয়ে।

ইদ্রিস ॥ হারানদা কোথায়?

বিনোদ ॥ গেছে কোথাও।

(নিবারণ নিত্যর সামনে বসে পোষ্টার লেখা দেখছিল)

নিবারণ ॥ এই! কী লিখছিস?

নিত্য ॥ কেন?

নিবারণ ॥ বিনোদদা, "ধর্মঘট" লিখছে। সত্যি?

বিনোদ ॥ হ্যাঁ।—ইদ্রিস, বাইরে চল ; কথা আছে।

নিবারণ ॥ ধর্মঘট! কবে থেকে? কই, আমরা কিছু জানি না তো!

বিনোদ ॥ সময় হলেই জানতে পারবি।—চল ইদ্রিস।

নিবারণ॥ দাঁড়ান দাদা।···হঠাৎ আমরা ধর্মঘট করতে যাব কেন? একটু বুঝিয়ে বলে যান, নইলে একেবারে আকাশ থেকে পড়ব যে!

বিনোদ॥ আকাশ থেকে পড়তে হবে না নিবারণ। এসো ইদ্রিস।···ঘাবড়াস কেন? তুই মজুর। ধর্মঘট করতে যাচ্ছিস, এইটাই কি যথেষ্ট না?

নিবারণ॥ (ভেবে) নাঃ।

বিনোদ॥ আমার তো ভাবতেই রোমাঞ্চ হয়।···হারানদা এলে বসতে বলিস নিত্য। আমরা আসছি। (বিনোদ ও ইদ্রিসের প্রস্থান)

নিবারণ॥ নিত্য!

নিত্য॥ বলুন।

নিবারণ॥ ধর্মঘট কেন?

নিত্য॥ জানি না।

নিবারণ॥ হারানদা জেলে যাওয়ার পর বছর ঘুরতে চলল,—একটা মিটিং করার সময় হয় না, কেউ কিছু জানল না। হঠাৎ ধর্মঘট। (নিত্য জবাব দেয় না) দাদা জানে?

নিত্য॥ এই ধর্মঘটের ব্যাপার?

নিবারণ॥ হ্যাঁ।

নিত্য॥ (নিবারণের কাছে উঠে আসে; এদিক-ওদিক দেখে গলা নামিয়ে) হারানদা নকুলকে একহাত খুব ঝেড়েছে এই ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে। সব কথা বুঝতে পারলাম না; কিন্তু মনে হল, হারানদা যেন আগের সে মানুষ নেই।

নিবারণ॥ কি রকম!

নিত্য॥ জেলে গিয়ে হারানদার বয়েসটা যেন বেড়ে গেছে।

নিবারণ॥ জেলের ভেতরটা আমার একবার দেখতে ইচ্ছে করে।

নিত্য॥ (আর একটু কাছে আসে) আমার মনে হয়, এই ধর্মঘটের নারা তোলার পেছনে বিনোদদা-ইদ্রিসের কোন মতলব আছে।

নিবারণ॥ ( চমকে ) কী বললি ?

নিত্য॥ ( ঈষৎ ভয়ে ভয়ে ) নইলে এমন চাপাচাপি কেন ? আপনারা কমিটি মেম্বর—কেউ কিছু জানলেন না—

নিবারণ॥ জানলাম না,—জানব। এই পোষ্টারগুলো লেখা হচ্ছে কিসের জন্তে ? এগুলো লাগানো হলে সবাই ধর্মঘটের কথা জানতে পারবে না ?

নিত্য॥ জানবে ; কিন্তু তাদের মতামত—

নিবারণ॥ তোর অত কথায় কাজ কি ? যা, লেখ ! ( নিত্য ফিরে যায় নিজের কাজে ) বিনোদ-ইদ্রিস সম্পর্কে বাজে কথা একদম বলবি না, নিত্য। চুনো-পুঁটি,—তোর কি দরকার ওসব কথায় যাওয়ার ?

নিত্য॥ ঠিক আছে। ( লেখার কাজে মন দেয়। একটুক্ষণ চুপচাপ )

নিবারণ॥ হারানদা পালটে গেছে বললি। কী দেখলি, যা থেকে তোর এমন মনে হল ? ( হারানের প্রবেশ )

হারান॥ যা ভেবেছি। বাইরে থেকে তোর গলা শুনে মনে হয়েছিল, এ ঠিক নিবারণ। দেখ, এতকাল পরেও মনে রেখেছি। আরে, বোস বোস।··· নিত্য তুই কী করছিস ? তোকে বারণ করে গেলাম না ওই পোষ্টার লিখতে ?

নিত্য॥ আমি তাহলে কোন্‌দিকে যাই, বলুন ! আপনি বলে গেলেন পোষ্টার লেখা বন্ধ করতে ; বিনোদদা বলে গেল আজ বিকেলের মধ্যে পোষ্টার লেখা শেষ করতে। আমি কোন্‌টা করি ?

হারান॥ আমি যা বলছি, তাই কর।—বিনোদ এসেছিল ?

নিত্য॥ ( পোষ্টারের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখে ) হ্যাঁ। আবার আসবে।

হারান॥ এ ভাল হয়েছে। আমি থাকি তো ও নেই, ও থাকে তো আমি নেই। নিত্য, একটু চা বল না। তিনটে।

( নিত্যর প্রস্থান )

—তারপর, বল নিবারণ, কেমন আছিস ?

নিবারণ ॥ নিত্য বলছিল, আপনি নাকি পালটে গেছেন।

হারাণ ॥ নিত্য বলছিল! (হাসে) তুই কি বলিস?

নিবারণ ॥ আমি তো তেমন কিছু দেখছি না।

হারান ॥ পালটেছি। জেলের জগত দেখে এলাম, তার প্রভাবে কিছু পরিবর্তন হবে না? (তিন গেলাস চা নিয়ে নিত্যর প্রবেশ)

হারান ॥ হ্যাঁরে নিত্য, তুই আমার নামে কি সব বলে বেড়াচ্ছিস?

নিত্য ॥ আমি! কী বলেছি?

হারান ॥ দেখ নিবারণ, ভয়ে কেমন কুঁকড়ে গেল। (নিত্যকে) আমি নাকি পালটে গেছি?

নিত্য ॥ (হেসে ফেলে) ওঃ, এই কথা! (চা দেয়) আমার তাই মনে হয়েছিল।

হারান ॥ বিয়ে করেছিস, নিবারণ?

নিবারণ ॥ হ্যাঁ।

হারান ॥ বাঃ। সেই মেয়েটাই তো, যার সঙ্গে তোর বিয়ে হচ্ছিল? (নিবারণ মাথা নাড়ে) বেশ পছন্দ হয়েছে?

নিবারণ ॥ এমন মেয়ে, ওকে পছন্দ না-করে উপায় নেই।

নিত্য ॥ আমি দেখেছি হারানদা; ভারী সুন্দর দেখতে।

হারান ॥ অ্যাই! বড়দের কথায় ফুট কাটিস?

নিত্য ॥ (ঈষৎ লজ্জা পায়) আমি দেখেছি একদিন—

হারান ॥ বেশ করেছিস।—নিবারণ, বউ দেখবার জন্যে নেমন্তন্ন করবি না?

নিবারণ ॥ এটা কি বলছেন দাদা! কবে যাবেন বলুন; ও আপনাকে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াবে।

হারান ॥ যাব। তুই যেদিন বলবি—তোর ও-কে গিয়ে দেখে আসব।

(বিনোদ ও ইদ্রিসের প্রবেশ)

—এস, জগাই-মাধাই এস।

বিনোদ ॥ শুরুতেই গাল দিয়ে বসলেন দাদা ?

হারান ॥ গাল দিলাম ! কই ?

বিনোদ ॥ আমরা জগাই-মাধাই ?

হারান ॥ ( সশব্দে হাসে ) তাহলে রাম-লক্ষ্মণ বলি ? এতে হবে তো ?

ইদ্রিস ॥ দাদা কিন্তু বেশ মুটিয়েছেন।

হারান ॥ বসে খাওয়া,—না-মুটিয়ে উপায় আছে ? কিন্তু ভেতরে নরম হয়ে গেছি। গিয়েছিলাম রক্ষিতের কাছে, বোসসাহেবের সঙ্গে কথা বলার জন্যে একটা সময় ঠিক করতে, কিন্তু এইটুকু গিয়ে হেঁটে আসতেই হাঁপিয়ে পড়েছি।

বিনোদ ॥ বোসসাহেবের সঙ্গে আবার কি কথা ? সেদিন—

হারান ॥ কথাটা হল কোথায় ?

বিনোদ ॥ কেন, আমরা চলে আসার পর—

হারান ॥ নাঃ, আর কোন কথা হয়নি। —একবার informally বসে বুঝতে চাই, সত্যিই ও কি ভাবছে।

ইদ্রিস ॥ কবে কথা হবে ?

হারান ॥ কাল। সন্ধ্যের পরে সময় দিয়েছে।

বিনোদ ॥ কালই ! আমরা কিন্তু অনেক করেও পাঁচ-সাত দিনের আগে একটা ইন্টারভিউর সুযোগ পাইনি।

হারান ॥ তোদের কথা আলাদা। ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে তোদের নতুন দেখছে তো। তা, আমার সঙ্গে ধর বোসসাহেবের সম্পর্ক প্রায় ছ'বছরের। যাওয়া-আসা করতে করতে সম্পর্কটা প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, বলা যায়।

বিনোদ ॥ ( সশব্দে হেসে ওঠে ) আপনি হাসালেন দাদা। ইউনিয়নের সেক্রেটারী ; আপনার সঙ্গে খোদ মালিকের হল বন্ধুত্বের সম্পর্ক ? ( আবার হাসে )

হারান ॥ গোলমেলে কিছু বলে ফেললাম নাকি ?

বিনোদ ॥ বললেন না ? আপনি যদি শ্রমিকের প্রতিনিধি হন, বোসসাহেব খোদ মালিক,—তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হওয়া উচিত শত্রুতার।

হারান ॥ ঠিক।

বিনোদ ॥ তাহলে বন্ধুত্বের কথা আসছে কেন ?

হারান ॥ খুলে বল।

বিনোদ ॥ একই সময়ে শত্রুতা ও বন্ধুতা কি সম্ভব ?

হারান ॥ নাঃ।

বিনোদ ॥ তাহলে ?

হারান ॥ কী জানতে চাস ?

বিনোদ ॥ বলুন না।

হারান ॥ বন্ধুতাটা বাইরের। যাওয়া-আসা, কথা-বার্তা-আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা সূক্ষ্ম আবরণ তৈরি হয়েছে,—খোলস বলতে পারিস। বন্ধুতার খোলস। কিন্তু আমরা যখন আমাদের শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে মুখোমুখি হই, ওই বন্ধুতার খোলসটা খসে পড়ে—আমাদের আসল চেহারাটা প্রকাশ পায়।

বিনোদ ॥ আসল চেহারাটা যখন প্রকাশ পায় বলছেন,—তাহলে বন্ধুত্বের ঢং করেন কেন ? আপনারা দুজনেই ?

হারান ॥ ওতে সুবিধে আছে। ওই খোলসের আড়ালে থেকে শত্রুকে ঘায়েল করার হঠাৎ কোন সুযোগ হয়তো পেয়ে যেতে পারি;—শত্রুর কোন দুর্বলতার সুযোগ।

ইদ্রিস ॥ বোসসাহেবও তাই ভাবে তো ?

হারান ॥ হ্যাঁ।

ইদ্রিস ॥ তাহলে সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি বলুন ?

হারান ॥ ঠিক তাই।

বিনোদ ॥ বুঝলাম।

হারান ॥ বাঁচালি।…তোদের সঙ্গে দেখছি কথা বলাও বিপদ। কি কথা কোথায় এনে ফেললি। এই ক'মাসে বেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছিস, বল !

বিনোদ ॥ তা একটু হতে হয়েছে। কিন্তু বোসসাহেবের সঙ্গে কথা বলে আপনি নতুন কি জানতে চান? আমাদের কোন দাবি তো উনি মানবেন না, সাফ বলে দিয়েছেন। এদিকে পান থেকে চুন খসলেই যাকে-তাকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একেবারে জমিদারী মেজাজ। আলোচনায় বসতে চাইলেও রাজী হন না।

হারান ॥ কেন?

ইদ্রিস ॥ এক হতে পারে, আমরা মজুরদের হয়ে কথা বলি, বোসসাহেব হয় তো এটা চান না। মানে, আমাদের ওঁর পছন্দ নয়।

হারান ॥ তাহলে?

ইদ্রিস ॥ আপনার সঙ্গে বোসসাহেবের অনেককালের জানা-চেনা; উনি হয়তো চান—আপনিই মজুরদের নেতৃত্ব করুন; তাহলেই ওঁর সুবিধে হয়।

হারান ॥ তোমার তা-ই মনে হয়?

ইদ্রিস ॥ হ্যাঁ।

হারান ॥ আর কি মনে হয়? তোমাদের সব কথার মানে বোঝার মতো বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা আমার আছে—এ-ও কি তোমার মনে হয় না?

বিনোদ ॥ বুঝলাম না দাদা। আপনি কি ইদ্রিসের সঙ্গে জড়িয়ে আমাকেও কিছু বলতে চাইছেন?

হারান ॥ বুঝে দেখ।

বিনোদ ॥ বুঝলাম, আপনি অনেক কিছুই ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আমার অদ্ভুত লাগছে—ইদ্রিসের ওই সোজা কথাটা আপনি সোজাভাবে নিতে পারলেন না কেন?

হারান ॥ সোজা কথা তোমরা এঘরে আসা ইস্তক একটাও বলনি।…বিনোদ, আমি আজ ন'বছর ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। পাঁচ বছর পর পর তোমরা আমাকে ইউনিয়নের সেক্রেটারী নির্বাচিত করেছ। আজ আমাকে এই খোঁচা দেওয়া কথাগুলো বলার আগে ভাবা উচিত ছিল—কি বলছ, আর কাকে বলছ।

বিনোদ ॥ খোঁচা! (হেসে ওঠে) কিছু মনে করবেন না দাদা। আপনার মনটা নিশ্চয় ভাল নেই, নইলে...ইদ্রিস বল না, তুই কিছু ভেবে বলেছিস?

ইদ্রিস ॥ না, আমি কিছু ভেবে বলিনি।

বিনোদ ॥ তবে! (হাসি) ওর কথায় আপনার খোঁচা লাগল… (হাসি) আমিও নাকি আপনাকে খোঁচা দিয়েছি… (হাসি) মনে পাপ না-থাকলে—

হারান ॥ (ক্রুদ্ধভাবে উঠে দাঁড়ায়) বিনোদ! (চাপা ক্রোধ) আটমাস আমি জেলে ছিলাম, আর তোমরা বাইরে ইউনিয়ন চালিয়েছ; পাপ কোথায় বাসা বেঁধেছে—এখানে বসে বোঝা যাবে না, বোঝা যাবে লড়াইয়ের ময়দানে।—এখন ওসব কথা থাক।

বিনোদ ॥ আপনি নিত্যকে পোষ্টার লিখতে মানা করেছেন?

হারান ॥ হ্যাঁ, করেছি।

বিনোদ ॥ তাহলে আর লড়াইয়ের কথা বলে কেন নিজেকে হেলো করেন দাদা!—চল ইদ্রিস।

হারান ॥ দাঁড়াও!—ওই এককথায় মিটে যাওয়ার মতো বিষয় তো এটা নয়। নিত্যকে পোষ্টার লিখতে বলেছ আসন্ন ধর্মঘটের ওপর। ধর্মঘটের সিদ্ধান্তটা কার?

বিনোদ ॥ কার মানে! আমাদের।

হারান ॥ তোমরা কারা?

বিনোদ ॥ আমাদের···মানে ইউনিয়নের।

হারান ॥ ইউনিয়নের মিটিং হয়েছে?

( বিনোদ-ইদ্রিস মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে )

ইদ্রিস ॥ নিশ্চয়।

হারান ॥ মিনিট্‌স্ আছে?

বিনোদ ॥ মিনিট্‌স্···( ফাইলের র‍্যাকটার কাছে গিয়ে খুঁজতে থাকে ) মিনিট্‌স বইটা কোথায় রেখেছিস নিত্য?

হারান ॥ ওখানে নেই, মিনিট্‌স্ বই আমার কাছে।

বিনোদ ॥ ও! ইতিমধ্যেই হাত করেছেন?

হারান ॥ হ্যাঁ। ( খাতা খুলে ) এতে সর্বশেষ মিটিং-এর তারিখ লেখা আছে ১৩ই জানুয়ারি। আজ ১৮ই আগস্ট। আট মাস। এই ১৩ই জানুয়ারির মিটিং-এ একটি মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে—আমার অবর্তমানে তুমি এবং ইদ্রিস যুগ্ম-সম্পাদকের কাজ করবে।···ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত কোথায়?

বিনোদ ॥ মিটিং করে হয়তো সিদ্ধান্ত নিইনি, কিন্তু আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে—

হারান ॥ নিজেদের মধ্যে মানে?

বিনোদ ॥ কমিটি মেম্বারদের মধ্যে।

নিবারণ ॥ মিথ্যে কথা।—আমি কমিটি মেম্বার। এইখানে এই পোষ্টার দেখে আজই আমি প্রথম জানলাম যে, ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হচ্ছে।—আমার সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয়নি।

ইদ্রিস ॥ এই নিবারণ, কী বলছ তুমি? সেদিন আমি তোমার সঙ্গে কথা বললাম না? তুমি বললে, বোসসাহেব যা আরম্ভ করেছে, তাতে এখুনি আমাদের ধর্মঘট জারি করা উচিত?

নিবারণ ॥ মিথ্যে কথা। তোমার সঙ্গে ধর্মঘট নিয়ে আমার কোন কথা হয়নি।

বিনোদ ॥ ছাড়ান দাও ইদ্রিস। নতুন বিয়ে করে ও এখন ঘোরে আছে ; কি বলে, কি করে—ওর নিজেরই মনে থাকে না।

নিবারণ ॥ হাল্কা করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না বিনোদদা। আমি সব ভুলতে পারি ; কিন্তু যেখানে মজুরদের জীবন-মরণ সমস্যা—

বিনোদ ॥ জীবন-মরণ সমস্যা ! বাপ্‌রে ! তুই হাসালি নিবারণ। ( নিজেই হেসে ওঠে )

নিবারণ ॥ আমি আবার বলছি, হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না, বিনোদদা।

বিনোদ ॥ ( ওর সামনে যায় ) তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস ?

ইদ্রিস ॥ এই বিনোদ ! ঠাণ্ডা হও বাবা। ইদিকে এস।

নিবারণ ॥ ( সক্রোধে প্রস্থানোদ্যোগ ) আমি যাচ্ছি—

হারান ॥ নিবারণ !

নিবারণ ॥ ( চিৎকার করে ) আমাকে মিথ্যেবাদী বানাবে নিজেদের বজ্জাতি ঢাকবার জন্যে, আর আমি—

বিনোদ ॥ কী বললি ? আবার বল,—তোর জিভটা আমি টেনে ছিঁড়ে নেব, নিবারণ।

( কয়েকটি স্থির মুহূর্ত। তারপর নিবারণ ঝট্‌কা মেরে প্রস্থান করে। )

—শালা ! তেল বেড়েছে ! এত সাহস ওর এলো কোত্থেকে, আমার জানা দরকার। ইদ্রিস—

হারান ॥ যাক বিনোদ, ওসব জানাজানির কাজটা পরে ক'র। আমরা যা আলোচনা করছিলাম—

বিনোদ ॥ ও, হ্যাঁ। বলুন…হঠাৎ কেমন মাথাটা গরম হয়ে গেল।…নিন, কি বলছিলেন।

হারান ॥ কী বলব ? তুমি যেমন চেতে আছ, আমার কথা কি মাথায় ঢুকবে ?

বিনোদ ॥ ( অল্প হাসে ) তা বটে।···শালার আস্পর্ধাটা দেখলেন! আমাকে বলে বজ্জাতি করেছি ; বজ্জাতি ঢাকবার জন্যে ওকে মিথ্যেবাদী বানাচ্ছি! তার মানে আমিই মিথ্যেবাদী!···শালা!

ইদ্রিস ॥ বিনোদ! ( হাতে তুলে ) ঠাণ্ডা হও। দাদার সঙ্গে কথা বল।

বিনোদ ॥ হ্যাঁ।···আচ্ছা, আপনিই বলুন, যারা কাজ করে, তাদেরই ভুল হয়। আপনি নেই ; এতবড় দায়িত্ব মাথার ওপর,—কাজের বেলায় তো কাউকে পাওয়া যাবে না ; কুটোটি নাড়তে বললে তখন বাবুদের 'অসুবিধে আছে'···তারপর সময় বুঝে বোসসাহেবও একটার পর একটা হামলা শুরু করেছে ;—এই অবস্থায় যদি ভুল-চুক একটু হয়েই থাকে, তাই বলে—আমি বজ্জাৎ! মিথ্যেবাদী!···এসব শুনলে সব ছেড়ে-ছুড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?

হারান ॥ ঠিকই তো!—তাহলে তুমি বলছ, ইউনিয়নের কোন মিটিং করা সম্ভব হয়নি।

বিনোদ ॥ ( সলজ্জ ) না।

হারান ॥ তাহলে আমি বলি,—কোন মিটিং না-করে, একা একা সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমি ধর্মঘট জারি করতে যাচ্ছিলে,—তোমার বুকের পাটা কত বড় হে!

বিনোদ ॥ সে ব্যাপারে আমার মজুরদের ওপর আস্থা আছে। একবার লড়াইয়ের ডাক দিলে তারা বাঘের বাচ্চার মতো লড়ে যাবে।

হারান ॥ লড়ে যাবে, সে আস্থা আমারও আছে। কিন্তু লড়াইটা চালিয়ে নিয়ে যাবে কে? তুমি একা?

বিনোদ ॥ আমি একা কেন? একবার ধর্মঘটে নামিয়ে দিতে পারলে, আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আপনা থেকে সংগঠন গড়ে উঠবে ; নিজের গরজে মজুররা সংগঠন গড়ে নেবে।—গুঁতোর চোটে ইউনিয়ন কমিটি দেখবেন আপনা থেকে গড়গড়িয়ে চলতে শুরু করেছে।

হারান ॥ তুমি যা হচ্ছ না দিন দিন! এতবড় একটা কাণ্ড—আপনা আপনি ঘটে যাবে বলে বসে আছ!—যাক গে। তারপর বল, ধর্মঘট হতে যাচ্ছে—মজুররা জানে?

বিনোদ ॥ মুখে মুখে শুনেছে।

হারান ॥ শুনে ওরা কি বলে?

বিনোদ ॥ বিরোধিতা করছে, এমন খবর এখনো আমার কানে আসেনি।

হারান ॥ আলোচনার সুযোগ দিয়েছিলে?

বিনোদ ॥ আলোচনা করলেই পারে। ইউনিয়নের দরজা খোলা রয়েছে: এলেই আলোচনা করা যায়।

হারান ॥ তার মানে, ওদের মতামত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিনোদ ॥ কিন্তু মতামত নেওয়া—

হারান ॥ (বাধা দেয়) আহাঃ, এখন না বিনোদ, চটাচটির অনেক সময় পাবে।—তাহলে, আমার প্রস্তাব হচ্ছে—ইন্দ্রিস, ভাল করে শোন ভাই,—

বিনোদ ॥ তার আগে আমি একটা কথা জেনে নি দাদা। আপনি কি ধর্মঘটের বিরুদ্ধে?

হারান ॥ এখন না। ও আলোচনা পরে হবে।—আমার প্রস্তাব···

(বাধা পড়ে। বাইরে উত্তেজিত স্ত্রী-কণ্ঠ শোনা যায়। এরা বাইরের দিকে তাকায়। হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করে লক্ষ্মণের স্ত্রী কামিনী ও লক্ষ্মণ।)

কামিনী ॥ (উত্তেজিত) তুমি ভয় পেয়ে সিঁটিয়ে যেতে পার, কিন্তু আমি কেন চুপ করে থাকব?

লক্ষ্মণ ॥ শাঃ! তোকে তখন থেকে বলছি—এখানে বলে কিছু হবে না, কথা কানে নেয় না।

কামিনী ॥ কেন হবে না ? তুমি ইউনিয়নের মেম্বর না ?

লক্ষ্মণ ॥ সে অনেক কথা ; তুই বুঝবি না। চল ঘরে—

কামিনী ॥ ঘরে গিয়ে হবেটা কি ! ছেলে-মেয়েরা সিঁটিয়ে পড়ে আছে ; একটা দানা নেই যে, ওদের মুখে তুলে দেব। তোমার-আমার মুখ দেখলেই ওদের পেট ভরবে ?

লক্ষ্মণ ॥ দুৎতেরী ! ওসব কথা এখানে বলে না। চল—

কামিনী ॥ না, আমি যাব না ? আমি এখান থেকে শুনে যাব, কেন তোমাকে এমন হেনস্থা করা হচ্ছে ? কী অপরাধ করেছ তুমি ? দুদিন ছুটি নিয়ে তিনদিন কামাই দিয়েছ। এই অপরাধে, টাইমবাবুকে ঘুস না-দিলে সে কাজে লাগতে দেবে না ; মুখপোড়া লেবারবাবু তো থেকেও নেই ; তাহলে এখানে ইউনিয়নের বাবুরা আছে কী করতে ?

লক্ষ্মণ ॥ আমি তো তোকে বললাম কতবার—ইউনিয়ন কিছু করবে না।

কামিনী ॥ ( শান্ত ) কিছু করবে না কেন ?

লক্ষ্মণ ॥ ( খিঁচিয়ে ওঠে ) ওই তো রয়েছে ; জিজ্ঞেস কর না।

কামিনী ॥ (ইতস্তত করে হারানকে) আপনাকেই বলি। ও দুদিনের জায়গায়—

হারান ॥ ( হাত তুলে) বুঝেছি। কিন্তু ইউনিয়ন কিছু করবে না, কে বলেছে ?

লক্ষ্মণ ॥ সে শুনে আর কি হবে !

কামিনী ॥ দ্যাখেন, মরদের বাহাদুরাটা দ্যাখেন। কে ওকথা বলেছে—মুখ ফুটে বলার সাহস নেই।

হারান ॥ বল না লক্ষ্মণদা। ভয় কি !

লক্ষ্মণ ॥ ওই নিয়ে আবার পাঁচ-কথা শুরু হয়ে যাবে। কী দরকার ! থাক।

হারান ॥ দরকার আছে। তুমি বল।

লক্ষ্মণ ॥ না-বললেই নয় ?

হারান ॥ বল না।

লক্ষ্মণ ॥ ( বিনোদকে একবার দেখে নেয় ) বিনোদ।

হারান ॥ বিনোদ! (বিনোদ গম্ভীর; হারান সশব্দে হেসে ওঠে) ও নিশ্চয় রসিকতা করেছে। নইলে তোমার—

লক্ষ্মণ ॥ রসিকতা করেনি হারান।

হারান ॥ সে কী! বিনোদ! (বিনোদ কোন জবাব দেয় না) ঠিক আছে। আমি তোমার কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। নন্দর দোকানে গিয়ে বস। আমি দুটো কথা সেরে নি।

কামিনী ॥ (হারানকে) হবে তো?

হারান ॥ হবে হবে। কী এমন বড় কাজ যে, হবে না?

কামিনী ॥ (লক্ষ্মণকে) চল।...এই তো ব্যাপার! কতক্ষণ লাগল?

লক্ষ্মণ ॥ কিচ্ছু বুঝিস না—খালি বকর-বকর। সব কথার মধ্যে—

(কথা বলতে বলতে দুজনের প্রস্থান)

ইদ্রিস ॥ আপনি দালালকে প্রশ্রয় দিলেন, দাদা।

হারান ॥ দালাল! কে?

বিনোদ ॥ ওই শালা। রক্ষিতের পা-চাটা কুত্তা। খেয়েছে লাথি, এখন এসেছে ইউনিয়ন অফিসে কেঁউ-কেঁউ করতে।

ইদ্রিস ॥ এদের লাই দেবেন না, হারানদা। এখন থেকে শত্রুর সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করতে না-পারলে ভবিষ্যতে কিন্তু—

হারান ॥ কে শত্রু, কে মিত্র—আমি অত সহজে বুঝি না ভাই। যাক্‌, যা বলছিলাম—আগামী দু-একদিনের মধ্যে কমিটি মিটিং ডাকা হোক। তারপরেই একটা সাধারণ সভা।

বিনোদ ॥ সভা!

হারান ॥ সভা-টভার কথায় খুব উৎসাহ পাচ্ছ না মনে হচ্ছে!

বিনোদ ॥ সত্যি কথা বলব দাদা? ওসব কাজ আমার ভাল লাগে না। লড়াই হবে, লড়ে যাব। তার মধ্যে আবার সভা, মিছিল, ভোট, মতামত··· পিছুটানার ধান্দা!

হারান ॥ ইদ্রিস, তুমি কি বল ?

ইদ্রিস ॥ আমারও ওই মত।

হারান ॥ আমার অন্য মত।…তাহলে মজুরদের মতটাই নেওয়া যাক, কি বল !—কমিটি মিটিং কবে হবে ? পরশু ?

বিনোদ ॥ হোক।

হারান ॥ ( উঠে দাঁড়ায় ) তাহলে ওই কথাই রইল। আমি চলি। লক্ষ্মণদা বসে আছে—

( বেরোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ; প্রবেশ করে আনন্দ ও তার পিছনে পিছনে লক্ষ্মণ। )

আনন্দ ॥ এই যে !…একটা তুচ্ছ ব্যাপার। আপনারা কেউ একজন গিয়ে বললেই পাঞ্চ-কার্ডটা উনি ফেরত পেতে পারেন।—যাচ্ছেন না কেন ?

লক্ষ্মণ ॥ আমি তো বললাম, হারান যাবে বলেছে।

আনন্দ ॥ ও, তাহলে তো মিটেই গেল। উনি গিয়ে দাঁড়ালেই হয়ে যাবে। তাহলে চলি। ( লক্ষ্মণকে ) টাইম-অফিস কার্ড ফেরত দিল কিনা আমাকে জানাবেন। ওদের গুণের তো আর শেষ নেই। ( হারানকে ) একদিন বসে জেলের গল্প শুনব। আজ চলি—

হারান ॥ চলুন, আমিও যাব। এসো লক্ষ্মণদা-- ( আনন্দকে ) কাল থেকে খালি মনে হচ্ছে, আমি আপনাকে চিনি। কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

আনন্দ ॥ কোথাও হবে—

( হারান, আনন্দ ও লক্ষ্মণের প্রস্থান। বিনোদ ও ইদ্রিস পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে একটুক্ষণ। )

বিনোদ ॥ কি বুঝলি ইদ্রিস ?

ইদ্রিস ॥ লড়াইটা শক্ত হবে। হারানদা আবার এই মালকে সঙ্গে জোটাবার তাল করছে

বিনোদ ॥ পারবি তো ?

ইদ্রিস ॥ পারতেই হবে। নুন খেয়েছি, গুণ গাইব না ?

নিত্য ॥ কার নুন দাদা ?

( এরা চমকে ওঠে )

ইদ্রিস ॥ তুই এখানে কী করছিস ?

নিত্য ॥ বসে বসে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। ( উঠে দাঁড়ায় ) তোমাদের কথা মাইরী কিচ্ছু বুঝতে পারি না। এবার ঠিক করেছি, চাড্ডি বই পড়ে মুখস্থ করে ফেলব। বোকা হয়ে থেকে তো কোন লাভ নেই। ( শব্দ করে হাই তোলে ) যাই, একটু চা খেয়ে আসি।

( গুনগুন করে গাইতে গাইতে নিত্যর প্রস্থান। বিনোদ ও ইদ্রিস পরস্পরের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। )

পর্দা

## তৃতীয় দৃশ্য

[ অতীনের ড্রইং-রুম। সন্ধ্যা। উপস্থিত—মানসী ও আনন্দ। ]

আনন্দ ॥ ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। চিনি বললেই চেনা হল? ওদের মনের কথা বোঝে ক'জন? কিচ্ছু বোঝে না। আর বোঝে না বলেই অত খিওরীর কচকচি।

মানসী ॥ আপনি বোঝেন?

আনন্দ ॥ নাঃ। বুঝব কি! পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই ওদের মুখের চেহারা পালটে যায়। কথা বললে তার অর্ধেক মানে বুঝি না।

মানসী ॥ বোঝার দরকার কি?

আনন্দ ॥ ভয় করছে? ভগবানকে বুঝতে গিয়ে শেষে ভক্ত হয়ে না-যাই?

মানসী ॥ আপনি এবার হোটেল ছেড়ে একটা বাসা ভাড়া নিন।

আনন্দ ॥ তারপর?

মানসী ॥ তারপর যা হবে, সে পরের কথা।

আনন্দ ॥ ইউনিয়ন সেক্রেটারী হারান মণ্ডলের সঙ্গে কথা হল।

মানসী ॥ আবার সেই! বুঝতে পেরেছি, আজ আপনার মাথায় ভূত চেপেছে।—ঠিক আছে, বলুন!

আনন্দ ॥ আশ্চর্য লাগে। লোকটা ট্রেড ইউনিয়ন করে; রাজনীতিও করে নিশ্চয়। কিন্তু এমন মাথা-ঠাণ্ডা লোক—

মানসী ॥ দাদা ওই জন্যই ওকে অত ভয় করে।

আনন্দ ॥ তোমার দাদা ওকে ভয় করে! এ আবার কেমন কথা?

মানসী ॥ আপনি জানেন না; দাদা ভীষণ ভীতু। অনেক আছে তো, তাই হারাবার ভয়।

আনন্দ ॥ তা বটে!···তোমারও তো অনেক আছে; তোমার ভয় করে না?

মানসী ॥ নাঃ।

আনন্দ ॥ আমার কিন্তু কিচ্ছু নেই। একেবারে হারান মণ্ডলের মতো।

মানসী ॥ সেইজন্যই দাদা আপনাকে সমীহ করে।…নিন, চা—

( আনন্দ চায়ে চুমুক দেয় )

—হারান মণ্ডলের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা কতখানি এগিয়েছে ?

আনন্দ ॥ অতীন জিজ্ঞেস করলে একথার আমি জবাব দিতাম না; কিন্তু তুমি যখন জানতে চাইছ —

মানসী ॥ বুঝেছি। প্রায় বন্ধুতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, তা বলতে পার…প্রায়।

মানসী ॥ কিন্তু আপনি সামলাবেন কেমন করে ? দু-নৌকোয় পা দিয়ে শেষে বিপদে পড়বেন না তো ?

আনন্দ ॥ ( হাসে ) ভাল বলেছ।…কিন্তু আমি যদি বলি, দুই-এর মাঝে সেতুর কাজ করব ?

মানসী ॥ পারবেন না। Theoretically ওকথা ভাবতে ভাল লাগে; কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। আমার অভিজ্ঞতা আছে।…অমনি মুখ ভার হল তো ? চলুন, কোথাও বেড়িয়ে আসি। সিনেমায় যাবেন ?

আনন্দ ॥ আজ থাক।

মানসী ॥ না; চলুন। না-গেলে বুঝব, আপনি সত্যিই রাগ করেছেন।

( অতীনের প্রবেশ )

অতীন ॥ যাক, তাহলে রাগ-বিরাগের পালা শুরু হয়েছে !

মানসী ॥ দাদা ! আজে-বাজে কথা একদম বলবে না—মানা করে দিচ্ছি।

অতীন ॥ ( মানসীর দিকে একমুহূর্ত চেয়ে দেখে ) বেশ, বলব না।—আনন্দ বোস; কথা আছে।

( অতীনের ভিতরে প্রস্থান )

মানসী ॥ আচ্ছা, দাদা কী ভাবে বলুন তো ?

আনন্দ ॥ ঠিকই ভাবে। অস্বীকার করে লাভ কি মানসী, যে, আমাদের জীবনে রাগ-বিরাগের পালা সত্যিই শুরু হয়ে গেছে! কি বল, হয়নি?

মানসী ॥ (মাথা নিচু করে) হয়েছে।

আনন্দ ॥ কিন্তু ক'দিন চলবে, সেইটাই হচ্ছে কথা।

মানসী ॥ (চম্‌কে মুখ তোলে) কেন?

আনন্দ ॥ তুমিই তো বললে—দু-নৌকোয় পা দিয়েছি, বিপদ ঘটতে পারে।

মানসী ॥ তাহলে দু-নৌকায় পা দেওয়া কেন? আপনি বোস-বেকেট কোম্পানীর Assistant Labour Officer—কী দরকার ইউনিয়ন সেক্রেটারীর সঙ্গে অত মাখামাখির?

আনন্দ ॥ তুমি চটেছ। কিন্তু আমি Labour Officer, লেবারের সঙ্গে মিশব না—এটাই বা কেমন কথা?

মানসী ॥ লেবারের সঙ্গে মিশবেন না কেন? কিন্তু তাই বলে হারান মণ্ডলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাটা আপনার সাজে না। জানেন, ও কী ভয়ানক লোক!

আনন্দ ॥ ভয়ানক লোক! খুন-জখম করে নাকি?

(ঘরোয়া পোশাকে ভিতর থেকে অতীনের প্রবেশ)

অতীন ॥ করে বৈকি! রাজেনকে দেখছিস না, জখম হয়ে পড়ে আছে!

আনন্দ ॥ মিথ্যে হারানকে দায়ী করছিস অতীন। রাজেনকে জখম করেছিস তুই। তুই নিজে আমাকে বলেছিস।

অতীন ॥ তোর স্মরণ-শক্তিটা দেখছি খুব প্রবল। পুরো গল্পটা মনে রেখেছিস। (বসে) মানসী, আজ আমরা একটু ড্রিঙ্ক করব।

মানসী ॥ পাঠিয়ে দিচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যোগ)

অতীন ॥ আরে শোন।···Subordinate staff-এর সঙ্গে এক টেবিলে বসে ড্রিঙ্ক করছি, এটা চাকর-বাকরদের চোখে না-পড়াই ভাল। তুই নিজে নিয়ে আয়।

মানসী ॥ (একমুহূর্ত কি ভাবে) আনছি। (প্রস্থান)

অতীন ॥ রাগ করিস না আনন্দ। তুই বুঝবি—This is our tragedy. যাকে যেমন করে পেতে চাই, ঠাট-বাটের গুঁতোয় তাকে তেমন করে পাওয়ার উপায় নেই।…তোর আমার তো বন্ধুত্বের সম্পর্ক। চেয়ে দেখ মানসীর দিকে। রাজেনকে ভালবেসেও—

আনন্দ ॥ সে জন্যে তো তুই দায়ী।

অতীন ॥ হ্যাঃ। আমি দায়ী না। দায়ী আমার Status, আমার সম্পত্তি, আমার কারখানা।

( ট্রে হাতে মানসীর প্রবেশ। অতীন গেলাসে মদ ঢেলে আনন্দকে দেয়। )

—Cheers. ( আনন্দ চুমুক দেয় )

আনন্দ ॥ একটা আলো নিভেয়ে দাও মানসী। Boss-এর সঙ্গে এক টেবিলে বসে মদ খাচ্ছি, কটকটে আলোয় বাইরের লোকে দেখে ফেলতে পারে। ( বলেই সশব্দে হেসে ওঠে। একটু পরে অতীনও হেসে ওঠে। )

অতীন ॥ জবর Kick দিয়েছিস আনন্দ! Thank you.

মানসী ॥ ( অতীনকে ) Kick—সেটা বুঝতে পেরেছ?

অতীন ॥ কেন পারব না? আমার বুদ্ধি কি কারুর চেয়ে কম?—বোস না।

আনন্দ ॥ সত্যিই আলোটা বড় চোখে লাগছে। একটা আলো নিভিয়ে দাও মানসী।

( মানসী একটা আলো নিভিয়ে দেয় )

অতীন ॥ আলি আকবরের নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে। মানসী, শুনিয়ে দে না আনন্দকে।

( মানসী Radiogram-এ রেকর্ড বসিয়ে দেয়। বাজনা শুরু হয়। )

—Fine! ( আনন্দকে ) তোর ভাল লাগে না?

আনন্দ ॥ লাগে।

অতীন ॥ হারান মণ্ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাচ্ছিস কেন?

আনন্দ ॥ ঘনিষ্ঠ হলাম কই! Lunch-hour-এ বসে ঘণ্টাখানেক গল্প করলাম।

অতীন ॥ ঘনিষ্ঠ হওয়ার পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট।—কী বলল?

আনন্দ ॥ জেল-বাসের অভিজ্ঞতা।

অতীন ॥ তুই জিজ্ঞেস করেছিলি?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ।

অতীন ॥ কী বলল?

আনন্দ ॥ বড় মজার কথা। আত্মোপলব্ধি-আত্মশুদ্ধির অমন ক্ষেত্র নাকি কোথাও নেই।

অতীন ॥ ও কি গান্ধীবাদী নাকি?

আনন্দ ॥ না। কমিউনিষ্ট।

অতীন ॥ তোর জেল দেখতে ইচ্ছে করে না?

আনন্দ ॥ নাঃ।

অতীন ॥ আত্মশুদ্ধি করতে ইচ্ছে করে না?

আনন্দ ॥ করে। তবে, বুঝে নিয়েছি, আমার ক্ষেত্র আলাদা।

অতীন ॥ কী সেটা? মজুরের বস্তী? হারানের সঙ্গ?

( আনন্দ বাজনার তারিফ করে )

অতীন ॥ ( চেঁচিয়ে ) Stop that nonsense.

( মানসী Radiogram বন্ধ করে )

মানসী ॥ আমি ভেতরে যাচ্ছি। কিছু দরকার হলে চাকর-বাকরদের ডেকে নিও।

অতীন ॥ আরে শোন, রাগের কথা আমি কী বললাম! বোস এখানে।

( মানসী অতীনের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভিতরে প্রস্থান )

অতীন ॥ চটেছে। নে, এবারে বল, ওদের Charter of Demands সম্পর্কে হারান কিছু বলল?

আনন্দ ॥ আর একটু দে। ( অতীন আনন্দর গেলাশে মদ ঢেলে দেয়, আনন্দ চুমুক দেয় ) ইউনিয়ন কমিটিতে ওই Charter of Demands নিয়ে দুটো মত চালু হয়েছে। বিনোদ-ইদ্রিসরা নাকি বলে—মজুররা তৈরি ; সুতরাং দাবীর সনদ নিয়ে এখুনি ধর্মঘটে নেমে পড়া উচিত।

অতীন ॥ বাঃ !

আনন্দ ॥ 'বাঃ' বললি যে ?

অতীন ॥ মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল। Real মজুর লীডারের মতো কথা বলেছে, তাই না ?

আনন্দ ॥ হারান কিন্তু বলে উল্‌টো কথা। অর্থ নৈতিক মন্দার ফলে মজুরদের ওপর আক্রমণ আসতে বাধ্য ; সুতরাং নতুন দাবী নয়, অধিকার রক্ষার লড়াইটাই এখন সাধারণ নীতি হওয়া উচিত।

অতীন ॥ Scoundrel !

আনন্দ ॥ কাকে বললি ?

অতীন ॥ ( উঠে দাঁড়ায় ) ও কি মনে করেছে, ওর চাল আমি বুঝি না ? Black-sheep ! মজুরের চাঁদার পয়সায় পেট চলে, আর সেই মজুরদেরই পেছন থেকে ছুরি মারতে চায় ! দেখ আনন্দ, কী ভয়ানক শয়তানি ওর পেটে পেটে—

আনন্দ ॥ বোস-বেকেট কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্‌টর অতীন বোসের মুখে আজ এ কী কথা !—মানসী ! তোমার দাদা মাতাল হয়ে গেছে।

অতীন ॥ Stop it··· ও বুঝেছে, আমি ওদের Charter of Demands মানব না। কিন্তু মজুররা যখন তৈরি, তখন লড়ে যা ; লড়ে ছাখ। তোদের গায়ে যদি জোর বেশি থাকে, আমি তো হেরেও যেতে পারি। না কি, তুই-ই বল।···হারানকে ছেড়ে তোর ওই বিনোদ-ইদ্রিসের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা করা উচিত।

আনন্দ ॥ বিনোদ-ইদ্রিস কারা ? ( টেলিফোন বাজে )

অতীন ॥ হ্যালো ! (আনন্দর দিকে তাকায়) হ্যাঁ। জানি। শুনেছি। না, এখন না। পরে। আচ্ছা।

(টেলিফোন রেখে দেয়)

আনন্দ ॥ কে ফোন করছিল ?

অতীন ॥ ও··· রক্ষিত। তুই নাকি লক্ষ্মণ না কার ছুটির কেশ নিয়ে রক্ষিতের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছিস ?

আনন্দ ॥ কে বলেছে ? রক্ষিত ?

অতীন যে-ই বলুক ; আমি শুনেছি।

আনন্দ। তোর কাছে নালিশ না-করে আমাকেই বললে পারত !

অতীন তাহলে কথাটা সত্যি ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ। কিন্তু-

অতীন ॥ (বাধা দেয়) কী দরকার ওসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে কথা বলার ?

আনন্দ ॥ ছোট ব্যাপার তোর-আমার কাছে হতে পারে ; কিন্তু লক্ষ্মণের ফ্যামিলি—একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা—

অতীন ॥ তাতে তোর কী ?

আনন্দ ॥ 'তোর কী' মানে !

অতীন ॥ মানে, লক্ষ্মণ নামে একটি মজুরের ফ্যামিলি—তার কাচ্চা-বাচ্চার জন্যে তোর অত মাথাব্যাথা কেন ?

আনন্দ ॥ But···আমি Assistant Labour Welfare Officer—ওদের ভাল-মন্দর দিকে নজর রাখাই তো আমার কাজ !

অতীন ॥ মাথা দিয়ে বললি ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ।

অতীন ॥ তাহলে শোন, as a Labour Officer, ওদের নয়, কোম্পানীর interest দেখা-ই তোর কাজ।···অনেক বড় ব্যাপার আসছে আনন্দ ; ওসব খুচরো ব্যাপারে মাথা গলাসনি ; থই পাবি না।

আনন্দ ॥ তাহলে আমিও বলি···আর এক পাত্তর দে—( অতীন আনন্দর গেলাশে মদ ঢালতে থাকে ) শুধু মাথা নয়, এদের এইসব ছোটখাট ব্যাপারে আমার মনটাও যেন জড়িয়ে পড়তে চাইছে। ( অতীন পানীয় ঢালতে ঢালতে আনন্দর দিকে চেয়ে দেখে ) মনে হচ্ছে, মাথা-মন দুটোই তো আমার।···অমন করে কী দেখছিস ?

অতীন ॥ ( গেলাশ এগিয়ে দেয় ) নে, খা।

আনন্দ ॥ মজুররা ধর্মঘটে নেমে পড়ুক, এটা তুই চাইছিস কেন অতীন ?

অতীন ॥ অ্যাঁঃ ! কী ?

আনন্দ ॥ মজুররা ধর্মঘট করলে তোর তাতে কী লাভ ?

অতীন ॥ ভুলে গেছিস ! সেদিন রক্ষিতের সঙ্গে আলোচনার সময় তুই উপস্থিত ছিলি। মনে নেই ?

আনন্দ ॥ আছে। কিন্তু আমি যা বুঝেছি, তা হল—বিনোদ-ইদ্রিসরা এখুনি ভীষণভাবে লড়তে চায় ; আর তুই তাদের এই লড়াইয়ের ইচ্ছেটাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাস। এই তো ?

অতীন ॥ হ্যাঁ। এ ছাড়া আর কী ?

আনন্দ ॥ এবং কোম্পানীর হাতে প্রচুর মাল জমে গেছে ; নতুন অর্ডার নেই ; —এ অবস্থায় মজুরদের ধর্মঘটে নামিয়ে দিতে পারলে কোম্পানীকে Lock-out করতে হয় না, অথচ ধর্মঘটের ফলে কারখানা কিছুকাল বন্ধ থাকলে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার একটা সুযোগ পাওয়া যায়।

অতীন ॥ ঠিক।

আনন্দ ॥ এবং ধর্মঘট বেশ কিছুদিন continue করাতে পারলে মজুরদের মধ্যে কিছুটা হতাশার সৃষ্টি হতে পারে।

অতীন ॥ ( গেলাশ দেখিয়ে ) খেয়ে নে।

আনন্দ ॥ খাচ্ছি। —সেই হতাশার সুযোগ নিয়ে ইউনিয়ন-বিরোধী মনোভাব

সৃষ্টি করতে পারলে, দুটো অথবা তিনটে নতুন ইউনিয়ন গড়ে ওঠাও অসম্ভব নয়।

অতীন ॥ না ; খুবই সম্ভব।

আনন্দ ॥ এবং ইতিমধ্যে আমরা যদি একটা গুণ্ডা-বাহিনী তৈরি করে ফেলতে পারি তাহলে মজুরদের মনে ভয় ও ইউনিয়নের প্রতি বীতশ্রদ্ধার ফলে সব ক'টা ইউনিয়নকেই অকেজো করে রাখা যায়। ( অতীন আনন্দর দিকে চেয়ে থাকে ) কই, হ্যাঁ-না একটা কিছু বল! ( অতীন তেমনি চেয়ে থাকে ওর দিকে ) এবং তাহলেই তুই নিজের ইচ্ছেমত চলতে এবং চালাতে পারিস ; বাবা বেঁচে থাকতে যে-ভুল করে গিয়েছিলেন, তার মাশুল আর তোকে গুনতে হয় না।

অতীন ॥ এত কথা তুই জানলি কেমন করে! আমি তো বলিনি?

আনন্দ ॥ ভেবে বের করেছি। তাহলে বল, বুদ্ধি আমারও কারুর চেয়ে কম নয়!

অতীন ॥ নাঃ।…শোন, রাত্তির বেশি হয়নি ; চল না, একটু ঘুরে আসি!

আনন্দ ॥ কোথায়?

( মানসী এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে )

অতীন ॥ আছে, আছে। খুব ভাল জায়গা। একদিন গেলে তোর রোজ যেতে ইচ্ছে করবে।

আনন্দ ॥ তবে গিয়ে কাজ নেই। ( মানসী চেয়ার টেনে নিয়ে একপাশে বসে, পত্রিকার পাতা ওল্টায়। )

( রক্ষিতের প্রবেশ )

—আরে, রক্ষিতবাবু যে… কিন্তু—আপনাকে অতীন পরে আসতে বলল না!

রক্ষিত ॥ কই! কখন!

আনন্দ ॥ এই কয়েক মিনিট আগে—টেলিফোনে!

রক্ষিত ॥ টেলিফোনে ! নাঃ।

অতীন ॥ থাক থাক, ওসব পরে হবে।—আসুন রক্ষিতবাবু। ( ভিতরে যেতে আহ্বান করে ) আনন্দ, একটু বোস। ( রক্ষিতকে ) ফাইলটা এনেছেন তো ?

আনন্দ ॥ এক মিনিট। দেখা যখন হয়েই গেল—কথাটা শেষ করে নি। ( রক্ষিতকে ) বসুন না। ( রক্ষিত ইতস্তত করে, অতীনের দিকে তাকায় ) আরে বসুন, বসুন ; ও কিছু বলবে না।

( রক্ষিত বসে। অতীন কঠোরদৃষ্টিতে এদের দিকে চেয়ে থাকে। মানসীও হাতের পত্রিকা মুড়ে এদের দিকে চেয়ে থাকে। )

—রক্ষিতবাবু, একসঙ্গে কাজ করব যখন, তখন কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলব না—এ তো হতে পারে না। কখনো আপনি বলবেন, কখনো আমি বলব। এবং কথা বললে কখনো কথা কাটাকাটি হবে না, এও সম্ভব নয়। তাই না ?

রক্ষিত ॥ আজ্ঞে—

আনন্দ ॥ আপনি ওর কাছে নালিশ করেছেন কেন ?

অতীন ॥ আমার কাছে কেউ নালিশ করেনি, আনন্দ।

আনন্দ ॥ উনিই বলুন। লক্ষ্মণের পাঞ্চ-কার্ড ফেরত দেওয়া নিয়ে আমি ওঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি ; ওঁর কাজের সঙ্গে একমত হতে না-পেরে—হয়তো একটু তীব্রভাবেই—তার প্রতিবাদ করেছি। But that was our affair—কিন্তু ওই ছোট্ট ঘটনাটা ওর কানে না-তুলে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না ; তাই না ?

অতীন ॥ I say ··আমাকে উনি কিছু বলেননি।

আনন্দ ॥ তবে কে বলেছে ? ( অতীন ক্রুদ্ধভাবে একপাশে সরে যায় ) আমাদের আলোচনার সময় সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিল না।···কই, বলুন ?

অতীন ॥ আনন্দ, আমার মনে হয়, ওই একটা বাজে কথা নিয়ে এমন সম্পর্কটা আমাদের মাটি করা উচিত নয়।—এখুনি ওঁকে ছেড়ে দিচ্ছি। আসুন রক্ষিতবাবু—

আনন্দ ॥ এক মিনিট। আমিও ওকে এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি ; কে বলেছে—শুধু নামটা বলে যান।

অতীন ॥ ( আনন্দের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় ) কী জানতে চাস তুই ?

আনন্দ ॥ আমাদের দু'জনের আলোচনার খবরটা তোকে কে দিয়েছে !

অতীন ॥ রক্ষিত দেয়নি।

আনন্দ ॥ তবে কে দিয়েছে ?

অতীন ॥ আনন্দ, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। After all, আমি তোর employer.

আনন্দ ॥ ভুলিনি···ভুলব না। But I must know, কে বলেছে ওকথা !

অতীন ॥ তুই আমাদের জেরা করছিস ?

আনন্দ ॥ না। শুধু নামটা জানতে চাইছি—কে সে ? ( রক্ষিতকে ঈষৎ ধমকের স্বরে ) কই, বলুন !

অতীন ॥ স্পর্ধা !···He is your superior আনন্দ !

আনন্দ ॥ আমার মাথাটাও কারুর থেকে inferior নয়, অতীন। ইদানিং মনটাও নড়ে উঠেছে। দুটোকে একখানে মেলাবার এ সুযোগ তো আমি ছাড়ব না ; I must know, who is that devil.

অতীন ॥ যদি না বলি ?

আনন্দ ॥ ভুল হল। বল, ( রক্ষিতকে দেখিয়ে ) যদি না-বলে—

অতীন ॥ ও একই কথা।

আনন্দ ॥ আমি ঠিক জেনে নেব।

অতীন ॥ লড়াই করবি ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, লড়ব।

অতীন ॥ ( দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ) তাহলে শোন—

রক্ষিত ॥ আমি বলি স্যার…আমিই বলি—( অতীন ওপাশে সরে যায় ) স্যারকে আমি কিছু বলিনি। কিন্তু…ওই…আপনি আমার সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে গেলেন…তারপর বিনোদ এসেছিল। বাইরে থেকে আমাদের কথা বোধহয় ওর কানে গেছে—দুজনেই চেঁচিয়ে বলছিলাম তো। তাই, জিজ্ঞেস করল, কী কথা হচ্ছিল। ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু রাগ হয়েছিল আপনার ওপর। তাই ওকে সব বলে ফেললাম।—আমি আর কাউকে বলিনি।

অতীন ॥ আমাকে বিনোদ বলেছে।

( আনন্দ চেপে চেপে হাসতে থাকে )

মানসী ॥ ( চিৎকার করে ) আপনি হাসছেন কেন? ভয় করে না আপনার?

আনন্দ ॥ ( চাপা হাসির সঙ্গে ) আচ্ছা, এই ছোট্ট ব্যাপারটা তুই আমার কাছে লুকোতে চাইছিলি কেন বল তো?…আমি অবশ্য গোড়া থেকেই আঁচ করেছিলাম।—যাক ভালই হল। মুখ ভার করে রইলি কেন অতীন? বিনোদ-ইদ্রিসকে চিনতে পারায় আমার কাজের কত সুবিধে হবে, ভাব দেখি! ( আবার হাসে ) খুব সুবিধে হবে। দেখে নিস।

মানসী ॥ আপনি কী! হাসতে পারছেন আপনি! আপনার ভয় করে না?

আনন্দ ॥ নাঃ। ভয় কিসের?—যা অতীন, কাজের কথা শেষ করে রক্ষিতবাবুকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দে। অনেক দূর যেতে হবে তো! মানসী, সবে সাড়ে আটটা বাজে; চল আমরা বরং ঘণ্টাখানেক ঘুরেই আসি,—কোথায় যাবে বলছিলে।

মানসী ॥ ওঃ…( বসে পড়ে আবেগ রোধ করে )

আনন্দ ॥ তবে থাক। অতীন বলছিল, ও কোথায় নিয়ে যাবে। সেখানেই যাই, কি বল!

অতীন ॥ আমার সঙ্গে তোকে কোথাও যেতে হবে না আনন্দ। ( রক্ষিতকে

ধমকে ) এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভেতরে গিয়ে বসতে পারেন না?

( রক্ষিতের ভিতরে প্রস্থান )

আনন্দ ॥ আমি তাহলে বাড়ি যাই। রাগ কর না মানসী; আমরা বরং কাল না-হয় পরশু দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসব। ( গেলাশের অবশিষ্ট মদটুকু এক চুমুকে শেষ করে ) মন খারাপ করিস কেন অতীন? কথা হলেই কথা কাটাকাটি হয়; তাই বলে আমাদের বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই চটে যাবে না!…তুই দেখে নিস, আজকের এই ঘটনার পর কাজ করতে আমার কত সুবিধে হয়।…চলি মানসী, কাল অথবা পরশু—

( আনন্দর প্রস্থান। একটুক্ষণ চুপচাপ )

মানসী ॥ ছি! ছি!

অতীন ॥ আমি ছেড়ে দেব মনে করেছিস?…তোকে নিয়ে কোথায় বেড়াতে যাবে বলছিল?

মানসী ॥ তোমার কি দরকার?

অতীন ॥ ঠিক আছে। But try not to be involved.

মানসী ॥ সে আমি বুঝব।

অতীন ॥ কিন্তু আমি ছেড়ে দেব না। বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়ে আমি ওর সামনে স্বর্গের দরজা খুলে দিয়েছি; সেখানে অর্থ, প্রতিপত্তি, ভবিষ্যত। কিন্তু ও যদি সেদিকে না-গিয়ে উল্‌টো পথে যেতে চায়—

মানসী ॥ কী করবে তুমি?

অতীন ॥ ঘাড় ধরে বুঝিয়ে দেব, ও যেদিকে যাচ্ছে, সেটা ওর জায়গা নয়।

মানসী ॥ বুঝবে না।

অতীন ॥ তাহলে লড়াই করব।

মানসী ॥ কর; কিন্তু তুমি হেরে যাবে দাদা, কারণ, আমি বুঝতে পেরেছি—

আনন্দদা রাজেন নয়।···দাদা, তোমাকে দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তুমি যে এত inferior—আমি আগে জানতাম না।

( ভিতরের দিকে পা বাড়ায় )

অতীন ॥ দাঁড়া মানসী।

মানসী ॥ ( ঘুরে তাকায় ) নতুন কথা আর কী বলবে? আমি সব জেনে ফেলেছি। ( প্রস্থান )

( অতীনের অস্থিরতা প্রকাশ পায়। মদ খায়। রেডিও চালিয়ে দেয়; ঝাঁঝালো সঙ্গীতে ঘর ভরে যায়। হাতে পত্রিকা নিয়ে রাজেনের প্রবেশ। )

রাজেন ॥ অতীনদা, Indian Statistical Institute·

অতীন ॥ You please get out.

( রাজেনের প্রস্থান। একটু পরে আনন্দর পুনঃপ্রবেশ, তার সঙ্গে হারান। )

আনন্দ অতীন!

অতীন ॥ ( চমকে ) কে! আবার এলি

আনন্দ ॥ কাকে সঙ্গে এনেছি গ্যাখ। তোর এখানেই আসছিল। ( হারানকে ) হ্যাঁ মশাই, ওর সঙ্গে আজ appointment করেছেন, তখন তো একবারও বলেন নি!

হারান ॥ সব কথা কি সব সময় বলা যায়?

আনন্দ ॥ তা বটে।

( আনন্দর গলা পেয়ে মানসী এসে দরজার কাছে দাঁড়ায় )

—মানসী! চল, আমরা বেড়িয়েই আসি। বাইরে চাঁদের যা আলো ফুটেছে না, দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

মানসী ॥ সত্যি যাবেন !

আনন্দ ॥ যাব।—অতীন, তোর সঙ্গে বরং আর একদিন যাওয়া যাবে। আজ কিছু মনে করিস না।

অতীন ॥ ( স্বাভাবিকভাবে ) আরে না, না ; এতে মনে করার কি আছে !··· আনন্দ ! ( একপাশে টেনে আনে ) এই···আজকের ব্যাপারটা আমরা ভুলে যেতে পারি না ?

আনন্দ ॥ কোন্ ব্যাপারটা !

অতীন ॥ এই···একটু আগের—

আনন্দ ॥ কথা কাটাকাটি ? হাঃ হাঃ। ( অতীনের করমর্দন করে, পিঠে একটা চাপড় দেয় ) Okay, ভুললাম। ( মানসীকে ) কী হল ! পোশাক করে এস !

মানসী ॥ এতেই হবে। চলুন।

আনন্দ ॥ হারানবাবু, পরে দেখা হবে। চলি অতীন।

অতীন ॥ আয়—

( আনন্দ ও মানসীর প্রস্থান। হারান সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। )

—ও কিছু না। ওরা অমন গায় মাঝে মাঝে।

( ভিতরে দরজার সামনে রক্ষিত এসে দাঁড়ায় )

রক্ষিত ॥ স্যার !

অতীন ॥ ( ফিরে দেখে ) ওঃ, আপনি এখনো বসে আছেন ? চলুন। আপনিও আসুন হারানবাবু। ডিনার টেবিলে বসে জমিয়ে গল্প করা যাবে।

( তিনজনের ভিতরে প্রস্থান। রাজেন তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সন্তর্পণে ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে দাঁড়ায়। )

**পর্দা**

## চতুর্থ দৃশ্য

[ ইউনিয়ন অফিস। সময় রাত্রি। উপস্থিত—ইউনিয়ন কমিটির সভ্যবৃন্দ। মিটিং চলছে অনেক আগে থেকে। পর্দা উঠতে দেখা গেল, সভ্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। ]

বিনোদ॥ কমরেডস্! আপনারা ও আলোচনা এখন বন্ধ করুন।···আমার যা বলার ছিল, শেষ করে এনেছি। হারানদা গ্রেপ্তার হওয়ার পর আপনারা সভা করে আমার আর ইদ্রিসের ওপর সম্পাদকের কাজ চালাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন; সাধ্যমত আমরা তা পালনও করেছি। এখন, হারানদা আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন, এতে আমরা আনন্দিত। আমরা চাই, আজকের এই জটিল পরিস্থিতিতে তিনি আবার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে আবার আমাদের নেতৃত্ব দিন। ( কয়েকজন হাততালি দিয়ে ওঠে ) কিন্তু তার আগে আমার একটি প্রশ্ন; অভিযোগও বলতে পারেন;—আমি সভার সামনে উপস্থিত করছি। ( হারান নিবারণের কানের কাছে ঝুঁকে কি বলে ) হারানদা!···আমি বলি?

হারান॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বল।

বিনোদ॥ হারানদা গত আট মাস আমাদের মধ্যে ছিলেন না। এই আট মাসে মালিকপক্ষের কাছ থেকে যে-ব্যবহার আমরা পেয়েছি, তাতে আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, মালিকশ্রেণীর আসল চেহারাটা কি।

হারান॥ এতকাল বোঝ নি?

বিনোদ ॥ আমাকে শেষ করতে দিন।

হারান ॥ বল।

বিনোদ ॥ অর্থাৎ শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক হল শত্রুতার সম্পর্ক—এইটা আমরা এতদিনে বুঝতে আরম্ভ করেছি।

তেওয়ারি ॥ আসল কথায় আস না বাবা।

বিনোদ ॥ আমি বলতে চাইছি,—হারানদা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আজ আমাদের এই প্রথম মিটিং; এখানে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই হারানদা সাত তাড়াতাড়ি বোস-সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন নিজে থেকে। কেন? বোস-সাহেবও—এতদিন যিনি আমাদের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলতে বিরক্তবোধ করতেন,—এক কথায় হারানদার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন। এরই বা কারণ কী? রাত্তির সাড়ে দশটা পর্যন্ত ডিনার টেবিলে পাশাপাশি বসে তাঁরা কী আলোচনা করেছেন? এগুলো বোধহয় আমাদের জানা দরকার।

হারান ॥ তোমার কী মনে হয়?

বিনোদ ॥ প্রশ্নগুলো আমি সভার সামনে উপস্থিত করেছি। জবাবে আপনার কিছু বলার থাকলে সভাকেই বলবেন। আমাকে বলছেন কেন?

হারান ॥ হ্যাঁ, সভাকেই বলব। কিন্তু তার আগে তুমি বল—এত খবর তুমি পেলে কোত্থেকে?

বিনোদ ॥ আপনি নিজেই বলেছেন, কাল রাত্রে বোসসাহেবের সঙ্গে আপনার দেখা করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

হারান ॥ হ্যাঁ, হয়েছিল। দেখাও করেছিলাম। কিন্তু ডিনার টেবিলের খবর তো তোমার জানার কথা নয়। কে বলেছে?

বিনোদ ॥ লোক আছে।

হারান ॥ কে সে?

বিনোদ ॥ নাম বলতে পারব না।

হারান ॥ এটা কেমন কথা হল বিনোদ! আমি ডিনার টেবিলে কার পাশে কেন বসেছিলাম—সব কথা সভাকে বলতে হবে; আর তুমি এতগুলো গোপন খবর কোত্থেকে পেলে—বলতে পারবে না?

বিনোদ ॥ কোন দরকার নেই। আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, খবরটা সত্যি। এবারে আপনার যদি কিছু বলার থাকে, বলুন।

হারান ॥ বলার আমার অনেক কিছুই আছে। যেমন, সেদিন ডিনার টেবিলে বসেছিলাম আমরা তিনজন—বোসসাহেব, রক্ষিত আর আমি। বোস-সাহেব বা রক্ষিত নিশ্চয়ই তোমাকে কিছু বলেনি? (বিনোদ জবাব দেয় না) আমি তো বলিইনি—বুঝতেই পারছেন। তাহলেই দেখুন, একটা প্রশ্ন থেকে যায়—

ইদ্রিস ॥ বিনোদ যা জিজ্ঞেস করেছে, আপনি তার ওপর কিছু বলবেন কি?

হারান ॥ হ্যাঁ, তাই বলব।...শুনুন। বোসসাহেব মালিক আজ নতুন না; ইউনিয়নের সেক্রেটারীও আমি নতুন না। সুতরাং দুটো পুরনো লোকের মধ্যে খোলাখুলি কথা বলার অনেক বেশি সুযোগ থাকে; আমি সেই সুযোগটাই ব্যবহার করেছি। অবশ্যই তার প্রয়োজন হয়েছিল; কারণ, আমার মনে হয়েছিল: আমরা অর্থাৎ বোস-বেকেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন খুব শীগ্‌গিরই একটা বড় রকমের লড়াইয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি।

সাধু ॥ আর তাতেই আপনি ভয় পেয়ে খোদ মালিকের সঙ্গে দেখা করতে ছুটলেন?

তেওয়ারী ॥ (সাধুকে) এক ঝাপড়ে শালার দাঁত কটা খুলে লেব। কাকে কি বলিস, জানিস না!

নিবারণ ॥ আস্তে। তেওয়ারী, মাথা ঠাণ্ডা রাখ ভাই। তুই ক্ষেপলে আর মিটিং চালাতে পারব না।—বলুন হারানদা।

হারান ॥ তাই আমি বুঝতে চাইছিলাম, মালিকের আসল মতলবটা কি। ডিনার টেবিলে বসে আমি ডিনার খাইনি, কমরেড বিনোদ খবরটা জেনে নিতে পারেন,—শুধু এক গেলাস জল খেয়েছিলাম। আর হাল্কা কথার মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এবং বোসসাহেব চাইছে—এখুনি আমরা একটা সংঘর্ষ বাধিয়ে দি। ( কয়েকজন হাততালি দিয়ে ওঠে। গুঞ্জন ) আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা—

নিবারণ ॥ কমরেডস্, আমার মনে হয়, ও আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের প্রথম প্রস্তাবটি সম্পর্কে সভার মতামত জেনে নেওয়া হোক। কমরেড বিনোদ, আপনার আর কোন প্রশ্ন আছে ?

নকুল ॥ কিন্তু হারানদা বোসসাহেবকে কি বলেছেন, তা তো বললেন না !

হারান ॥ আমি বলেছি, ইউনিয়নটা মজুরদের। আপনার কারখানা যদি থাকে মজুররাও থাকবে, তাদের ইউনিয়নও থাকবে। আর লড়াই তো আকাশ থেকে আসে না ; লড়াইয়ের জন্য জমি তৈরি হয়, লড়াইয়ের অবস্থার সৃষ্টি হয়। যদি তেমন সময় আসে,—লড়াই হবে। আপনি চাইলেও হবে, না-চাইলেও হবে।

নিবারণ ॥ বোসসাহেব লড়াই চাইছে ?

হারান ॥ হ্যাঁ। কিন্তু আমি তাকে গোঁয়াড়ের মতো বলে আসতে পারিনি—'ঠিক আছে, আপনার লড়াইয়ের সাধ আমরা মিটিয়ে দেব।' কারণ, ওটা কোন কাজের কথা নয়।

ইদ্রিস ॥ 'লড়াই করব না'—একথা বলেন নি ?

হারান ॥ না, কমরেড ; ওটাও কোন কাজের কথা নয়।

নিবারণ ॥ এবারে তাহলে আমরা প্রস্তাবটা ভোটে দি ?

বিনোদ ॥ ভোটের দরকার নেই। সবাই একমত। গৃহীত।

নিবারণ ॥ কেউ বিরুদ্ধে আছেন ? ( কেউ জবাব দেয় না ) প্রস্তাব গৃহীত।

আজ থেকে কমরেড হারান মণ্ডল আবার আমাদের ইউনিয়নের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

( নিত্যর প্রবেশ )

নিত্য ॥ হারানদা !

হারান ॥ কী রে !

নিত্য ॥ আপনাকে ডাকছে।

হারান ॥ ও। একমিনিট ভাই,—আমি আসছি।

( হারানের প্রস্থান )

নিত্য ॥ ( এক পাশে বসে ) দারুন মেঘ করেছে।

তেওয়ারী ॥ আমি তো ভেবেছিলাম, শালা এই প্রস্তাব নিয়েই লড়াই লেগে যাবে।

নকুল ॥ লড়াই লাগলে তুমি লড়তে ?

তেওয়ারী ॥ জরুর।

নকুল ॥ কোন্ তরফে সামিল হতে ?

তেওয়ারী ॥ যে-তরফে সাচ্চা মালুম হত।

নকুল ॥ মালুম হত ? তার মানে, যখন যেমন মনে হত ?

তেওয়ারী ॥ হাঁ।

নকুল ॥ তার মানে তুমি ও-পি-আই। সুবিধাবাদী।

তেওয়ারী ॥ আর তুমি কি শালা ডি-পি-আই ? দালাল পার্টি ?

নকুল ॥ খবরদার !

তেওয়ারী ॥ চোপ শালা। আঁখ দেখাস্ !

নিত্য ॥ চেপে যাও নকুলদা। তেওয়ারীজী আঙুল নাড়লে তোমার ঘাড়টি মটকে যাবে।

( হারানের প্রবেশ )

হারান ॥ কি ব্যাপার ! ( নিজের জায়গায় গিয়ে বসে )

তেওয়ারী ॥ ( নকুলকে ) বস্ ওখানে।······লাও ভাই, শুরু করো।

( হারান ও নিবারণ কি আলোচনা করে। ঠাকুর সিং-এর প্রবেশ )

—এ ঠাকুর, ইধর আও। বস।··তুস্‌রা এজেণ্ডা শুরু করো ভাই।

( রজনীবাবুর প্রবেশ )

—ধ্যাৎ! আপনারা এত দেরি করেন কেন স্যার?

রজনী ॥ মেয়েটার বোধহয় টাইফয়েড হল। ডাক্তার বললে। ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্থা করতে একটু···ও, ভাল কথা। হারানবাবু! লক্ষ্মণের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

হারান ॥ না। মিটিং-এও এলো না। বাড়িতে খোঁজ করেছিলাম; পাইনি।

রজনী ॥ ও মিটিং-এ আসবে না।

হারান ॥ কেন?

রজনী ॥ পরে বলব।

নিবারণ ॥ কমরেডস্! আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়—বর্তমান অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য। আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে কমরেড বিনোদ অথবা ইদ্রিস আগে বলুন, কারণ, হারানদার অনুপস্থিতিতে এঁরাই তো ইউনিয়নের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করছিলেন।

বিনোদ ॥ ইদ্রিস বল।

ইদ্রিস ॥ আমি কেন? আপনি বলুন না।

বিনোদ ॥ আঃ! যা বলছি, কর। দরকার হয়, আমি পরে বলব।

ইদ্রিস ॥ কমরেডস্! আমরা যখন প্রথম দাবীর সনদ নিয়ে আলোচনা শুরু করি, তখন হারানদা বাইরে ছিলেন। তারপর উনি গ্রেপ্তার হলেন। তখন আমরা এটাকে ফাইনাল করে মালিকের কাছে পেশ করি। কিন্তু বোসসাহেব কোন কথা বলতে রাজী হন না। এদিকে বাজারের যা অবস্থা তাতে এখুনি যদি আমাদের দাবীগুলো পূরণ করা না-হয়

তাহলে মজুরভাইরা কখন কি করে বসবে, কেউ জানে না। কারণ, পেটে খেতে হবে তো। পুরো ডিউটি করে পুরো মাইনে পেয়েও যদি তার পেট না-ভরে তাহলে কিছু একটা করে বসাই স্বাভাবিক। ওরা ক্ষেপে আছে। তাই আমার মনে হয়, এখুনি আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া উচিত ; কারণ, হারানদা বলেছেন, ইউনিয়নটা মজুরদের, স্বার্থরক্ষার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়াই ইউনিয়নের কাজ। সুতরাং আমাদের দাবী হাসিলের জন্য আমরা ধর্মঘট করব। এই আমার প্রস্তাব। মজুররাও তাই চায়। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ !

হারান ॥ ধর্মঘট ছাড়া অন্য কোন লড়াইয়ের কথা আমরা ভাবতে পারি না ?

ইদ্রিস ॥ আমি পারি না।

নিবারণ ॥ এবারে কে বলবেন ?···কমরেডস্‌, আপনারা চুপ করে থাকবেন না। আজকের এ আলোচনা অত্যন্ত জরুরী।

সাধু ॥ ( ইতস্তত করে ) আমি বলব ?

নিবারণ ॥ বলুন।

সাধু ॥ আমরা কিভাবে বেঁচে আছি, মালিকরা বুঝবে না। ওরা বোঝে শুধু মুনাফা। মুনাফার জন্যে যদি মজুর না-খেয়ে মরে, মরুক : এই হল ওদের কথা।···আমার বাবার আমলে আমি ধর্মঘট দেখেছিলাম। লড়াই হয়েছিল। বাবাকে দেখতাম, ভোর থেকে রাত্তির পর্যন্ত কি সব করে বেড়াত। বুঝতাম না। আর বাবার সঙ্গে মা'র রোজ ঝগড়া হত। কি নিয়ে, তাও বুঝতাম না। তারপর ধর্মঘট মিটে গেল। বোস-বেকেট কোম্পানীতে সেই শেষ ধর্মঘট। কিন্তু আজ যখন আপনি-আমি মুখে রক্ত তুলে মালিকের পেট ভরাচ্ছি, আর আমাদের ছেলেমেয়েরা না-খেয়ে মরছে—ধুকছে, তখন 'আমাদের দাবী মানতে হবে'—এই নারা নিয়ে কেন আমরা আবার ধর্মঘট করব না ? মুখের কথা মালিকরা শোনে না। তাই কুকুরের জাতকে ঠাণ্ডা করার জন্যে মুগুর চাই। জোর

জুলুমকা টক্কর মে হড়তাল হামারা নারা হ্যায়। আমরা ধর্মঘট করব। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

নিবারণ॥ কমরেড সাধুচরণ কি আমাদের দাবীর সনদে কি কি দাবী আছে, তা জানেন?

সাধু॥ জানার দরকার নেই। আমার দাবী আছে, কারণ, আমি কষ্টে আছি। ব্যস।

নিবারণ॥ তবু···আপনার কথামত ধর্মঘট যদি করতে হয়, তাহলে ওই দাবীগুলোর ভিত্তিতেই তো করতে হবে। সুতরাং আমি বলছিলাম— আমাদের দাবীগুলো সম্পর্কে আমরা কি নতুন করে কিছু ভাবব, না, যা আছে ঠিকই আছে?

( সাধু কোন কথা বলে না )

বিনোদ॥ কমরেড! আমার মনে হয়, দাবীর সনদ নিয়ে নতুন করে আলোচনা না-করে, কিভাবে দাবী হাসিল করা যায় আমরা বরং তাই নিয়েই আলোচনা করি।

নিবারণ॥ কমরেড সাধুচরণ কি আমরা কি কি দাবী করেছি, তা জানেন?

বিনোদ॥ কেন বারবার ওই এককথা তুলে সময় নষ্ট করছেন? কিভাবে আমরা আন্দোলন করব, সেই আলোচনা করুন না।

সাধু॥ আমারও তাই মত।

নিবারণ॥ তাহলে আপনি বলছেন, দাবীর সনদ কোন পরিবর্তনের দরকার নেই?

সাধু॥ পরিবর্তন মানে দাবী খাটো করার কথা বললে আমি তা মানব না। বরং আমাদের আরও নতুন দাবী ওর মধ্যে জুড়ে দেওয়া উচিত। কারণ, আমাদের অবস্থা—( বিনোদ গলা খাকারী দেয় ) আমাদের বোধহয় আন্দোলন কিভাবে হবে, সেই নিয়েই আলোচনা করা উচিত।

নিবারণ॥ নকুল বল।

নকুল ॥ আমি ?

নিবারণ ॥ হ্যাঁ।

নকুল ॥ আমি ধর্মঘটের পক্ষে।

নিবারণ ॥ ব্যস! আর কিছু বলবে না ?

নকুল ॥ আর কী বলব ? আমরা দাবীর সনদ পেশ করেছি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে—কোম্পানী তা মানবে না। তাই আমরা লড়েই নেব। মিটিং-মিছিল অনেক হয়েছে। কোম্পানী ওসব গ্রাহ্য করে না। তাই আমাদের ধর্মঘটই করতে হবে। আমি ধর্মঘটের পক্ষে।—আমার আর কিছু বলার নেই।

তেওয়ারী ॥ দেখো ভাই—( উঠে দাঁড়ায় ) বাত্-চিত্ শুনকর ইয়ে মালুম হোতা কি বেগর হড়তাল ইউনিয়নকা সামনে আউর কোই রাস্তা নেই। ইয়ে বাত্ তো সহী হ্যায় কি জোর জুলুমকা টক্কর মে হড়তাল হামারা নারা হ্যায়। লেকিন, হড়তালকা বাত্ বানানা এক চীজ্, সাচ্‌মুচ হড়তাল করনা দুসরা চীজ্। আগর আজ ইউনিয়ন কা এলান পর মজদুরভাই লড়াইকা ময়দানকে কুঁদ পড়ে তো কেয়া হোগা ? লড়াই হোগা। হামি ভি লড়াইকা লিয়ে তৈয়ার হ্যায়। লেকিন—

রজনী ॥ বাবা তেওয়ারী, তুমি তো বেশ বাংলা বল; তাই বল না,—সব কথা বুঝতে পারি। ওসব 'এলান' 'মেলান'-এর মানে বুঝি না।

তেওয়ারী ॥ বাংলা বলব ? তবে শোনেন। ইউনিয়ন দাবী পত্‌র পেশ করলো; মালিক মানলো না। বিনোদ-ইদ্রিস কথা করতে চাইলো, মালিক রাজী হল না। ইসি অবস্থাপর হামার সামনে এক হি রাস্তা খুলা আছে—লড়াই। লেকিন, কৌন্ কিসিম্‌কা লড়াই ? মিটিং-মিছিল···আরও অনেক তরিকা আছে, যা আমরা করতে পারি। লেকিন এসব করে কুছু ফয়দা উঠবে ? মন বলছে, কুছু ফয়দা উঠবে

না। তাই আমরা হড়তাল করবো। হামারা তাকত সে দাবী আমরা ছিনিয়ে লিব।…ব্যাস, আউর কুছ নহী।

নিবারণ॥ সিংজী! আপনি কিছু বলবেন?

ঠাকুর সিং॥ কী বলব? আমি কুছু বুঝতে পারছি না। আমরা দাবীপত্র দিয়েছি। কিন্তু মালিক যদি বলে, কোম্পানীর কাজ নেই, তাই দাবী মানতে পারব না; তাহলে? আমরা যদি তখন হড়তাল করি, মালিক কারখানা বন্ধ করে দিতে পারে। তাহলে? সব বেকার হয়ে যাব।

বিনোদ॥ তার মানে আপনি বলছেন, আমাদের দাবী করা উচিত হয়নি?

সিং॥ নাঃ; তা কেন বলব? দাবী আমরা নিশ্চই করব। কিন্তু কোন্ দাবীর জন্যে কোন্ লড়াই—সেইটা আমাদের ভাবতে হবে।

বিনোদ॥ তাহলে আমাদের চার্টারে যে-সব দাবী করেছি, তার জন্যে ধর্মঘট করা উচিত নয়?

সিং॥ ওইটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা জানেন, শেডে কাম কম; মজুররা বিড়ি ফুঁকে, গল্প করে সময় কাটায়; এখন কারখানা বন্ধ থাকলে মালিকের কোন ক্ষেতি হবে না; হড়তালের কথা বললেই কারখানা লক্‌আউট করে দেবে। সব বেকার। আউর ইধর দেখো, দাবী আদায় করতে হলে আমার সামনে এক হি রাস্তা খুলা আছে। তেওয়ারী বলল—হড়তাল। ও তো সহী বাত্। লেকিন হড়তাল করে কুছু ফয়দা উঠবে কি? আমি জানি না।

ইদ্রিস॥ আপনি ইউনিয়ন কমিটির মেম্বর,—মজুররা জিজ্ঞেস করলে কী বলবেন?

সিং॥ বলব, আমি জানি না; কুছু বুঝতে পারছি না।

ইদ্রিস॥ নেতার মতই কথা বটে।

সিং॥ ঠিক বাত। নেতা হওয়ার জন্যে আমি ফালতু কথা বলতে পারব না। আমি জানি না, এখন কী করা উচিত। আপনারা বলে দিন; আমি মেনে চলব; সেইমত কাম করব।

নকুল ॥ তাজ্জব কথা! আপনার কোন মত নেই?

সিং ॥ মত নেই তো জোর করে মত বাহার করে লিবেন? কোম্পানী দাবী মানবে না—সাফ কথা। আমরা হড়তাল করলে লক্-আউট করে দেবে —এ-ও সাফ কথা। ইধর যাও তো ভুখে মরো; উধর যাও তো ভি ভুখে মরো। তো হামে ক্যা করনা হ্যায়?···আমি জানি না।

নিবারণ ॥ রজনীদা, আপনি কি বলেন?

রজনী ॥ আমার বক্তব্য সিংজীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। নতুন কিছু বলার নেই।

বিনোদ ॥ মধ্যবিত্ত পাতি-বুর্জোয়ার মতো কথাই বটে।

রজনী ॥ বেশি পাকামো ক'র না। পাতি-বুর্জোয়া মানে বোঝ?

বিনোদ ॥ আপনাদের দেখে বুঝতে পারছি।···আপনি জানেন যে, লড়াই না করলে এক কণা দাবীও আদায় হবে না, তবু ওই কথাটা বলতে আঁৎকে উঠছেন।

রজনী ॥ আমি মধ্যবিত্ত পাতি-বুর্জোয়া?

বিনোদ ॥ (সিংকে দেখিয়ে) ওই আর একজন।

রজনী ॥ তুমি বিনোদ শেডের নিচে মজুরদের সঙ্গে কাজ কর, আর আমি চেয়ার-টেবিলে বসে কলম চালাই। কিন্তু বর্ধমানে মানকড় গ্রামে তোমার কত বিঘে জমি আছে বিনোদ? ক' জোড়া হালের বলদ? বছরে কত মণ ধান-কলাই-মুগ তুমি গোলায় তোল, আর সারা বছর তাই দিয়ে ব্যবসা কর? সম্প্রতি একটা প্রাইভেট্ ট্যাক্‌সি খরিদ করেছ। বছর বছর তোমার জমির পরিমাণ বাড়ছে, ব্যবসা ফাঁপছে। সোনা-দানায় ঘর ভরিয়ে রেখেছ। ইঁট পোড়ানো শুরু হয়েছে,—তোমার বাড়ি দোতলা হবে—

বিনোদ ॥ এসব ব্যক্তিগত আক্রমণ—

রজনী ॥ আক্রমণ করিনি; পাতি-বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত কাকে বলে, তাই বলছিলাম।···খবরগুলো নিশ্চয় মিথ্যে নয়?

বিনোদ ॥ তা না হতে পারে। কিন্তু ওসব সত্ত্বেও আমি মজুরের দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে পেরেছি ; নিজেকে শ্রমিক বলতে আমার গর্ব হয়।

রজনী ॥ গর্ব কর। ওটা মনের ব্যাপার ; কেউ বাধা দেবার নেই। কিন্তু এতকিছুর মালিক হওয়া সত্ত্বেও তুমি যদি শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে পেরে থাক, আমি পারি না ? কী আছে আমার ? ঘরে গিয়ে দেখে এস। মাইনের দিন কারখানার গেটে কাবলীওলা দাঁড়িয়ে থাকে কার জন্যে ? তিন বছর আগে বউ-এর নিমুনিয়া হয়েছিল,—এখনও তার সুদ গুনছি। ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকালে রাস্তার ভিখিরী বলে ভ্রম হয়।...তবু আমি পাতি-বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত আর তুমি মজুর। আমার অপরাধ ? লেখা-পড়া শিখে ফেলেছি।...বেশ, শিখেছি যখন, তারই জোরে আজ একটা কথা শুনিয়ে দি, মনে রেখো—মূর্খ শ্রমিক আর শ্রমিকের মূর্খ নেতা, এরা দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যেতে পারে... আর তোমরা বোধহয় তাই চাও।

ইদ্রিস ॥ এসব কী কথা! আমরা মূর্খ—দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যেতে চাই—

রজনী ॥ তোমাকে তো বলিনি। তুমি চটছ কেন ?

ইদ্রিস ॥ আমাকে না-বললেও, আপনি বিনোদদাকে বলেছেন। উনি আমাদের নেতা।

রজনী ॥ আমিও তোমাদের নেতা। বিনোদ কমিটি মেম্বর, আমিও কমিটি মেম্বর।

বিনোদ ॥ ( উঠে দাঁড়ায় ) এ ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি না-হলে আমার পক্ষে মিটিং-এ থাকা সম্ভব নয়।

তেওয়ারী ॥ কেঁও! রজনীবাবু তো বুরা বাত কুছু বলেন নি।

সিং ॥ আরে ভাই, মিটিং-এ বসলে দু-চার বাত্ ইধর-উধর হবেই। গোসা কর কেন ?

ইদ্রিস ॥ তাই বলে অপমান—

নকুল ॥ ( চিৎকার করে ) আমরা এর জবাব চাই।

( ঈষৎ হট্টগোল )

নিবারণ ॥ শুনুন কমরেডস্! আমাকে বলতে দিন। আজকের এই সভা—

ইদ্রিস ॥ হারানদা কিছু বলছেন না কেন ?

নকুল ॥ আমরা ওঁর কথা শুনতে চাই।

ইদ্রিস ॥ আমাদের অপমান মানে শ্রমিক শ্রেণীর অপমান। আমরা এর জবাব চাই।

সাধু ॥ হারানদা বলুন। মিটিংটা যে ভেস্তে যায়!

নিবারণ ॥ শুনুন কমরেড্স্···হারানদা কিছু বলবেন ?

( হট্টগোল বাড়ে )

হারান ॥ ( উঠে দাড়ায় ) কমরেড্স্!

( ঈষৎ শান্ত হয়। কিন্তু নেপথ্যে একটা চিৎকার শোনা যায়। )

নেপথ্য কণ্ঠ ॥ সরে যা মাগী।

( মত্ত অবস্থায় লক্ষ্মণের প্রবেশ। সঙ্গে কামিনী )

লক্ষ্মণ ॥ এই যে ; সবাই আছেন। নমস্কার।

কামিনী ॥ আঃ, তুমি ঘরে চল তো।···দেখুন দেখি কী জ্বালা। কোনদিন এসবের ধারে-কাছে যায় না। আজ হঠাৎ কোত্থেকে চাড্ডি গিলে এসে —

বিনোদ ॥ লক্ষ্মণদা কি মাল খেয়ে মিটিং করতে এলে নাকি ?

লক্ষ্মণ ॥ আলবাৎ শালা। আমি নিশ্চয় মিটিং করব।

কামিনী ॥ ( হাত ধরে টানে ) তুমি চল না।

লক্ষ্মণ ॥ আমি যাব না। আমি এইখানে বসে মিটিং করব। (মেঝেতে বসে) বল শালা, কি বলবে! আমি দালাল ? ফের বল ; জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।

হারান ॥ কমরেড্‌স্‌, আমার মনে হয়—কয়েক মিনিটের জন্য আমরা মিটিংটা বন্ধ রাখি। আপনারা দরকার হলে চা-টা খেয়ে আসতে পারেন। আমি ( লক্ষ্মণকে দেখিয়ে ) একে···কি বল, নিবারণ ?

নিবারণ ॥ সেই ভাল।—আপনারা যদি রাজী হন, মিটিং-এর কাজ দশ মিনিটের জন্যে বন্ধ রাখা যায়।

( সবাই সম্মতি জানায়। দু-একজন বাইরে যায়। )

নিত্য ॥ লক্ষ্মণদা চা খাবে ?

লক্ষ্মণ ॥ নাঃ। কই, মিটিং কর ; বল, আমি দালাল।

কামিনী ॥ একে নিয়ে আমি এখন কী করি বলুন তো ! কে নাকি ওকে "দালাল" না কি বলেছে। ক'দিন মুখ ভার করে রইল। আজ দেখি এই কাণ্ড। ওদিকে হপ্তা বন্ধ ; একটা পয়সা হাতে নেই। আমি যে কোন্‌দিক সামলাই !

লক্ষ্মণ বল শালা, আমি রক্ষিতের পা-চাটা কুকুর ! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব। বল !

কামিনী ॥ ওগো শুনছো ! নন্তুর জ্বর হয়েছে। একা ফেলে এসেছি। তুমি ঘরে যাবে না ?

হারান ॥ ( লক্ষ্মণের পাশে বসে গায় হাত দেয় ) লক্ষ্মণদা !

লক্ষ্মণ ॥ কে !···না, তুমি বলনি।···কিন্তু হারানভাই, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে যে !

হারান ॥ শোন। তোমার শরীরটা ভাল নেই তো। ঘরে চল। আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

লক্ষণ ॥ ওরা আমাকে দালাল বলল কেন ?

হারান ॥ তুমি দালাল ?

লক্ষ্মণ ॥ ( ফুঁসে ওঠে ) কোন্‌ শালা বলে ওকথা ?

হারান ॥ তাহলে তুমি গায়ে মাখ কেন ? আমাকে লোকে দালাল বলে না ? জেল থেকে ঘুরে এসে আমি আর লড়াইয়ের কথা বলছি না, মালিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছি,—শুনতে হয় না আমাকে ? কিন্তু কথায় কি আসে যায় !

বিনোদ ॥ হারানদা কি কথাগুলো আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ?

( লক্ষ্মণ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় )

লক্ষ্মণ ॥ (গর্জন করে) ওই শালা শুয়োরের—

হারান ॥ ( চিৎকার ) লক্ষ্মণদা !

লক্ষ্মণ ॥ না। আমি তোমার কথা শুনব। ঘরে যাবে বলছিলে না ? হিঃ হিঃ। ঘর কোথায় ?

( আনন্দর প্রবেশ )

আনন্দ ॥ এই যে। (লক্ষ্মণকে) কোথায় ছিলেন ? সন্ধ্যে থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ( মদের গন্ধ পায় ) এ কি ! আপনার তো এ রোগ ছিল বলে জানতাম না !

কামিনী ॥ আপনিই বলুন—ওই মিনসেকে বুঝিয়ে বলুন, ও কি এই বুড়ো বয়েসে সংসারটাকে ভাসিয়ে দিতে চায় ?

লক্ষ্মণ ॥ (গেয়ে ওঠে) ভেসে যায়, ভাসিয়ে নে যায়…

আনন্দ ॥ ( হেসে ) ঠিক আছে। এবার চলুন।

লক্ষ্মণ ॥ যাব ; তোমাদের দুজনের কাঁধে চেপে আমি বৈকুণ্ঠে যাব।

কামিনী ॥ জাহান্নমে যাবে।

লক্ষ্মণ ॥ বড়দের কথার মধ্যে তুই কেন কথা ক'স মাগী ?

আনন্দ ॥ হারানবাবু, আপনি আছেন তো ? আমি একে পৌঁছে দিয়ে আসি। কথা আছে। ( লক্ষ্মণকে ) চলুন।

লক্ষ্মণ ॥ ( হারানকে দেখিয়ে ) ও না-গেলে আমি যাব না।

আনন্দ ॥ আমাদের দু-জনকেই চাই ?

লক্ষ্মণ ॥ হ্যাঃ।

কামিনী ॥ ঢং!

আনন্দ ॥ চলুন হারানবাবু। পথ চলতে চলতে কথা সেরে নিতে পারব'খন।

হারান ॥ (বিনোদকে) আমি আসছি!

(আনন্দ, হারান, লক্ষ্মণ ও কামিনীর প্রস্থান। বিনোদ উঠে দাঁড়ায়, মুখ বাড়িয়ে ওদের দেখে)

বিনোদ ॥ (চাপা ক্রোধ) দেখুন, আমি বলেছিলাম কিনা। দালালকে—

সিং ॥ আরে সবুর ভাই। এত্‌না জলদি কেঁও? সামনে ময়দান···বহুৎ দূর যেতে হবে···চল্‌নে লাগো—চল্‌তে চল্‌তে তব্‌ না মালুম হোগা, কৌন্‌ দালাল আউর কৌন্‌ নহী।

(বিনোদ ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সিং-এর দিকে ঘুরে তাকায়)

## নিষ্প্রদীপ

[আলো জ্বলতে দেখা গেল, ওই একই দৃশ্য-সজ্জা। কমিটি মেম্বাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।]

নিবারণ ॥ কমরেড্‌স্‌! আমাদের আলোচনা একটু বিস্তৃত হচ্ছে। আমার মনে হয়, তা-ই হওয়া উচিত। কারণ, মালিকের যা ভাবগতিক তাতে—যে ভাবেই হোক, আন্দোলন আমাদের করতে হবে। এবং তার আগে আমাদের ঘর সাফ করা প্রয়োজন। যাই হোক, আমরা অনেক দূর এগিয়েছি; আশা করি, কালকের মিটিং-এই আমরা একটা সিদ্ধান্তে

পৌছতে পারব।··· আজ তাহলে সভার কাজ এইখানেই স্থগিত রাখা হোক!

( একে একে বিনোদ, ইদ্রিস, সাধু, ঠাকুর সিং, তেওয়ারী ও নকুলের প্রস্থান )

রজনী ॥ ( কাছে আসে ) হারান, মন খারাপ হচ্ছে না তো?

( হারান একদৃষ্টে তাকিয়ে বসেছিল )

হারান ॥ মন খারাপ! ( অল্প হাসে ) না, রজনীদা; মন খারাপ হচ্ছে না।

রজনী ॥ বাঁচালে ভাই।—চলি। ( প্রস্থান )

( ঠাকুর সিং-এর পুনঃপ্রবেশ )

সিং ॥ ( হারানকে ) আরে শুন; আমার ওখানে আজ রামলীলা হচ্ছে। একবার যাবে না?

হারান ॥ যাব'খন। অনেক রাত্ পর্যন্ত হবে তো?

সিং ॥ হ্যাঁ। একবার এসো। তোমাকে দেখলে ওরা খুশি হবে। ( বাইরের দিকে গলা বাড়িয়ে ) আরে এ রজনীবাবু! দাঁড়ান মশায়। আমিও যাব।—চলি হারানভাই!

( সিং-এর প্রস্থান। একটুক্ষণ চুপচাপ )

নিত্য ॥ চা বলব?

নিবারণ ॥ আমার মনে হয় হারানদা, আজই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে মিটিং-এর ফ্যাচাংটা মিটিয়ে দিলে পারতেন।

হারান ॥ না, নিবারণ। যার মনে যা আছে—খুলে বলুক। তারপর সিদ্ধান্ত হবে।

নিবারণ ॥ কিন্তু তাই বলে ওইসব কথা?

হারান ॥ বলুক না। কথায় ভয় পাস কেন?

নিবারণ ॥ একটা কথা বলব দাদা? জেল খেটে আসার পর আপনাকে ঠিক আগের মতো চিনতে পারছি না।

হারান ॥ বাড়ি যা নিবারণ। অনেক রাত হয়েছে। বউ বসে থাকবে।

নিবারণ ॥ হ্যাঁ, যাই।—কিন্তু আজ আর ঘুম হবে না; স্বপ্ন দেখে রাত কাটবে। একবার আপনার মুখ, আর একবার বিনোদের মুখ।—কী যে হচ্ছে ছাই!···চলি দাদা— ( প্রস্থান )

হারান ॥ নিত্য, বাড়ি যাবি না?

নিত্য ॥ আপনিও চলুন।

হারান ॥ আমি না-গেলে তুই যাবি না?

নিত্য ॥ আপনাকে একলা রেখে চলে যাব?

হারান ॥ তাহলে বোস। একটু জিরিয়ে নি। অনেক ঝড় গেল তো!

নিত্য ॥ চা বলব?

হারান ॥ বল।

( নিত্যর প্রস্থান। হারান একা বসে ভাবতে থাকে। দুহাতে মাথা রাখে। চুপচাপ। আনন্দর প্রবেশ )

আনন্দ ॥ আসতে পারি?

হারান ॥ ( চমকে ) কে!··আপনি? আপনি এখানে কেন আসেন? জানেন, আপনার জন্যে আজ আমাকে দালাল অপবাদ নিতে হয়? আমার অতীত-বর্তমান সব এক কথায় নাকচ হয়ে যায়?—এখানে আপনার কী কাজ? কেন আসেন আপনি?

আনন্দ ॥ ( আহত হয় ) Sorry···বুঝতে পারিনি···আমি যাচ্ছি।

( প্রস্থানোদ্যোগ )

হারান ॥ আনন্দবাবু! ( আনন্দ দাঁড়ায়। ইতস্তত করে ) বসুন না। ( হাসার চেষ্টা করে ) মনটা ভাল নেই···অন্যকথা ভাবছিলাম······Please excuse me.

( নিত্যর প্রবেশ )

নিত্য ॥ চা বন্ধ হয়ে গেছে হারানদা।

আনন্দ ॥ ঠিক আছে। নিন, সিগারেট খান।

হারান ॥ দিন।—আর একটা।…নিত্য, এই নে ; খেতে খেতে বাড়ি চলে যা।

নিত্য ॥ সিগারেট ?

হারান ॥ হ্যাঁ। যেন চেনেন না। ধর! (নিত্য সিগারেট নেয়) যা, এবার বাড়ি যা।

নিত্য ॥ আর একটু বসি না!

হারান ॥ কী দরকার! আমি তো এখন একা না। ইনি রয়েছেন।

নিত্য ॥ আপনাদের কথা শুনতে ইচ্ছে করে।

হারান ॥ শুনবি ? তবে বোস।…তোর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার, নইলে ঘরটান হবে না।

নিত্য ॥ (আরাম করে মেজেতে বসে) ঘরটান আমার কোনদিনই হবে না। আমি তো ভাবছি, কাঁথা-বালিশ নিয়ে এসে এইখানেই আস্তানা গাড়ব।

হারান ॥ খুব হয়েছে। (আনন্দকে) দিন, আগুন দিন। (তিনজনে সিগারেট ধরায়) এবার বলুন, এত রাত্রে বাড়ি না-গিয়ে এখানে এলেন কেন ?

আনন্দ ॥ তার আগে…আপনার মন খারাপ বলছিলেন,—কি হয়েছে ?

হারান ॥ আপনার কথা আগে বলুন। শুনি।

আনন্দ ॥ তবে শুনুন। লক্ষ্মণকে পৌছে দিয়ে আপনি তো চলে এলেন মিটিং-এ। আমি রয়ে গেলাম। ওর নেশা তখন কেটে এসেছে। অনেক কথা বলল। ছেলেবেলা কেমন কেটেছে। পনেরো বছর বয়সে কারখানায় ঢোকার পর থেকে একটানা একঘেয়ে জীবনের ছোট-বড় অনেক কথা। মজার কথা হচ্ছে, ওর বউ—কামিনীর সঙ্গে এখনো ওর গভীর প্রেম। কামিনী বললে—ইদানীং প্রেমের দাপটটা নাকি বেড়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আপনার ?" হেসে বললে—"আমারও।" এত দুঃখের মাঝেও অমন তৃপ্তির হাসি—

হারান ॥ বাচ্চাদের সঙ্গে কথা হল ?

আনন্দ ॥ না ; ঘুমোচ্ছিল। দেখলাম, শুকনো-শুকনো কচি-কচি মুখগুলো ;— "আমি যখন বাবার মতো হব"—হয়তো সেইসব স্বপ্ন দেখছিল।

হারান ॥ হুম্! কেমন লাগছে দেখেশুনে ?

আনন্দ ॥ খুব ভাল।

হারান ॥ তাহলে লক্ষ্মণের বাড়ি থেকে আবার এখানে এসে উঠলেন কেন ?

আনন্দ ॥ ওখান থেকে বেরিয়ে আর নিজের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করল না। ( হেসে ফেলে ) ভাবলাম, আপনার সঙ্গে বসে একটু গল্প করে যাই।

হারান ॥ এত রাত্রে— যদি ঘুমিয়ে পড়তাম ?

আনন্দ ॥ ঘুম আপনাদের কাছে বিলাস। আপনারা ঘুমোন না।

হারান ॥ ( গম্ভীর ) আনন্দবাবু, অত বড় করে দেখবেন না। আমি জানি, আমি কি।

আনন্দ ॥ কী হয়েছে আপনার ?···মন খারাপ বলছিলেন—

হারান ॥ আচ্ছা আনন্দবাবু, দালাল কাকে বলে ?

আনন্দ ॥ দালাল! একথা আমায় জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

হারান ॥ বলুন না।··আচ্ছা, সেদিন আমি, বোস এবং রক্ষিতের সঙ্গে ডিনার টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি,—এই খবরটা বিনোদকে কে দিয়েছে বলে আপনার মনে হয় ?

আনন্দ ॥ নকুল।

হারান ॥ নকুল!

আনন্দ ॥ হ্যাঁ। সেদিন মানসীকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। রাত তখন প্রায় বারোটা। সিনেমায় গিয়েছিলাম। দূর থেকে আমি স্পষ্ট দেখেছি—নকুল অতীনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তারপরেই কোথায় মিলিয়ে গেল। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, আপনি চলে গেছেন ; রক্ষিতও নেই ; অতীন একা বসে মদ খাচ্ছে।

হারান ॥ তাহলে আপনি নন ?

আনন্দ ॥ হারানবাবু, Please...

হারান ॥ অতীন আপনার বাল্যবন্ধু ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, অতীন আমার বাল্যবন্ধু।

হারান ॥ ( দরজার দিকে তাকায় ) কে ওখানে ? নিত্য দেখ তো—

( নিত্য উঠে দরজার বাইরে দেখে আসে )

নিত্য ॥ কেউ নেই।

হারান ॥ মানসী দেবীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ?

আনন্দ ॥ এরপর নিশ্চই প্রশ্ন করবেন, ওদের গাড়িতে চড়ে মানসীকে নিয়ে সিনেমায়, বোটানিক্‌স্‌-এ, ডায়মণ্ড হারবারে বেড়াতে যাই কেন ? তারপর একখানা গোপন চিঠি আবিষ্কার করতে পারলে সহজেই প্রমাণ করা যাবে—আমি অতীন বোসের টাকা খেয়ে ইউনিয়নের সর্বনাশ করার জন্যে আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছি।···Sorry হারানবাবু। আমি রাজেন নই। অতীন বোস অত সহজে আমাকে জখম করতে পারবে না। আর আপনারাও, অমন নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর, আবারও মূর্খের মতো কাজ করবেন, তা-ও আমি মুখ বুজে মেনে নেব না।···কি হল, চুপ করে গেলেন !

হারান ॥ আমি কথা দিচ্ছি আনন্দবাবু, অমন ভুল আর করব না !

আনন্দ ॥ তাহলে এবার বলুন, আপনার মন খারাপ বলছিলেন, —কী হয়েছে ?

হারান ॥ বললাম বটে, অমন ভুল আর করব না ; কিন্তু এড়াতে পারি কই ? আপনি মালিকের বন্ধু, তার বোনের সঙ্গে বেড়াতে যান—এইটাই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল ; অথচ লক্ষ্মণদার বউ তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ কথাটা আপনাকেই বলল কেন—এটা একবারও মাথায় এলো না। সংঘর্ষ, সংগ্রাম—এইসব কথার প্রচারে এখনও বিভ্রান্ত হতে হয়—এইটাই বড় দুর্বলতা ; এখনও কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

আনন্দ ॥ এ তো ক্ষোভের কথা।

হারান ॥ বটেই তো। কিন্তু কী করব! দিন-রাত নিজের সঙ্গে লড়াই করি। গত বিশ বছরে অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছি। কিন্তু এখনও বহুদর্শী হয়ে উঠতে পারলাম না ; ভুল এখনও করতে হয়। যে বন্ধু, তাকে শত্রু ভাবি ; শত্রুকে চিনতেই পারি না।

আনন্দ ॥ ওইটাই বড় শক্ত কাজ—শত্রু-মিত্র চিনতে পারা।

হারান ॥ কেমন করে চিনি বলুন তো ?

আনন্দ ॥ আমাকে জিজ্ঞেস করছেন ? ( হেসে ফেলে ) আমি কী বলব !

হারান ॥ তবু···শুনি না !

আনন্দ ॥ শত্রুরা মিত্রের ছদ্মবেশে আপনার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হারান ॥ ওরা সংঘর্ষের কথা বলছে,—এখুনি, এই মুহূর্তে—

আনন্দ ॥ বলবেই তো। সংঘর্ষ বাধলেই যে অতীনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

হারান ॥ তাহলে কি সংঘর্ষ এড়িয়ে যাব ? আন্দোলন করব না ?

আনন্দ ॥ কেন করবেন না ? কিন্তু ওদের কথা শুনে নয়। আপনি শ্রমিক-নেতা বলে আন্দোলন আর লড়াইয়ের কথা শুনলেই চোখ বুঁজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন—

হারান ॥ নাঃ, তা করব না। কিন্তু মুস্কিল কি জানেন,—এই যে আন্দোলনের ডাক দেওয়ার আগে আমি সবদিক বুঝে চিনতে চাইছি, এইটাই আমার অপরাধ ; আমি নাকি দুর্বল হয়ে পড়েছি। অথচ ওরা বোঝে না, মনের সব ক'টা দরজা খুলে রাখতে পারা কত বড় শক্ত কাজ।···একমুখী হওয়ার পরিণতি যে কি মর্মান্তিক হতে পারে, তা তো আমি জানি। কিন্তু বোঝাতে পারি না। ওরা বুঝবে না।

আনন্দ ॥ ওরা বুঝবে ; বলুন—কেউ কেউ বুঝবে না।

হারান ॥ অ্যাঃ ! হ্যাঁ ; দু-একজন বুঝবে না।

আনন্দ ॥ মর্মান্তিক পরিণতির কথা বললেন। শুনতে পারি ?

হারান ॥ সে অনেক পুরনো কথা।

আনন্দ ॥ বলুন না…যদি আপত্তি না-থাকে।

হারান ॥ শুনবেনই ?…সেটা ১৯৪৯ সাল। জুন মাস। প্রেসিডেন্সি জেলে আমরা শ' দেড়েক রাজবন্দী পাঁচটি ওয়ার্ড দখল করে আছি। লেখা-পড়া, আলোচনা, সমালোচনা—এই নিয়ে আমাদের সময় কাটে।… বাইরে থেকে একদিন খবর এলো—সেখানে বারুদের স্তূপ ; শুধু একটি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন ; তাহলেই সারা দেশ বিপ্লবের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। ব্যস। অমনি প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। লড়তে হবে ; সংঘর্ষ চাই।…৮ই জুন। সকালে বেড়াবার জন্যে একঘণ্টা ইয়ার্ডের দরজা খুলে রাখা হয় ; আমরা বেরিয়ে এলাম। তিন দিক ঘিরে জেলের ওয়ার্ড, একটুখানি মাঠ, তারপর ছোট পুকুর, ওপারে কেয়ারী-করা গাছের ঝাড়, তারপরে প্রেসিডেন্সির লোহার গেট। মাঠে কম্বল দিয়ে টেন্ট্ খাটানো হল। সারাদিনে দেওয়ালগুলো আমরা পোস্টারে ছেয়ে দিলাম। মাঠে মিটিং হল ; মিছিলও হল। সন্ধ্যা নামতে কমরেড যতীশ বললেন, ন'টায় শেষ গুনতি এবং Lock-up ; সবাই যেন তার আগে মাঠে বেরিয়ে আসি।…আমরা Lock-up-এ যাব না—ঘোষণা করেছি। আমাদের দাবী—কলকাতার বাইরে কোথাও আমাদের ট্রান্স্ফার ( Transfer ) করা হবে না—সরকারকে লিখে দিতে হবে।

আনন্দ ॥ ট্রান্সফার করতে চেয়েছিল নাকি ?

হারান ॥ জানি না। কিন্তু ওটা তো উপলক্ষ্য। আমরা চাই সংঘর্ষ। সেদিন বুঝেছিলাম—সরকারী শাসনযন্ত্র বিকল, বাইরে গণবাহিনী প্রস্তুত, আমরা লড়াই শুরু করলে তারপর দুদিনেই দুনিয়া আমার। একরোখা চিন্তা, আচ্ছন্ন দৃষ্টি ; তাই সেদিন বুঝতে পারিনি—আমাদের আসল বিচারেই ভুল ছিল। শুনুন, তারপর…ঢং ঢং করে ন'টা বাজল ; শেষ-গুনতি শেষ।

কমরেডরা কেউ কেউ বালিশ-বিছানা নিয়ে এসে আরাম করে শোবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু বাধা দিলেন জেলার। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন: আমরা যা করছি, জেল কোড্-এ তার নাম বিদ্রোহ। দমন করার জন্য পুলিশ আসবে, মিলিটারী আসবে।—আমরা বললাম: আসুক মিলিটারী; আমরা পিছু হটব না।

আনন্দ ॥ আপনি বললেন ওকথা!

হারান ॥ বয়েসটা কম ছিল তো। ওই যে বললাম, মনের সব ক'টা দরজা বন্ধ; একটা ফুটো দিয়ে একটুখানি আলো আসছে, আর সেইখানে চোখ লাগিয়ে যেটুকু দেখছি, তাই আমার দুনিয়া। যাক গে; শুনুন। ...জেলার ফিরে গেলেন। তারপর কয়েকটি শুদ্ধ মুহূর্ত। তিন দলে ভাগ হয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জেল গেটের দিকে তাকিয়ে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওইখান দিয়েই তো ওরা আসবে। কেয়ারী-করা গাছের ঝাড়ের ওপাশ থেকে কট্ কট্ শব্দ ভেসে এলো। একজন বললে, রাইফেলে গুলি ভরা হচ্ছে। টান্‌টান্ হয়ে আছে আমাদের দেহের তন্ত্রীগুলো; মনে হচ্ছে—আরও কয়েকটি মুহূর্ত যদি এইভাবে অপেক্ষা করে থাকতে হয়—ভেঙে পড়ব।...হঠাৎ বিকট শব্দ করে খুলে গেল প্রেসিডেন্সির মরচে-ধরা লোহার গেট। আর সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মশালের আলোয় ঝল্‌সে গেল প্রেসিডেন্সির অন্ধকার মাঠ, শেওলা-ধরা কাল্‌চে দেয়াল আর আমাদের থম্‌থমে মুখগুলো। কমরেড বিন্ধেশ্বরী এগিয়ে গিয়ে সেপাইদের উদ্দেশ্য করে বললে—তারা আমাদের ভাই; আমাদের আন্দোলন তাদেরও আন্দোলন। কেউ শুনল না। এক হাতে লাঠি আর এক হাতে মশাল নিয়ে কয়েক শো সেপাই ইয়ার্ড গেটের সামনে এগিয়ে এলো—"অন্দর যাও।" আমরা গেলাম না। ঠেলাঠেলি শুরু হল। কমরেড রমেনের মাথা ফাটল। রক্ত দেখলাম আমরা। রক্ত দেখে মাতালের নেশা ছোটে; কিন্তু আমরা তখন

মাতাল হলাম। একটা চিৎকার ভেসে এলো—চার্জ!…ভাঙা ইঁট, কাঁচের গেলাস, কাপ-ডিস ছুটতে লাগল ওদের দিকে। মশাল ফেলে ছুটে পালাল ওরা। আমরা উল্লাসে ফেটে পড়লাম। কেউ কেউ রমেনের রক্তে টিপ পড়ল নিজের কপালে। জয় হল আমাদের…Victory.

আনন্দ ॥ তারপর ?

হারান ॥ তারপরে যা ঘটল—এখনো আমার চোখে ভাসে।…মশালের আলো নিভে গেছে। আবছা অন্ধকার। হঠাৎ মনে হল, পুকুরের ডান দিকে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে একখানে। কী ওটা! বুঝে ওঠার আগেই কান-ফাটানো শব্দ হল—টিয়ার গ্যাস। কমরেড যতীশ বললেন—কমরেড্‌স্‌! ওরা গুলি চালাবে…Lights off…

(দপ্‌ করে মঞ্চের আলো নিভে যায়। অন্ধকারে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ, ছুটোছুটি, আর্তনাদ, হুঙ্কার আর ইনকিলাব ধ্বনি। খানিকক্ষণ চলে। তারপর ধীরে আলো পূর্বের অবস্থায় আসে।)

—তখন আমরা বাইশ নম্বর ওয়ার্ডে এসে জমা হয়েছি। আর পেছোবার জায়গা নেই। একপাশে পড়ে আছে আহত কমরেডরা—প্রায় তিরিশ জন। টালীগঞ্জের কমরেড গোবর্ধনের মৃতদেহটা—(থেমে যায়)

আনন্দ ॥ থাক হারানবাবু—

হারান ॥ (করুণ হাসি) সব শেষে আমরা সেদিন কোরাসে Internationale গেয়েছিলাম।

(দূরাগত যন্ত্রসঙ্গীত—Internationale. তারপর ঈষৎ স্তব্ধতা।)

আনন্দ ॥ (গা ঝাড়া দেয়) চলুন, এবারে ওঠা যাক।

হারান ॥ চলুন…আমি কালকের মিটিং-এর কথা ভাবছি। যদি ওরা আমাকে হারিয়ে দেয় ?

আনন্দ ॥ পারবে না। ( হারান ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকায় ) আমি আপনাকে সাহায্য করব।

হারান ॥ আপনার সাহায্য নিয়ে বিনোদ-ইদ্রিসের সঙ্গে লড়াই করব ?

আনন্দ ॥ অতীনকে আমার চেয়ে বেশি আপনারা কেউ জানেন না। আমি বলব, সে কি চায়। ( হারান সন্দেহ করে, বাইরে কেউ ওদের কথা শুনছে। কথা বলতে বলতে নিত্যকে ইঙ্গিত করে চুপিচুপি উঠে গিয়ে দেখে আসতে। নিত্য উঠে যায়। )

হারান ॥ আমি একটু ভেবে দেখি। কাল সকালে বলব। আপনাকে মিটিং-এ হাজির করাটা— ( নেপথ্যে হুটোপুটি ও নিত্যর আর্তনাদ। হারান ও আনন্দ ছুটে বাইরে যায়। একটু পরে নিত্যর প্রবেশ—ওর মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে। নিত্য হাত দিয়ে রক্ত মুছে রক্তাক্ত হাতের দিকে চেয়ে থাকে। প্রবেশ করে হারান ও আনন্দ। )

নিত্য ॥ হারানদা দেখে যান।

হারান ॥ ( ওর কাছে যায়, রক্ত দেখে ) নিত্য—

নিত্য ॥ ( হাতের দিকে চেয়ে থাকে ) বোধহয় নকুল। আর একটু হলেই জাপটে ধরতাম···দেরি হয়ে গেল।

হারান ॥ আনন্দবাবু! কালকের মিটিং-এ আপনি বলতে পারবেন ? ওরা বাধা দেবে ; কিন্তু জোর করে আপনার কথা সবাইকে শোনাতে পারবেন ?

আনন্দ ॥ ( নিত্যর দিকে তাকায় ) পারব। কথা দিচ্ছি।

হারান ॥ আসুন।···চল্ নিত্য—

( তিনজনের প্রস্থান )

পর্দা

## পঞ্চম দৃশ্য

[ অতীনের ড্রইংরুম। সময় রাত্রি। অতীন মদ খাচ্ছে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে রক্ষিত ও নকুল। ]

অতীন ॥ তাহলে কমিটির মিটিং-এ আনন্দ বক্তৃতা দেবে ?

নকুল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অতীন ॥ আনন্দ কি কমিটি মেম্বার ?

নকুল ॥ আজ্ঞে না।

অতীন ॥ ইউনিয়নের মেম্বার ?

নকুল ॥ আজ্ঞে না।

অতীন ॥ তাহলে কমিটির মিটিং-এ ও বক্তৃতা দেবে কেন ?

নকুল ॥ হারানদা—

অতীন ॥ তোমরা এতদিন কী করছিলে ? হারানদা…হারানদা—

নকুল ॥ আনন্দ যাতে মিটিং-এ না-যায়—

অতীন ॥ "আনন্দবাবু" বল্। ( রক্ষিতকে ) আপনার সঙ্গে কোন কথা হয়েছে ? ( রক্ষিত নির্বাক ) Speak out. কী কথা হয়েছে ?

রক্ষিত ॥ কতকগুলো ফিগার ( figure ) জানতে চাইছিলেন।

অতীন ॥ কিসের ফিগার ?

রক্ষিত ॥ Production Status.

অতীন ॥ ( চিৎকার করে ) Production Status ! আর আপনি সেগুলো ওকে দিয়ে দিলেন ?

রক্ষিত ॥ আজ্ঞে…আমি তো সব জানি না। তাই…ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে—

অতীন ॥ কথা বলিয়ে দিলেন ?

রক্ষিত ॥ আজ্ঞে, হ্যাঁ।

অতীন ॥ আর ও মিত্রের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিল?

রক্ষিত ॥ আজ্ঞে, আমি তখন সেখানে ছিলাম না।

অতীন ॥ এরপর ও যখন ইউনিয়নের মিটিং-এ ওইসব figures দেখিয়ে প্রমাণ করবে যে, আমি চাই—কারখানা বন্ধ হোক, তখনও আপনি বলবেন, আপনি সেখানে ছিলেন না!

নকুল ॥ আমরা স্যার গোলমাল করে মিটিং ভেঙে দিতে পারি—

অতীন ॥ Silly.

(অতীন স্থিরভাবে বসে কি ভাবতে থাকে। নকুল ও রক্ষিত নিঃশব্দে কি পরামর্শ করে। নকুল অতীনের কাছে এগিয়ে যায়।)

নকুল ॥ স্যার।...যদি বলেন, উনি যাতে মিটিং-এ যেতে না-পারেন—

অতীন ॥ কি করবে?

নকুল ॥ (অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অতীনের দিকে তাকিয়ে) আমি পারি স্যার—

অতীন ॥ (চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায়) What!...জানিস, আনন্দ কে? জানিস, আনন্দ আমার কে হয়? (ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মত নকুলের দিকে এগোতে থাকে)

নকুল। (হাত জোড় করে পিছোতে থাকে) বুঝতে পারিনি স্যার...

(বাইরে মোটরের হর্ণ)

অতীন ॥ (চমকে) এ কী! (ঘড়ি দেখে) এত শীগ্‌গির তো ওদের ফেরার কথা নয়! (নকুল ছুটে বাইরের দিকে যেতে চায়) এই! ওদিকে কোথায় যাস? (হাত দিয়ে ভিতর দিকটা দেখায়। নকুল ও রক্ষিত ইতস্তত করে। অতীন নিজেই ভিতর দিকে এগোয়) Come on—

(তিনজনের ভিতরে প্রস্থান। হাসাহাসি করতে করতে আনন্দ ও মানসীর প্রবেশ।)

মানসী ॥ ( হাসতে হাসতে কৌচে বসে ) বাপরে ! আপনার কথা শুনলে—

( মদের গেলাশ হাতে নিয়ে অতীনের প্রবেশ )

অতীন ॥ এত শীগ্‌গির ফিরে এলি !

মানসী ॥ ওদিকে বিষ্টি হচ্ছে। ভাল লাগল না।…বসুন আনন্দদা ; পোশাকটা পালটে আসি।

অতীন ॥ ( বাধা দেয় ) আরে বোস, বোস। কী এমন মল্লযুদ্ধ করে এলি যে, পোশাক না-পালটালে চলছে না ?

মানসী ॥ আঃ ! কথা একটু ভেবে বলবে।

অতীন ॥ বোস। ( মানসীকে ধরে বসায় )

মানসী ॥ সন্ধ্যে থেকেই বোতল নিয়ে বসেছ…আর কাজ নেই বুঝি ?

অতীন ॥ নাঃ। আজ আর কাজে মন নেই।

মানসী ॥ সুতরাং পড়ে পড়ে মদ গেলো !

অতীন ॥ কেন বকছিস ? মদ কি আমি নতুন খাচ্ছি ?

আনন্দ ॥ ঘাঁটিও না মানসী। মাতালকে মাতাল বললে রেগে যায়। দেখছ না ওর মুখ-চোখের অবস্থা !

অতীন ॥ Yes, ( উঠে আর এক গেলাশে মদ ঢেলে নিয়ে আসে ) নে, তুইও খা।

আনন্দ ॥ নাঃ। আমি ছেড়ে দিয়েছি।

অতীন ॥ ধরলি কবে যে, ছেড়ে দিয়েছিস ?

আনন্দ ॥ ধরিনি। তবে ওই যে মাঝেমাঝে খেতাম তোর সঙ্গে…আর ভাল লাগে না।

অতীন ॥ সাধু হবি ?

আনন্দ ॥ মদ না-খেলেই বুঝি সাধু হয় ?

অতীন ॥ তবে খা।

আনন্দ ॥ বললাম তো— না।

মানসী ॥ দাদা কেন জিদ করছ ? উনি তো বলছেন—

অতীন ॥ You please keep quiet. ( আনন্দকে ) নে !

আনন্দ ॥ ( হেসে ) নাঃ।

অতীন ॥ You must. It's my order.

আনন্দ ॥ হুকুম তামিল করার অভ্যেস আমার নেই অতীন ; ও রাস্তা ছাড়।

অতীন ॥ বটে ! জানিস, আমি ইচ্ছে করলে—

মানসী ॥ দাদা তোমরা কী আরম্ভ করেছ বল তো ?

অতীন ॥ ও আমার কথা শুনছে না কেন ?

মানসী ॥ যদি না-শোনে, তুমি জোর করে শোনাবে ?

অতীন ॥ Yes ; because আমি ওর superior.

আনন্দ ॥ ( উঠে দাঁড়ায় ) তোর কী হয়েছে বল তো ?

অতীন ॥ কিছু হয়নি।…নে, খা—

আনন্দ ॥ ( হাত ধরে ) বোস, বোস—

অতীন ॥ ( হাত ছাড়িয়ে নেয় ) তার মানে, তুই আমাকে ignore করিস ! কিন্তু আমি ইচ্ছে করলে তোর ঘাড়টা এম্‌নি করে মট্‌কে দিতে পারি, জানিস ?

আনন্দ ॥ জানছি।

অতীন ॥ হ্যাঁ। Don't try to stand on my way.

( একটুক্ষণ দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে )

আনন্দ ॥ ( হঠাৎ হেসে ফেলে ) দে, খাই।…এই একটা ছোট্ট ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে লড়াই হওয়াটা উচিত নয়।

॥ হ্যাঁ…আরে আমিও তো তাই ভাবছিলাম…দেখ মানসী—after all, we are friends. দেখে নে। ( দুজনে বসে ) নেশা বড় মজার জিনিস, বুঝলি আনন্দ। এই একটু আগে আমি তোর সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, মনে হচ্ছিল—সত্যি সত্যি তুই যেন আমার পথ

আগলে দাঁড়িয়ে আছিস ; ছেঁড়া পোশাক, ভিখিরীর মতো চেহারা। আর আমি হলাম রাজপুত্তুর। ইচ্ছে হচ্ছিল, এক কোপে তোর মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করে দি।...পথ আগলে কেন দাঁড়াস আনন্দ? আমার ভারী কষ্ট হয়।

আনন্দ ॥ কোথায় পথ আগলে দাঁড়ালাম? খেলাম তো!

অতীন ॥ সেইজন্যেই তো বললাম, you are my friend...আচ্ছা, পথের ভিখিরী আর রাজপুত্তুরে কেন বন্ধুত্ব হবে না? পুরাকালে তো হত!

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, গল্পে শোনা যায়।

অতীন ॥ বোস ; আর একটা বোতল নিয়ে আসি।

( অতীন টলতে টলতে ভিতরে যায়। মানসী আনন্দর কাছে আসে। )

আনন্দ ॥ অমন করে কী দেখছ মানসী?

মানসী ॥ আমার ভীষণ ভয় করছে, আনন্দদা।

আনন্দ ॥ ভয়! কিসের? ( রাজেনের ঘরের পর্দা ঠেলে রাজেনের প্রবেশ )

রাজেন ॥ মানসী! আমায় কিছু ফুল দিতে পার? ( মানসী ওপাশে সরে যায়। রাজেন আনন্দকে ) ক'দিন ধরে ছেলেরা বায়না ধরেছে—

মানসী ॥ ( রাজেনকে ) আপনি ঘরে যান।...চা খাবেন?

রাজেন ॥ না ; ফুল খেলব।

মানসী ॥ ( রুক্ষভাবে ) ঘরে যান বলছি।

রাজেন ॥ ঘরে যাব!...আচ্ছা—( অতীনের প্রবেশ। ওর হাতে মদের গেলাশ। রাজেন ঘরে যেতে গিয়ে অতীনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। )

—এই! অতীনদা রক্ত খাচ্ছে।

অতীন ॥ কী বললি! ( মারমুখী হয়ে তেড়ে যায় রাজেনের দিকে। আনন্দ ও মানসী মাঝে পড়ে বাধা দেয়। )

আনন্দ ॥ আঃ! কি হচ্ছে! বোস এখানে। (অতীনকে ধরে বসায়)

রাজেন ॥ আমি যাচ্ছি— (ওর ঘরে যায়)

(মানসীও ভিতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায়)

অতীন ॥ অ্যাঁই! কোথায় যাস?

মানসী ॥ ঘরে যাচ্ছি।

অতীন ॥ না। বোস এখানে।

মানসী ॥ আমি পারব না।…মদ খেয়ে তুমি হুজ্জুৎ করবে, আর আমাকে তাই বসে বসে দেখতে হবে?

অতীন ॥ অনেক কিছুই দেখতে হবে Madam. মন নিয়ে কারবার করিস, জানিস না! বোস। (মানসী হতাশভাবে বসে) এক মিনিট—ওকে ভেতরে আসতে দিসনি আনন্দ…আমি আসছি— (ভিতরে প্রস্থান)

মানসী ॥ আপনি কী কিছু বুঝতে পারছেন না?

আনন্দ ॥ পারছি। কিন্তু অতীনের এ রূপ আমার কাছে নতুন। আগে দেখিনি।

মানসী ॥ আমি দেখেছি; আমার কাছে নতুন নয়।

আনন্দ ॥ কিন্তু ওর এত রাগ কার ওপর?

মানসী ॥ আপনি কেন হারানবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন? কেন ইউনিয়নের অফিসে যান?

আনন্দ ॥ ও। তাহলে—আমি!

মানসী ॥ আপনি কোম্পানীর লোক…আপনি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন—

আনন্দ ॥ আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব! কেন?

মানসী ॥ তাই তো করছেন। ইউনিয়নের অফিসে আপনার কী কাজ?

আনন্দ ॥ কাজ আছে মানসী। তুমি বুঝবে না।

মানসী ॥ তার মানে, ওদের সঙ্গে মিশে আপনি দাদার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান!

আনন্দ ॥ এত স্পষ্ট করে এখনো ওকথা ভাবতে পারিনি, মানসী। তুমি আমায় ভাবিয়ে তুললে।

মানসী ॥ এড়িয়ে গেলে চলবে না; আপনাকে বলতে হবে।...আপনি শিক্ষিত, ভদ্র, বুদ্ধিমান; সবচেয়ে বড় qualification—আপনি দাদার বন্ধু। তবে কেন আপনি—

আনন্দ ॥ মানসী! আমার মধ্যে তুমি আর কিছু দেখতে পাওনি?

মানসী ॥ আনন্দদা, কেন আপনি আমাদের ছেড়ে ওদের সঙ্গে যেতে চাইছেন? আমরা কি আপনাকে কিছুই দিতে পারি না?

আনন্দ ॥ পার। অতীন ইচ্ছে করলে আমাকে টাকার বাণ্ডিলে মুড়ে রাখতে পারে। কিন্তু তাতে আমার খিদে মিটবে না যে। আমার যে আরও অনেক কিছু পাওয়ার আছে, মানসী।

মানসী ॥ আমি দিতে পারি না?

আনন্দ ॥ হয়তো পার।

মানসী ॥ 'হয়তো' কেন?

আনন্দ ॥ তুমি তো তোমার দাদার বোন।

মানসী ॥ ( উঠে দাঁড়ায় ) বিশ্বাসঘাতক!

আনন্দ ॥ ( ঈষৎ ক্রুদ্ধ ) কেন বার বার ওই শব্দটা উচ্চারণ করছ? আমার মনকে আমি ঠকাইনি; বুদ্ধির প্যাঁচ খেলে মন্দকে ভাল বুঝে নিজেকে প্রতারিত করতে চাইনি। বিশ্বাসঘাতকতার কথা আসে কেন?

মানসী ॥ দাদার কাছে আপনার কোন দায়িত্ব নেই?

আনন্দ ॥ আছে। কর্মচারীর দায়িত্ব। যেদিন সে-দায়িত্ব পালনে নিজেকে অক্ষম মনে করব, নিজেই সরে যাব; আমাকে বলে দিতে হবে না।

মানসী ॥ আর আমি?

আনন্দ ॥ মানসী, জীবনটা অনেক বড়। তুমি আর আমি—কে কোথায় ছিলাম। দুদিনের জন্যে দেখা হল। তুমি বললে তোমার কথা; আমি

বললাম আমার কথা। পরস্পরের কাছে এলাম। কিন্তু এখানেই যদি শেষ হয়, আবার যদি দুজনে দুদিকে ছিটকে যাই—

মানসী ॥ ( হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে ) কেন আপনারা বার বার আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন ? কী করেছি আমি ?

আনন্দ ॥ কিছু করনি মানসী ; কিন্তু তবু এমন হয়। দেখলে না, তোমার দাদা নেশার ঘোরে আমাকে দেখল—ভিখিরীর মতো পোশাক পরে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছি ! এক কোপে আমার মুণ্ডটা কেটে ফেলতে চেয়েছিল !

মানসী ॥ ( আর্তস্বরে ) না—।...আনন্দদা, আপনি ওদের ছেড়ে আমাদের কাছে ফিরে আসুন। দাদা আমাদের কথা শুনবে। আপনি যদি বলেন, আমি যদি বলি,—দাদা নিশ্চয়ই রাজী হবে। আমাদের অনেক টাকা। চলুন, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

আনন্দ ॥ আমি কোথায় যাব ! কোথায় আছি, তাই তো এখনো জানি না।

( রাজেন কখন তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—এরা লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ মানসী তাকে দেখতে পায়, আঁৎকে ওঠে। )

মানসী ॥ কে ওখানে ! ( ধীরে ধীরে রাজেন এগিয়ে আসে। দুজনকে ভাল করে দেখে। )

রাজেন ॥ একটা কথা মনে হচ্ছিল।...আচ্ছা, আমি তো এখনো বেঁচে আছি। তাই না মানসী ?

মানসী ॥ দাদা !...( রাজেনকে ) আপনি কেন এখানে এসেছেন ? ( আনন্দর মুখের দিকে তাকায়—একটুক্ষণ চেয়ে থাকে—তারপর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে ভিতরে প্রস্থান। )

( রাজেন দরজা পর্যন্ত মানসীর পিছনে পিছনে যায় )

রাজেন ॥ ( মানসীর উদ্দেশ্যে ) দূর ! ( নিজের ঘরে ফিরে যায় )

( আনন্দ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ভিতর থেকে পা টিপে টিপে প্রবেশ করে রক্ষিত। ভাল করে চারদিকটা দেখে নেয়। আনন্দর কাছে আসে। )

রক্ষিত ॥ স্যার !

আনন্দ ॥ ( প্রথমটা চমকে ওঠে ) ও, আপনি ?···এত রাত্রে—হঠাৎ ?

রক্ষিত ॥ ভেতরের ঘরে সায়েবের সঙ্গে বসে কাজ করছিলাম।

আনন্দ ॥ এত রাত্রে···কী কাজ ?

রক্ষিত ॥ অফিসের কাজ।

আনন্দ ॥ অফিসের কাজ !...সায়েব কী করছে ?

রক্ষিত ॥ বেজায় মাল খেয়েছেন তো। কথা বলতে বলতে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।···একটা কথা বলব ?

আনন্দ ॥ তার আগে বলুন, লক্ষ্মণের পাঞ্চ-কাড এখনো ফেরত দেননি কেন ?

রক্ষিত ॥ সায়েবের মানা আছে।—এদিকে আসুন !...আচ্ছা আপনিই বলুন, আমি "মজুর মজুর" বলে চেল্লাই না বলে মনে মনে কি ওদের ওপর আমার কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না ? আসলে আমিও তো মজুর,—মাথা খাটাই।—আপনি কাল ইউনিয়নের মিটিং-এ বক্তৃতা দেবেন ?···ভাবছেন, এ খবর আমি পেলাম কোত্থেকে ? আমি সব জানি ; সায়েবের সঙ্গে সঙ্গে থাকি তো !

আনন্দ ॥ আমিও সব জানি।

রক্ষিত ॥ জানবেনই তো। আপনার মতো বুদ্ধিমান লোক···( ভিতরের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখে আসে কেউ শুনছে কি না ) আপনাকে দেখে হিংসে হয়। টাকা-বাড়ি-গাড়ি-আরও কত কী—সব লোভ ত্যাগ করে আপনি—

আনন্দ ॥ রাজেনকে চেনেন ?

রক্ষিত ॥ আজ্ঞে ! ও, হ্যাঁ ; চিনি। কিন্তু ওর কথা ভেবে আপনি যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যান, তাহলে আমাদের মতো দুর্বল মানুষগুলো কার ওপর ভরসা করব বলুন !···আপনি নিশ্চয়ই এসব কথা সায়েবের কানে তুলবেন না ?

আনন্দ ॥ নাঃ।

রক্ষিত ॥ আমি জানি। আর তাই তো আমরা আপনাকে এত শ্রদ্ধা করি। মজুরদের সর্বনাশ করার জন্যে ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কী সব ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আপনি জানেন তো ?

আনন্দ ॥ জানি।

রক্ষিত ॥ আপনি বলুন ; মিটিং-এ সব কথা খুলে বলুন। আপনি যত বলতে পারবেন, এত আর কেউ পারবে না। ওরা জানে কতটুকু ?—আপনি বলুন।

আনন্দ ॥ তাতে যদি আমার রাজেনের দশা হয় ?

রক্ষিত ॥ ভয় পাচ্ছেন ?

আনন্দ ॥ বুঝতে পারছি না। একবার মনে হয়, আমার ভয় করছে, আর এগোতে পারব না ; আবার ভাবি—ভয় কী ? এগিয়ে গেলেই তো ওদের আমি সঙ্গে পাব।

রক্ষিত ॥ ঝেড়ে ফেলুন। এই দো-টানার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করুন।··· ( দীর্ঘশ্বাস ফেলে ) নিজের কথা ভেবে লজ্জা হয়, স্যার। কিন্তু কী করব ! এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছি···ছেলে-মেয়ে-বউ-সংসার, এই ধোপ-দুরস্ত সাজ-পোশাক। চোখ মেলে যে তাকিয়ে দেখব, তার অবকাশটুকু পর্যন্ত পাই না।

আনন্দ ॥ আশ্চর্য লাগছে আপনার কথা শুনে। আপনি—রক্ষিতবাবু···

রক্ষিত ॥ বিশ্বাস করতে পারছেন না ?

আনন্দ ॥ না না, তা নয়।

রক্ষিত ॥ আপনি কিন্তু থেমে থাকবেন না, স্যার। এগিয়ে যান। ওরাই আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

( অতীনের প্রবেশ )

অতীন ॥ রাত হয়েছে। আপনি এখন যান, রক্ষিতবাবু।

( দুজনে চমকে তাকায়। রক্ষিতের প্রস্থান )

—কি ঠিক করলি আনন্দ ?

আনন্দ ॥ রক্ষিত কী বলে গেল ?

অতীন ॥ বুঝিসনি ? তাহলে ডেকে জিজ্ঞেস কর। এখনো বেশি দূর যায়নি।

( আনন্দ একবার বাইরের দিকে, একবার অতীনের দিকে তাকায়। মুখে-চোখে বিচিত্র হাসি ফোটে। )

আনন্দ ॥ না ; বুঝতে পেরেছি।

অতীন ॥ তুই বুদ্ধিমান,—বুঝবি না কেন ?···উফ্! সন্ধ্যে থেকে এত খেয়েছি, মাথা খাড়া রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

আনন্দ ॥ ঘুমোচ্ছিলি ?

অতীন ॥ স্বপ্ন দেখছিলাম। চল আনন্দ,—কাল রোববার—আমরা কোথাও ঘুরে আসি। তুই, আমি আর মানসী ; সারাদিন বেশ হৈ হৈ করে—

আনন্দ ॥ কাল তো যাওয়া হবে না !

অতীন ॥ কেন আনন্দ ?

আনন্দ ॥ একটু কাজ আছে।

অতীন ॥ থাক কাজ। তুই চল।—যাবি না ?

আনন্দ ॥ আর কাউকে সঙ্গে নে।

অতীন ॥ কাকে নেব ?

আনন্দ ॥ অত লোক আছে তোর।

অতীন ॥ কেউ নেই। ·····হাজারটা পরিচিত লোকের মধ্যে একজনের সঙ্গে বন্ধুতা হয়। সেটা কি এমনি ?···আনন্দ! তোর জন্যে আমি সব পারি।···এর—এর তো কোন যুক্তি নেই। আমার friends আছে, colleagues আছে, আমার club আছে, পার্টি আছে,—but I find nowhere a man like আনন্দ।

আনন্দ ॥ A compliment.

অতীন ॥ তুই যাবি তাহলে ?

আনন্দ ॥ বললাম যে, কাজ আছে।

অতীন ॥ আচ্ছা, তাহলে তুই দেখ, আমি তোর জন্যে কিছু করতে পারি কি না।—তোরা চাস, আমি worker-দের দাবীগুলো সব মেনে নি। এই তো? ঠিক আছে। তুই ডাক তোর হারানবাবুকে। আমি তোর সামনে তাদের major দাবী মেনে নিয়ে agreement সই করে দিচ্ছি। Worker-রা খুশি হবে।

আনন্দ ॥ তাতে আমার কী হবে ?

অতীন ॥ বুঝলাম না। আবার বল। ( আনন্দ জবাব দেয় না ) আচ্ছা বেশ, তাহলে বল—মানসীকে তুই ভালবাসিস ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, বাসি।

অতীন ॥ ও-ও তোকে ভালবাসে ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ।

অতীন ॥ বেশ। তাহলে বিয়ে কর। তারপর তোদের ইচ্ছেমত industry-তে টাকা খাটা, Business Project গড়ে তোল। যেমন করে খুশি খরচ কর—টাকার অভাব হবে না। মানসীর অনেক টাকা।...কি হল, এ-ও পছন্দ হল না? তাহলে আমি তোর জন্যে কী করতে পারি বল!

আনন্দ ॥ কিছু করতে হবে না, অতীন। শুধু আমাকে আমার পথে চলতে দে।

অতীন ॥ কোন্ পথ ? ( আনন্দ নির্বাক। অতীন চিৎকার করে ) তুই কি মনে করিস, আমি কিছু বুঝি না ! You want to identify yourself with those slaves. নিজেকে ওদের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাস। But it is not so easy job, my dear comrade.

আনন্দ ॥ জানি ; পথ বন্ধুর। কিন্তু সেই যে একদিন বলেছিলাম—আমার বুদ্ধি ও বোধকে একখানে মিলিয়ে দিয়ে পুরো মানুষ হওয়ার সুযোগ পেলে আমি তা হাতছাড়া করব না। আজ সুযোগ পেয়েছি। বলতে পারিস—সুবর্ণসুযোগ। ছাড়া উচিত কী ?

অতীন ॥ তোর হৃদয় নেই ?

আনন্দ ॥ নিশ্চয়ই আছে ! বিরাট হৃদয়ের মালিক আমি।

অতীন ॥ তাহলে আমার জন্যে তোর কষ্ট হয় না ?

আনন্দ ॥ হয়।

অতীন ॥ তবে কেন নিজের সর্বনাশ করেও আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে চাস ? ( আনন্দ নিরুত্তর ) আমি মরলে তুই কি খুশি হস ?

আনন্দ ॥ নাঃ।

অতীন ॥ তাহলে তুই মরলে কি আমি খুশি হব ?

আনন্দ ॥ বোধহয় না। কিন্তু খুশি-অখুশির তো প্রশ্ন নয়, অতীন। লড়াই যখন বেধেছে, তখন হয় মরো, নয় মারো—এই তো নিয়ম।

অতীন ॥ ( আচ্ছন্নের মত আবৃত্তি করে ) এই নিয়ম…এই তো নিয়ম… হয় মারো, নয় মরো—

আনন্দ ॥ কাল ইউনিয়নের মিটিং-এ আমি বক্তৃতা দেব।

অতীন ॥ কী বলবি ?

আনন্দ ॥ এখনো ঠিক করিনি। তবে বিনোদ-ইদ্রিস,—মানে তুই যাতে জিততে না-পারিস—

অতীন ॥ ( বাধা দেয় ) ব্যস !…মাননী, দেখে যা, আনন্দ আমাকে খুন

করতে চাইছে।…But what do you think of me? আমার হাতে খোলা তলোয়ার; আমি শক্ত ঘোড়ার ওপর বসে আছি; পিছনে আমার বিরাট বাহিনী।…আনন্দ, ওই ভিখিরীর পোশাকে তুই আমার পথ আগলে দাঁড়াস না। ফিরে আয়…আমি তোকে বুকে করে রাখব, আনন্দ—

আনন্দ॥ আমি যাচ্ছি অতীন। আবার হয়তো দেখা হবে— (প্রস্থান)

অতীন॥ না…আনন্দ, আমার পথ ছেড়ে দে…তুই সরে আয়…(প্রায় ভেঙে পড়ে) (ভিতর থেকে নকুলের প্রবেশ)

নকুল॥ (অতীনের কাছে যায়) স্যার!

অতীন॥ (কষ্টে নকুলের দিকে মুখ তুলে তাকায়) আনন্দ, অমন করে আমার পথ আগলে দাঁড়াস না…আমার হাতে খোলা তলোয়ার, এক কোপে তোর মুণ্ডটা ধড় থেকে আলাদা করে দেব। তুই সরে আয়।… সরবি না? ঠিক আছে। (উঠে দাঁড়ায়; চেয়ারটা ঠেলা লেগে কাৎ হয়ে পড়ে, অতীন সোজা হয়ে দাড়াবার চেষ্টা করে) কোই হ্যায়?… Kill or be killed…না, আমি মরব না…কোই হ্যায়?

নকুল॥ (অতীনের আরো কাছে যায়; শয়তানের দৃষ্টি ওর চোখে) আমি যাব স্যার?

(অতীন এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর ক্রোধ, ক্ষোভ ও বেদনার আর্তিতে একটা চিৎকার করে টেবিলের কোণা ধরে ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে। নকুলের চোখে শ্বাপদের হাসি ফোটে। ছুটে নকুলের প্রস্থান)

অতীন॥ (মস্তকণ্ঠে আচ্ছন্নের মত আবৃত্তি করে চলে) আমি জানি না… আমি জানি না…

**পর্দা**

## ষষ্ঠ দৃশ্য

[ ইউনিয়ন অফিস। নিত্য ও নকুল বাদে সবাই উপস্থিত। পর্দা ওঠার আগে থেকেই একটা হট্টগোল—অনেকেই একসঙ্গে কথা বলছে। ]

নিবারণ ॥ কমরেড্‌স্! সবাই একসঙ্গে কথা বললে আমার পক্ষে মিটিং চালানো সম্ভব নয়। আপনারা একজন একজন করে বলুন।

ইদ্রিস ॥ ওই এককথা আবার নতুন করে বলতে হবে নাকি?

বিনোদ ॥ আমরা জানতে চাই, কোম্পানীর দালাল অ্যাসিট্যান্ট লেবার অফিসার, মালিকের বিশিষ্ট বন্ধু আনন্দবাবুকে কমিটির মিটিং-এ বক্তৃতা দেবার জন্যে ডাকা হয়েছে কেন?

( সমর্থনসূচক ধ্বনি )

নিবারণ ॥ হারানদা কিছু বলবেন?

হারান ॥ ( মাথা নিচু করে বসে ছিল। মুখ তোলে ) নকুল আসেনি, না?

বিনোদ ॥ নকুল আসা-না-আসার সঙ্গে আমার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই। কমরেড হারান জবাব দিন—কেন আনন্দবাবুকে ডাকা হয়েছে?

হারান ॥ নিত্য কোথায়?

রজনীবাবু ॥ তুমি কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ হারান।···আমি অবশ্য তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি না। তবু এ প্রশ্ন তো স্বাভাবিক। শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত যে-কমিটি, তার মিটিং-এ বাইরের লোক উপস্থিত থাকাটাই বাঞ্ছনীয় নয়,.. এ অবস্থায় তুমি তাকে একেবারে বক্তৃতা দেবার জন্যে আহ্বান জানিয়ে বসলে। তাও সে কোন্ লোক? ভাল-মন্দর কথা তুলছি না; কিন্তু বোসসাহেব এবং তার ভগ্নীর সঙ্গে আনন্দবাবুর

ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে যে-সব খবর আমাদের কানে আসে, তাতে কি আমরা তাকে সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে বলে মনে করতে পারি ?

হারান ॥ সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে আমরা কেউ নই রজনীদা। কিন্তু ওকথা থাক। —রাজেনকে আপনার মনে আছে ?

রজনী ॥ তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী ? সে ছিল আমাদের নিজেদের লোক—কমিটি মেম্বর।

হারান ॥ আর আনন্দ হল বাইরের লোক !

রজনী ॥ ঠিক। সে কেন আমাদের মিটিং-এ—

হারান ॥ আনন্দ এলে আপনারা দয়া করে তাকে দুটো কথা বলার সুযোগ দিন, তাহলেই বুঝতে পারবেন—কেন আমি তাকে এখানে ডেকেছি।

ইদ্রিস ॥ আপনি বলতে পারছেন না ?

ঠাকুর সিং ॥ শুন ভাই, আমার একটা কথা আছে। আনন্দবাবু এখানে যা কুছু বললেন, তা তো তুমি জান ?

হারান ॥ হ্যাঁ, জানি।

সিং ॥ তাহলে তুমিই বল না।

হারান ॥ দুর্ভাগ্য আমাদের।—আপনি আমাকে বলতে বলছেন ; কিন্তু বলুন তো, আমার কথা কি সবাই বিশ্বাস করবে ?

সিং ॥ কেন করবে না ? জরুর করবে। ( সবার দিকে ফিরে ) ক্যা ভাই, বলো।

বিনোদ ॥ বানানো গল্প না-হলেই বিশ্বাস করব।

সিং ॥ ( বিনোদকে ) এ তুম্ কেয়া বোলা ? সেক্রেটারীর কথা কভি ঝুট্ হতে পারে ?

বিনোদ ॥ আমি জানি না।

সিং ॥ তবে কেন ওকথা বললে ?

হারান ॥ কারণ আছে সিংজী।···জেল থেকে আর সবাইকে বাদ দিয়ে আমাকে হঠাৎ ছেড়ে দিল,—এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। বাইরে এসে আমি সাত তাড়াতাড়ি বোসসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছি, আর উনিও এক কথায় দেখা করতে রাজী হয়েছেন,—এর পিছনেও নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সবার ওপর, বিনোদ-ইদ্রিস-নকুল যখন এখুনি মালিকের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ বাধিয়ে দিতে চাইছে, আমি বাধা দিচ্ছি; ধৈর্য ধরার কথা বলছি। মজুর ইউনিয়নের নেতা হয়ে আমি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে চাই, এর চেয়ে বড় সন্দেহের কারণ আর কী থাকতে পারে?···সুতরাং, আনন্দর কথা যদি আমি বলতে চাই তাহলে তা গল্পের মত শোনাবে। আর তাই বোধহয়—

বিনোদ ॥ কথাগুলো কী সত্যি নয়?

হারান ॥ সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা সবার থাকে না, বিনোদ।

নিবারণ ॥ আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না কমরেড্‌স্। ধরুন, আনন্দবাবু যে-পজিশনে কাজ করেন বা তাঁর সঙ্গে বোসসাহেবের যে সম্পর্ক, তাতে এমন অনেক খবর তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; অথচ সেগুলো আমাদের জানা দরকার; কারণ, আমরা আন্দোলনের কথা ভাবছি। এই অবস্থায় হারানদা যদি আনন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েই থাকেন ওই খবরগুলো আমাদের বলার জন্যে—

ইদ্রিস ॥ আপনি বলছেন, আনন্দবাবু কোম্পানীর ঘরে ইউনিয়নের, মানে আমাদের দালাল?

রজনী ॥ 'দালাল' শব্দটা এক্ষেত্রে উচ্চারণ না-ই বা করলে ইদ্রিস।

ইদ্রিস ॥ কেন করব না? আনন্দবাবু কোম্পানীর ভেতরের খবর আমাদের জানাবে বলে হারানদাকে বুঝ দিয়েছে; আমরা ধরে নিয়েছি—তিনি আমাদের লোক। কিন্তু আসলে তিনি যে বোসসাহেবের হাত শক্ত

করার জন্যে ভড়কী দিয়ে ইউনিয়নের ভেতরের খবর জানতে চাইছেন না, তার প্রমাণ কী ?

নিবারণ ॥ প্রমাণ যদি তিনি হাজির করেন ?

ইদ্রিস ॥ আমি বিশ্বাস করি না।

হারান ॥ আসলে তুমি মানুষটাকেই বিশ্বাস কর না।

ইদ্রিস ॥ করি না-ই তো।—রোজ সন্ধ্যের পর বোসসাহেবের সঙ্গে এক টেবিলে বসে মদ খাবেন, তার বোনের সঙ্গে প্রেম করবেন, রক্ষিত তার বড় অফিসার হয়েও তাকে 'স্যার স্যার' বলে সেলাম ঠুকবে,—তবু আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, আনন্দবাবু আমাদের লোক ?

হারান ॥ কি হলে বিশ্বাস করবে, আমাকে বল তো ইদ্রিস। আজ যদি দেখ যে, বোসের সঙ্গে আনন্দর বিরোধ বেধেছে, এতকালের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে অস্বীকার করে সে বোসকে শত্রু বলে ঘোষণা করছে,—তাহলে তাকে বিশ্বাস করতে পারবে ?

ইদ্রিস ॥ ওসব ঢং।

হারান ॥ (ক্রুদ্ধ-বিরক্ত) তাহলে কি তাকে জান দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, সে তোমাদের শত্রু নয় ? (সামলে নেয়) আমি জানি, এতেও হবে না। বিশ্বাস তুমি কাউকে কর না। বোধহয় নিজেকেও না।... ঠিক আছে। আনন্দ এলে তাকে বলে দেব—তার কিছু বলার নেই ; আমরা তার কথা শুনব না।

রজনী ॥ কিন্তু তার আগে···আমি বলেছিলাম— (দ্রুত নিত্যর প্রবেশ)

নিত্য ॥ হারানদা !···হারানদা, শীগগির—

হারান ॥ কি হয়েছে !

নিত্য ॥ আসুন— (হারান ও নিত্য বাইরে যায়। সবাই দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে হারানের পুনঃপ্রবেশ।)

হারান ॥ নিবারণ! একটা খবর পেলাম···আমি আসছি—

রজনী ॥ কী হয়েছে হারান?

হারান ॥ জানি না। (দ্রুত প্রস্থান। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে)

তেওয়ারী ॥ (ঠাকুর সিংকে) কেয়া হুয়া?

বিনোদ ॥ কি আবার হবে! দেখলে না, কেমন কোণ্ঠাসা হয়ে পড়েছিল? দম নিতে গেল।...এবার একটা এস্পার কি ওস্পার। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জবাবদিহি করতে হবে।

তেওয়ারী ॥ সাচ্ বাত্।

সিং ॥ দেখো তেওয়ারী, আগে বাঢ়ো, লেকিন জেরা সাম্হাল্কে, নহী তো গির পাড়োগে।

রজনী ॥ নিবারণ!

সাধু ॥ শালা, ইউনিয়নটা এইভাবে বরবাদ হয়ে যাবে. আমরা ঠেকাতে পারব না?

রজনী ॥ কে বলেছে বরবাদ হয়ে যাবে?

সাধু ॥ বরবাদ হতে বাকি কী? কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। ঘরের লোককে সুযোগ পেলেই লেঙ্গী মারার চেষ্টা করি; বাইরের লোককে ভেতরে ডাকার সাহস নেই। লড়াইয়ের কথা বললে বলে, মালিক লড়াই চাইছে—সুতরাং তুমি মালিকের দালাল। সামনা-সামনি এখুনি লড়াই এড়িয়ে যেতে চাইলে বলে—সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা। কোন্টা ঠিক, কেউ জানে না। নিজেরা মারামারি করলে ইউনিয়ন টিকবে?

রজনী ॥ এটা না-টিকলে নতুন ইউনিয়ন তৈরি হবে।

সাধু ॥ তার মানে—আবার শুরু থেকে? কেন, আমরা কী এমন মাতব্বর এসেছি যে, সব কথা মজুরদের সামনে বলতে পারব না? ওরাই বলে দিক না, কোন্টা ঠিক।—ইউনিয়নটা বাঁচুক।

বিনোদ ॥ ওরা সব কথা বোঝে না সাধু।

সাধু ॥ কী বললে ?

বিনোদ ॥ সাধারণ মজুররা এসব কথা বুঝবে না।

সাধু ॥ তুমি বুঝি খুব অসাধারণ মজুর ?

বিনোদ ॥ (হেসে) তুই রেগে আছিস সাধু। আচ্ছা তুই বল, আমরা যে-জটের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি, সাধারণ মজুরদের মাথায় ওসব কথা ঢুকবে ?

সাধু ॥ (ক্রুদ্ধভাবে) নিজেকে বেশি ওস্তাদ মনে ক'র না বিনোদদা। তোমার-আমার চেয়ে ওদের মাথা অনেক সাফ। এই জট্ ছাড়িয়ে দিতে ওরাই পারে ; তোমার-আমার কম্মো নয়।···লীডার হয়েছে !

ইদ্রিস ॥ এই ! কী বললি ?

সাধু ॥ কিছু বলিনি।···বলছি, তোমরা লীডার হয়েছ ; আর মজুররা তাদের বুদ্ধির খোপ্‌ড়িগুলো সব তোমাদের কাছে বাঁধা রেখেছে।—বাঞ্চোৎ !

ইদ্রিস ॥ মুখ খারাপ করছিস কেন ?

সাধু ॥ বেশ করেছি শালা। তিনদিনে একটা আলোচনা শেষ করতে পারলাম না। কমিটি মেম্বর হয়েছে ! আমি থাকব না কমিটিতে। ডেকে ডেকে সবাইকে বলব : এই—এই কথা হচ্ছে এখানে ; তোরা শুয়োরের বাচ্চারা বলে দে—কোন্‌টা ঠিক ; আমরা কোন্ পথে চলব।

রজনী ॥ সাধু হঠাৎ ক্ষেপে গেলে কেন ?

সাধু ॥ এমনি দাদা।· ঘরে বউ-বাচ্চা পেট চিতিয়ে পড়ে আছে, আর আমরা এখানে দরজা বন্ধ করে তাদের স্বার্থ দেখার নামে ঢং করছি।···কেউ বাঁচবে না। আমরাও না, ওরাও না,—যদি না সোজা কথাটা সোজা করে বলতে পারেন।

রজনী ॥ ওইটাই বড় শক্ত কাজ সাধু।···নিবারণ, কি বল—আমি কী একবার বাইরে গিয়ে দেখব—হারান কোথায় গেল ?

( হারান ও নিত্যর প্রবেশ। একটু আগের সে হারান নয়, কোথায় যেন কি একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে তার। টেবিলটা ধরে একদৃষ্টে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। নিত্য এক কোণে গিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে )

—কী হয়েছে হারান? ( হারান তেমনিভাবে চেয়ে থাকে ; জবাব দেয় না ) কথা বলছ না কেন?

( হারান সবাইকে একবার ভাল করে দেখে নেয়, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ায় )

হারান ॥ ( উচ্চকণ্ঠে ) কমরেড্‌স্! আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল—দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনের কোন্ হাতিয়ারটি ব্যবহার করব। দাবীর সনদ পুরনো হয়ে গেছে কমরেড ; আমরা নতুন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি। জীবনটা রঙ্গমঞ্চ, আমরা অভিনেতা।…মিথ্যে কথা। অভিনয় না-করে আমরা যা, সেই কথা বলার সাহস আমাদের আছে কী?

রজনী ॥ হারান! কী হয়েছে তোমার? এভাবে কথা বলছ কেন?

হারান ॥ সংগ্রামী শ্রমিক মৃত্যুকে পরোয়া করে না, জীবনের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মৃত্যু যদি আসে, তাকে সে বরণ করে নেবে। কিন্তু আমরা? আমারা কী তার জন্য প্রস্তুত আছি?

সিং ॥ লেকিন তোমার কথা আমরা কুছু বুঝতে পারছি না হারান। কী বলছ? কী হয়েছে তোমার?

রজনী ॥ নিত্য জানে। ( নিত্যকে ) বল না কী হয়েছে!

নিত্য ॥ ( মাথা তোলে ) আমি—( আর বলতে পারে না, রুদ্ধ আবেগে আবার সে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে )

হারান ॥ ( নিত্যকে ধমক দেয় ) শান্ত হয়ে যদি বসতে না-পারিস, এখান থেকে চলে যা নিত্য। ( নিত্য কান্না রোধ করতে পারে না ; উঠে বাইরের দিকে পা বাড়ায়। রজনী ও ঠাকুর সিং বাধা দেয় )

রাজনী ॥ তুই বোস এখানে।···হারান! আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি কিছু একটা চেপে যাচ্ছ। কী হয়েছে নিত্যর, ও কাঁদছে কেন? তুমিই বা ওইভাবে কথা বলছ কেন?

সিং ॥ বোলো ভাই ; ছিপাও মাত্।

হারান ॥ কমরেড্স্! আমরা বোস-বেকেট কোম্পানীর শ্রমিকদের প্রতিনিধি ; তাদের স্বার্থরক্ষাই আমাদের কাজ। আমি বলেছিলাম—

বিনোদ ॥ আপনি কী বলেছিলেন, আমরা জানি। আসল কথায় আসুন না।

হারান ॥ বোসসাহেবের একটা ষড়যন্ত্র আমরা বানচাল করেছি, এখনো আমরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নামিনি।

ইদ্রিস ॥ কিসের ষড়যন্ত্র? খুলে বলুন ; আমরা জানতে চাই।

হারান ॥ কিন্তু কমরেড্স্! ওরা চায় আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে ; ওরা আশা করে, সামনা-সামনি লড়াই বাধলে ওরা আমাদের হারিয়ে দেবে।

রজনী ॥ আমরা কী করব?

হারান ॥ কোম্পানী উনিশজনকে ছাঁটাই নোটিশ দিয়েছে, তেরজনকে লে-অফ্ করেছে। দরকার হলে আরও করবে।—আসছে হপ্তা থেকে Production Bonus পাঁচ পার্সেণ্ট কমিয়ে দিয়েছে। দরকার হলে আরও কমাবে।

বিনোদ ॥ এ খবর আপনি পেলেন কোত্থেকে? আমরা তো কিছু জানি না!

হারান ॥ জানা উচিত ছিল। ( বিনোদ-ইদ্রিসকে হাত দিয়ে নির্দেশ করে ) আপনাদের বলছি। এ খবর তো আপনাদেরই সবার আগে জানার কথা। ( ঈষৎ গুঞ্জন ) কিন্তু আমরা এখন কী করব?

সাধু ॥ বল বিনোদ—আমরা এখন কী করব!

বিনোদ ॥ আমি কেন? হারানদাই বলুক।

( মত্ত অবস্থায় লক্ষ্মণের প্রবেশ )

লক্ষ্মণ ॥ আমি···আমি যখন দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, তখন আমি জ্যান্ত। যখন আমি শিরদাঁড়া সোজা করে বসে থাকি, তখনও আমি জ্যান্ত। কিন্তু তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়, তখন?

বিনোদ ॥ এ কী! এখানে মিটিং হচ্ছে; মাতলামী করার জায়গা নয়।··· ইদ্রিস, বের করে দে তো ব্যাটাকে।

লক্ষ্মণ ॥ ( ফুঁসে ওঠে ) চোপ্ শালা। ( বিনোদের মুখোমুখি হয় ) ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখনি!···আমি তোর মুণ্ডুটাকে এম্‌নি করে ছিঁড়ে ফেলতে পারি, জানিস!

বিনোদ ॥ আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। এভাবে আমাদের মিটিং বানচাল করবে, আর—

লক্ষ্মণ ॥ ( বিনোদের মুখের দিকে তাকিয়ে ) ইস্! কী কুশ্রিৎ!

হারান ॥ লক্ষ্মণদা বাইরে যাও। আমরা মিটিং করছি।

লক্ষ্মণ ॥ বাইরে আমার ভয় করে; তাই তো ঘরে চলে এলাম। জান হারান, আমার ছোটোটা হাউমাউ করে কেঁদে বললে, 'কাকু কই?' বউ মাটিতে মাথা ঠুকে বললে—'কেন এমন হয়?'···এই! এই! শোধ নিতে পারবে? তোমাদের বলছি—শোধ নিতে পারবে তোমরা? আমি জানি···( বাইরে কি যেন শুনতে পায় ) কে! কে ডাকে! দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি— ( প্রস্থান )

বিনোদ ॥ যত ফাল্‌তু—

তেওয়ারী ॥ কুছ্ সমঝ্‌মে নেই আতা—

হারান ॥ কমরেড্‌স্! আমরা হরতাল করব। ছাঁটাই করা চলবে না। বোনাস কাটা চলবে না।

রজনী ॥ হরতাল! কিন্তু হরতালের কথা বললে যদি Lock-out করে দেয়?

হারান ॥ শক্তি পরীক্ষা হবে। ওদের Lock-out আর আমাদের ধর্মঘট।—পারবেন না?

( কয়েক মুহূর্ত সবাই নিস্তব্ধ )

বিনোদ ॥ ( হঠাৎ চিৎকার করে শ্লোগান দিয়ে ওঠে ) ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ! ( উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ায় ) চল ইদ্রিস; খবরটা সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে।…মাপ করবেন হারানদা। আমি ভেবেছিলাম, জেল খেটে এসে আপনি সত্যিই নরম হয়ে পড়েছেন। বুঝতে পারিনি।…কমরেড হারান জিন্দাবাদ! ( ইদ্রিসকে ) কী হল, চল! আয় সাধু—

( বিনোদ প্রস্থানোদ্যোগ। নিত্য লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় )

নিত্য ॥ খবরদার!…তুমি যেতে পাবে না…মিটিং এখনো শেষ হয়নি।

( বিনোদ ঘুরে নিত্যকে দেখে, অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করে আবার বাইরের দিকে পা বাড়ায় )

হারান ॥ ওদের যেতে দিও না তেওয়ারী। মিটিং এখনও শেষ হয়নি।

( তেওয়ারী ছুটে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ায় )

তেওয়ারী ॥ ( বিনোদকে ) বসেন।

বিনোদ ॥ কেন!··এ কী জুলুম নাকি?

তেওয়ারী ॥ ( বিনোদের কাঁধে হাত রাখে ) বসেন, বসেন।

বিনোদ ॥ ( অনিচ্ছাসত্ত্বে বসে ) এ বড় মজার ব্যাপার! ইচ্ছে না-থাকলেও আপনারা জোর করে মিটিং করাবেন?

হারান ॥ কমরেড বিনোদ! আনন্দ আর মিটিং-এ আসবে না।…কেন জানেন?

বিনোদ ॥ বাঃ! আনন্দর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

হারান ॥ ইদ্রিস! তুমি জান? (ইদ্রিস মাথা নাড়ে) নকুল মিটিং-এ এলো না কেন?

রজনী ॥ হারান—

হারান ॥ ওদের বলতে দিন, দাদা।

বিনোদ ॥ নকুল কেন মিটিং-এ এলো না, তার আমরা কী জানি! তাকেই জিজ্ঞেস করবেন।

হারান ॥ নকুল কোথায়?

বিনোদ ॥ এ তো বড় মজার ব্যাপার! আমাদের মাথার ওপর ছাঁটাইয়ের খাঁড়া ঝুলছে; বোনাস কাটার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমরা হরতালের প্রস্তাব নিয়েছি। তাকে কিভাবে সফল করব, সে আলোচনা না করে আপনারা ফাল্‌তু কথা—

হারান ॥ বল না, নকুল কোথায় তোমরা জান কি?

(লক্ষ্মণের পুনঃপ্রবেশ)

লক্ষ্মণ ॥ আমি দেখে এসেছি হারান। ওই সুন্দর মুখখানা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে আছে। পিঠের এইখানে এতখানি লাল-লাল চাপ-চাপ দাগ—

(কামিনীর প্রবেশ)

কামিনী ॥ (লক্ষ্মণের হাত ধরে) তুমি না।·· তুমি এস।

লক্ষ্মণ ॥ আচ্ছা।

(দুজনের প্রস্থান)

হারান ॥ তাহলে তোমরা বলছ, নকুল কোথায় তোমরা জান না!

বিনোদ ॥ (ইতস্তত করে) বললাম তো, জানি না।

হারান ॥ শুনুন কমরেড্‌স্। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর এখানে এসে আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের সামনে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। দেশজোড়া মন্দার ফলে কোম্পানীর হাতে কাজ কম।

মালিকের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। এক—কিছু লোককে ছাঁটাই করা অথবা কারখানা লক্‌-আউট করা। কিন্তু এপথে আইনের কিছু বাধা আছে। সেই বাধা অপসারণের জন্য মালিক অন্য পথটি বেছে নিল।···আপনারা হয়তো জানেন, ইউনিয়নের সঙ্গে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ নেই। কেন নেই, কবে থেকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অথবা এর জন্য দায়ী কে,—সে আলোচনায় আমি যাব না; কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন—আমরা বালির বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। ক'দিন হল আমি এসেছি; কিন্তু ইউনিয়ন অফিসে মিটিং-এর সময় এই ক'টি চেনা মুখ ছাড়া আর কোন মজুরকে আমি দেখতে পাইনি। এর কারণ কী? মালিক বোসসাহেব কী চেয়েছিলেন, এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হোক? এবং আমাদের মধ্যে কেউ কি সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে মালিকের সেই ইচ্ছা পুরণের কাজে সহায়তা করেছেন? আমি জানি না। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়।

বিনোদ॥ কী বলছেন···ভেবে বলবেন কমরেড।

হারান॥ ছাঁটাই, লে-অফ্ বা লক্‌-আউটের ঝুঁকি না-নিয়ে কোম্পানী চেয়েছিল, ইউনিয়ন তার মদত্ করুক। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। মজুরদের মধ্যে সাংগঠনিক চেতনার অভাব। নেতৃত্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন। শ্রেণী হিসেবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্যে আমরা যে নিয়মিত সভা-বৈঠক চালু করেছিলাম—সেটাও বন্ধ। ফলে, আমার মনে হয়েছিল, বোস-বেকেট ওয়্যার্কার্স ইউনিয়নের সাইনবোর্ড থাকলেও কার্যত তার কোন অস্তিত্ব নেই।

বিনোদ॥ আমি একথার প্রতিবাদ করি। 'ইউনিয়নের অস্তিত্ব নেই' বলে আপনি যদি প্রমাণ করতে চান—আমরা সব অপদার্থ, আপনি ফিরে এসে আবার সব ঠিক করে দিচ্ছেন—

হারান ॥ আপনি অপদার্থ, একথা আমি বলিনি। কিন্তু Acting Secretary হিসেবে গত আটমাসে আপনি একটার বেশি মিটিং ডাকতে পারেননি কেন? প্রয়োজন হয়নি। আমিও তা-ই বলছিলাম। মালিক বুদ্ধিমান;—এই অসংগঠিত মজুরদের যদি কোনরকম সংঘর্ষে নামিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাকে ছাঁটাই, লে-অফ্ অথবা লক্-আউট্ করতে হয় না, অথচ সংঘর্ষের ফলে কারখানা বন্ধ থাকলে সঙ্কটকালে একটু দম ফেলার অবকাশ পাওয়া যায়। এবং দুর্ভাগ্য আমাদের; ইউনিয়নের কেউ কেউ সব বুঝে অথবা না-বুঝে ধর্মঘটের আওয়াজ দিয়ে বসেছিলেন। ফলে কি হত? ধর্মঘট বেশ কিছুদিন চালু রাখতে পারলে মজুরদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হতে পারত। লাগাতার লড়াইয়ের জন্যে তারা প্রস্তুত না-থাকার ফলে এই হতাশাকে কাজে লাগিয়ে সহজেই ইউনিয়ন-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা যেত। এবং বিক্ষুব্ধ মজুরদের নিয়ে একাধিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠাও অসম্ভব ছিল না। সর্বোপরি, মালিক একটি গুণ্ডা-বাহিনীর সাহায্যে ইউনিয়ন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ মজুরদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে সবক'টা ইউনিয়নকেই বেশ কিছুদিনের জন্য অকেজো করে রাখতে পারত।...এইটাই ছিল বোসসাহেবের রণনীতি। অথচ আমাদের কেউ কেউ—

ইদ্রিস ॥ এত কথা আপনি জানলেন কোত্থেকে? বোসসাহেব নিশ্চয়ই তাঁর মতলবের কথা আপনাকে বলেন নি?

হারান ॥ না। আপনাকে বলেছেন কি না, জানি না; কিন্তু আমাকে বলেন নি।

বিনোদ ॥ তার মানে! আপনি কী বলতে চান?

হারান ॥ কমরেড্‌স্! আমি জানতাম, আমরা চাই-না-চাই, লড়াই বাধবে। তাই প্রস্তুতির জন্যে একটু সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু বিনোদ-ইদ্রিস চাইছিলেন—এখুনি ধর্মঘট হোক।...কেন চাইছিলেন? বোসসাহেব বলেছিলেন, তাই?

( বিনোদ-ইদ্রিস হৈ হৈ করে ওঠে—"তীব্র প্রতিবাদ করি," "আমাদের অপমান করা হচ্ছে," "দালাল—" ইত্যাদি। আরও কয়েকজন একসঙ্গে কথা বলে ওঠে। তেওয়ারী উঠে সবাইকে শান্ত করে। বিনোদ-ইদ্রিস গজগজ করতে করতে বসে )

হারান ॥ কমরেড আনন্দকে আপনারা—

বিনোদ ॥ ওই দেখুন, একটা দালাল, মালিকের পা-চাটা কুত্তাকে 'কমরেড' বলা হচ্ছে।

হারান ॥ ( হুঙ্কারের মত শোনায় ) বিনোদ! ওর সম্পর্কে আর একটা খারাপ কথা উচ্চারণ করলে ঘাড় ধরে আমি তোমাকে বস্তির মজুরদের সামনে নিয়ে হাজির করব। তখন তুমি ওদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে?···আমাকে একটু জল দাও নিবারণ। ( নিবারণ জল দেয়, হারান জল খায় ) মালিকের মতলবের কথা আমাকে বলেছিল কমরেড আনন্দ। আনন্দ বাইরের লোক; কিন্তু লোহা-পেটা রুক্ষ মজুরের চোখে আমি জল দেখে এসেছি কমরেড। বোস সাহেবের বন্ধুতা, মানসী দেবীর প্রেম, বিরাট ভবিষ্যত—সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে যে-মানুষ আমার শ্রমিকের মন জয় করতে পেরেছিল, বিনোদ-ইদ্রিস তাকে অবিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম,—আমি তাকে ভাল বেসে-ছিলাম। কী চেয়েছিল সে? জীবনে জীবন যোগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পথ বন্ধুর। হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল তাকে। কিন্তু আমরা কি—

বিনোদ ॥ আমাদের কি তাহলে এখন বসে বসে আনন্দ-মাহাত্ম্য শুনতে হবে?

হারান ॥ বিনোদ! তুমি জান, আনন্দ কোথায়?

বিনোদ ॥ আপনার বন্ধু; আপনিই জানেন।

হারান ॥ তুমি জান, নকুল কোথায়?

বিনোদ ॥ কেন বার বার এক কথা—

হারান ॥ বহুদিন ধরেই আমাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চালু রয়েছে। রাজেনের কথা আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। সেদিন আমরা বুঝতে পারিনি যে, শত্রুরা মিত্রের ছদ্মবেশে আমাদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আজ আর সে ভুল করব না।·· ষড়যন্ত্রের নায়ক বোসসাহেব ; এবং আমি অভিযোগ করছি—সেদিনও ছিল, আজও আছে···ইউনিয়ন কমিটির মেম্বর বিনোদ-ইদ্রিস-নকুল তাঁর প্রধান সহযোগী।

( বিনোদ-ইদ্রিস লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার শুরু করে। অন্যরাও কথা বলে। হট্টগোল )

হারান ॥ ( সবার উপরে গলা তুলে ) কমরেড্‌স্‌! আপনারা জানেন না··· কাল রাত্রে নকুল আড্ডি কমরেড আনন্দকে খুন করেছে।

( মুহূর্তে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ বিনোদ-ইদ্রিস ছুটে পালাতে যায়। শতেওয়ারী বিনোদকে ধরে ফেলে, কিন্তু ইদ্রিসকে ধরতে পারে না। স্তব্ধতা )

—আমি দেখে এসেছি কমরেড্‌স্‌। দু-নম্বর গেটের পাশে নালার মধ্যে আনন্দর মৃতদেহটা···মরা চোখদুটো চেয়ে আছে আকাশের দিকে।··· রাত্তির বারোটার সময় নকুল গিয়েছিল বোসসাহেবের কাছে ; ভেবেছিল—ইনাম পাবে। কিন্তু বোসসাহেব তাকে খুনী বলে ধরিয়ে দিয়েছে। ( নিত্য ডুকরে কেঁদে ওঠে ) থানায় বসে অনেক কথা বলেছে নকুল। আরও বলবে।··আমরা দাবী করি : ছাঁটাই নোটিশ তুলে নিতে হবে। আনন্দ-হত্যার পূর্ণ তদন্ত করতে হবে। আর মালিকের নুন খেয়ে যারা বারে বারে আমাদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এভাবে আঘাত হানছে, শেষবারের মতো সেইসব বিশ্বাসঘাতকদের—

( উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় রাজেনের প্রবেশ )

রাজেন ॥ আসতে পারি ?···পালিয়ে এসেছি। আর ওখানে যাব না।

বিনোদ ॥ ছোড় দো তেওয়ারী—

হারান ॥ আমি অভিযোগ করছি, বিনোদ-ইদ্রিস-নকুলের মতো আজও যারা আমাদের মধ্যে—

( হঠাৎ আলো নিভে যায় )

—এ কী! ( চিৎকার করে ) কমরেড্স্! ওরা আলো নিভিয়ে দিয়েছে···হামলা করবে—

( বাইরে পটকার আওয়াজ। অন্ধকারে মনে হয়, লাঠি-সোটা নিয়ে কিছু লোক ভিতরে ঢুকে পড়েছে। লাঠির শব্দ। হৈ চৈ। আর্তনাদ। "ইনকিলাব" ধ্বনি। কিছুক্ষণ এইভাবে চলে। তারপর ঈষৎ শান্ত হয়। Internationale যন্ত্রসংগীত )

## নিষ্প্রদীপ

[ Internationale যন্ত্রসংগীত শেষ হলে আলো জ্বলে। ওই একই দৃশ্য—ইউনিয়ন অফিস। টেবিল-চেয়ার-র‍্যাক একটু এদিক-ওদিক করে সাজানো হয়েছে। উপস্থিত—হারান—তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, নিত্য, রজনীবাবু ও রাজেন। সময়—পড়ন্ত বিকাল ]

হারান ॥ নিত্য! তুই যে এখানে এসে বাসা নিলি, ঘরের লোক রাগ করবে না ?

নিত্য ॥ ( সামনে পোষ্টারের কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে ) করুক গে।

হারান ॥ কেয়ার করিস না, না ?

নিত্য ॥ নাঃ।

হারান ॥ একা থাকিস...যদি ওরা আবার সেদিনের মতো হামলা করে ?

নিত্য ॥ লড়ে যাব।

হারান ॥ ঠেকাতে পারবি ?

নিত্য ॥ না-পারি—( থেমে যায়, হেসে ফেলে ) জানেন হারানদা, মরার কথা ভাবতে এখন আর ভয় করে না।

( রজনীবাবু দু-একটা ফাইল উলটে-পালটে দেখছিল )

রজনী ॥ ( ফাইল গুছিয়ে নিয়ে ) হারান, আমি আর দেরি করব না। লেবার কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে তারপর যাব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। নকুল মহারাজ যা যা বলেছেন, তাতে এখন কোন concrete step নিতে তাঁর অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। Commission বসাবার যথেষ্ট ground তৈরি হয়েছে। না কি, বল !

হারান ॥ ইচ্ছে করলে অনেক আগেই বসাতে পারত।

রজনী ॥ ডেমক্র্যাসি রে ভাই—সবার স্বার্থ দেখতে হবে। আচ্ছা, এই ননসেন্স আর ক'দ্দিন চলবে, বলতে পার ?

হারান ॥ ( হেসে ) আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, দাদা।

রজনী ॥ হ্যাঁ, যাই—

হারান ॥ পথে যদি কারুর সঙ্গে দেখা হয়, পাঠিয়ে দেবেন।

রজনী ॥ আচ্ছা। ( প্রস্থানোদ্যোগ )

হারান ॥ পকেটে টাকা আছে তো ? যাতায়াত করবেন কিসে ?

রজনী ॥ হেলিকপ্টারে।...আমি ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ, হারান।

হারান ॥ হ্যাঁ। কোষ তো...আমার আর জানতে বাকি নেই।

রজনী ॥ বটে! এই দেখ। (পকেট থেকে টাকা বের করে দেখায়) দুদিনে ৯৩ টাকা collection হয়েছে।

হারান ॥ তিনটে টাকা আমাকে দিয়ে যান। (নিত্য-রাজেনকে দেখিয়ে) এঁরা তো বিপ্লব শেষ না-করে এখান থেকে উঠবেন না—খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো।

(রজনী টাকা দেয়)

রজনী ॥ তোমার জন্যে কিছু রাখ।

হারান ॥ ঠিক আছে। দরকার হলে পরে নেব। (রজনীর প্রস্থান)

(হারান নিত্যর পোষ্টার লেখা দেখে)

নিত্য ॥ জেল থেকে বেরিয়ে সেদিন তোকে আমি পোষ্টার লিখতে মানা করেছিলাম, মনে আছে? (নিত্য মাথা নাড়ে) আজ আবার সেই ছেঁড়া কাজ তোর ঘাড়েই এসে চেপেছে। কী দুর্ভোগ দেখ্।

নিত্য ॥ ভাল লাগছে।

হারান আজ সন্ধ্যের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশখানা লেখা হওয়া চাই।

নিত্য ॥ পঞ্চাশ!

হারান পারবি না?

নিত্য ॥ পারব।

রাজেন ॥ (একপাশে চুপচাপ বসে নিত্যর পোষ্টার খেলা দেখছিল; হঠাৎ মুখ তুলে হারানকে) আচ্ছা, মানসী এখন কী করছে বলে আপনার মনে হয়?

হারান ॥ হঠাৎ এ প্রশ্ন?

রাজেন ॥ বলুন না!

হারান ॥ কী আর করবে! দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খাচ্ছে। Boy friend নিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে ছুতোনাতা নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করছে।

রাজেন ॥ আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, কেন এমন হল বলুন তো ?

হারান ॥ নোঙড় ছিঁড়ে গেছে যে। একবার নয়, দুবার।…জীবনটা ছেলেখেলা নয় রাজেন।…নিত্য, ঠাকুর সিং এলে বলিস, আঠারো নম্বর বস্তিতে ইকবালের সঙ্গে যেন সে দেখা করে। একটার সময়। ওখানে দিবাকর আসবে কিছু দরকারী কাগজপত্র নিয়ে—

নিত্য ॥ কে ? সেই দিবাকর ?

হারান ॥ হ্যাঁ। ওগুলো যেন সে যত্ন করে নিয়ে আসে। মনে থাকবে তো ? (নিত্য মাথা নাড়ে) আমি চলি। আর দেরি করতে পারব না।

নিত্য ॥ আপনার আজ ব্যাণ্ডেজটা পাল্‌টাবার কথা। ডাক্তারের কাছে যাবেন না ?

হারান ॥ মিটিং থেকে ঘুরে আসার সময় যাব'খন। (যেতে গিয়ে) ওঃ, ভাল কথা।…ঠিক আছে; এইখানেই দেখা হবে। আমি চলি রে—

(বেরোতে যাবে, লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ ॥ বউটাকে নিয়ে বড় যন্ত্রণায় পড়েছি হারান। যত বলি—'সে ঠিক সময়ে আসবে';—বলে, 'না, তুমি যাও; সে একা আসবে কেন ? সঙ্গে করে নিয়ে এস।'—ওই ঘটনার পর যেন কেমন হয়ে গেছে।—সাধু এসেছিল ?

হারান ॥ নাঃ।

লক্ষ্মণ ॥ তুমি ওর সঙ্গে আলাদা করে একটু কথা বল।…বলছে, নকুলটা ধরা পড়ে বেঁচে গেছে, কিন্তু বিনোদ-ইদ্রিসের রক্ত না-দেখলে না কি তার ঘুম হচ্ছে না।…বড় ধাক্কা খেয়েছে; শুধু কথা বলে ওকে তো প্রায় বিনোদের দলে টেনে নিয়েছিল।

হারান ॥ ওরা কোথায় আছে, খবর পেলে ?

লক্ষ্মণ ॥ অতই সোজা?—কেউ বলছে—কলকাতায়ই গা ঢাকা দিয়ে আছে, কেউ বলছে—আসানসোলে, আবার কেউ বলছে—চা বাগান এলাকায় চলে গেছে। কে জানে!

হারান ॥ সাধু মিটিং-এ আসবে তো?

লক্ষ্মণ ॥ বলেছে তো।

হারান ॥ (হাতঘড়ি দেখে চমকে ওঠে) আই বাস্! শীগ্‌গির চল দাদা। দেরি দেখে এখুনি আবার বৌদি এসে হাজির হবে।…চলি রে নিত্য। চলি রাজেন।…ওঃ—(ফিরে এসে নিত্যর হাতে টাকা তিনটে দিয়ে লক্ষ্মণকে নিয়ে দ্রুত প্রস্থান)

রাজেন ॥ অতীনদা অনেক গুণ্ডা আমদানি করেছিল, না?

নিত্য ॥ (লিখতে লিখতে) হ্যাঁ।

রাজেন ॥ তারা এখন কোথায়?

নিত্য ॥ তেওয়ারী আর তার ভলান্টিয়ারদের গুঁতোয় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

রাজেন ॥ আমরা জিতব, না?

নিত্য ॥ হ্যাঁ।—নিশ্চয়ই।

(আবার একটুক্ষণ চুপচাপ)

রাজেন ॥ (হাত বাড়ায়) তুলিটা দেবে?

নিত্য ॥ (বিস্মিত) কী করবেন?

রাজেন ॥ (তুলিটা নিত্যর হাত থেকে নেয়) একটা কাগজ দাও না!

নিত্য ॥ আপনি লিখবেন!

রাজেন ॥ পারব না? (নিত্য কোন জবাব না-দিয়ে একখানা কাগজ এগিয়ে দেয়) লিখি?

(নিত্য মাথা নাড়ে। রাজেন লিখতে শুরু করে)

নিত্য ॥ বাঃ!…(পড়ে) "সংগ্রাম চলবে।"

রাজেন ॥ হচ্ছে?

নিত্য ॥ খুব সুন্দর···আপনি লিখুন রাজেনদা। ( আর একটা তুলি ও কাগজ টেনে নেয় ) আমিও লিখি—

( দুজনে লিখতে থাকে। দূরাগত Internationale যন্ত্রসংগীত ক্রমশ স্পষ্ট হয়—উপছে পড়ে )

**যবনিকা**